বাংলা একাডেমী

ফোকলোর সংগ্রহমালা

৮

পালাগান : রংপুর

বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার সূচনাপর্ব থেকেই গোটা দেশের বহুবিচিত্র লোকউপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অবকাঠামো নির্মাণে ব্রতী হয়। গত শতকের ষাট দশকের প্রথম থেকে একাডেমী নিয়োজিত ও অনিয়োজিত সংগ্রাহকদের মাধ্যমে ফোকলোর উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। জেলাভিত্তিক এসব সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে গীতিকা, লোকনাটক, ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা, লোকসংগীত, পুথি, কিচ্ছা-কাহিনী, লোকগল্প, লোকশিল্পের উপাদান, লোকবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানের সংস্কার, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও সিলেটের মনিপুরী অঞ্চলসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহের আদিবাসীদের নানা সাংস্কৃতিক উপাদান-উপকরণ। বাংলা একাডেমী কর্তৃক সংগৃহীত মৌখিক সাহিত্যের বিপুল উপাদান ভাণ্ডারের এক-পঞ্চমাংশ এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। অথচ এ সকল সাংস্কৃতিক উপাদানের গুরুত্ব অনেক। তাই সুপরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ করার লক্ষে নতুন করে সুবিন্যস্ত আকারে বাংলা একাডেমী সংগৃহীত উপাদানগুলো বহুখণ্ডে 'ফোকলোর সংগ্রহমালা' নামে প্রকাশ করা হলো।

দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা'র* অন্তর্ভুক্ত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র বেশকিছু আখ্যান বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত-অনিয়োজিত ফোকলোর সংগ্রাহক কর্তৃক 'পালাগান' হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত এবং দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই দেশে ও বিদেশে গুণীজনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রমাঁরলা, লর্ড রোনাল্ডসে, স্যার জন গ্রীয়ারসন এবং ভারতীয় কলাশাস্ত্র-বিশারদ স্টেলা ক্র্যামরীচের মতো প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ এসব গীতিকার সাহিত্যিক-মানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গীতিকায় বিবৃত কোনো কোনো নারী চরিত্রকে বিশ্বসাহিত্যের অনেক বিখ্যাত নারী চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয় বলে মন্তব্য করেন। এসব চরিত্রের স্রষ্টা বাংলার প্রায়-অজ্ঞাত লোক-কবি: 'অশিক্ষিত পটুত্বই' ছিল যাঁদের কাব্যচর্চার প্রধান সম্বল। বর্তমান খণ্ডে বাংলা একাডেমী ফোকলোর আরকাইভস হতে ১৯৬৪-৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চল থেকে বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত ফোকলোর সংগ্রাহক এস. এম. সামীয়ূল ইসলাম সংগৃহীত 'জেলকদ বাশ্শা', 'চিনুমিনু', অসমণি কইন্যা' ও 'ছোকরানাচা' গানের পালা গ্রন্থভুক্ত হয়েছে।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ

বিশিষ্ট গবেষক, শিক্ষাবিদ, মানবাধিকার কর্মী। বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন মহাপরিচালক। ফোকলোরবিদ হিসেবে স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। জাপানে ফোকলোরে উচ্চতর গবেষণা করেছেন, অভিসন্দর্ভের বিষয় 'বাংলা ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন'। কবিয়াল 'রমেশ শীল রচনাবলী' সম্পাদনা করে সুনাম অর্জন করেন। ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ ছাড়াও তাঁর রচিত অনেকগুলো শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *ওয়াল্ট ডিজনীর মিকি মাউস, প-তে প্যালেস্টাইন, ডিজনীনগরে হৈ চৈ, বাঘের মাসী, ছড়ার ইশকুল, রমেশ শীল, ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি, সুকান্ত শিশু-কিশোর সমগ্র, সংস্কৃতি ও উন্নয়ন, ফণী বড়ুয়া : জীবন ও রচনা, Comparative Study in Oral Tradition* ইত্যাদি। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।

শাহিদা খাতুন

প্রাবন্ধিক, ফোকলোর গবেষক। আগ্রহের বিষয় ও গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র বাংলার লোকঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি, সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব। আশির দশকে আয়োজিত বাংলা একাডেমীর আন্তর্জাতিক ফোকলোর কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ নেন। পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত *বাংলা একাডেমী ফোকলোর আর্কাইভস : মৌখিক সাহিত্যের তালিকা ও সূচি* গ্রন্থের কাজটি নব্বইয়ের দশকে ফোকলোরে আধুনিক তত্ত্ব-পদ্ধতি ব্যবহারকারী গবেষক আব্দুল হাফিজের সঙ্গে করেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর অনেকগুলো গবেষণাধর্মী নিবন্ধ/প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা চৌদ্দ। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ফোকলোর সংকলন *মেয়েলীগীত, লোককাহিনী; লোকউৎসবে ঐতিহ্যচেতনা, একুশের প্রবন্ধ : ফোকলোর, লোকশিল্প এ্যালবাম* (যৌথ), *বাংলা একাডেমী গ্রন্থপঞ্জি* ইত্যাদি। বর্তমানে বাংলা একাডেমীর পরিচালক পদে কর্মরত।

সাইমন জাকারিয়া

নিষ্ঠাবান ফোকলোর গবেষক, কবি, নাট্যকার ও কথাসাহিত্যিক। নিজের চেষ্টা ও শ্রমের মাধ্যমে তিনি ফিল্ডওয়ার্কে নতুন নতুন উপাদানকে উপস্থাপন করছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সেমিনারে বাংলাদেশের ফোকলোর বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণাগ্রন্থ : *প্রণমহি বঙ্গমাতা* (৪টি খণ্ড), *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক, বাংলাদেশের লোকনাটক : বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য, বাংলা সাহিত্যের অলিখিত ইতিহাস (যৌথ) ইত্যাদি।* দেশের প্রথম সারির বিভিন্ন নাট্যসংগঠনে এবং বিদেশেও তাঁর নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। তাঁর রচিত ও মঞ্চস্থ নাটক : *শুরু করি ভূমির নামে, ন নৈরামণি, বিনোদিনী, সীতার অগ্নিপরীক্ষা* ইত্যাদি; কাব্যগ্রন্থ : *সদানন্দের সংসারে, অবণাগবণ;* উপন্যাস : *কে তাহারে চিনতে পারে*। বর্তমানে বাংলা একাডেমীর পাণ্ডুলিপি সম্পাদক পদে কর্মরত।

বাংলা একাডেমী

ফোকলোর সংগ্রহমালা-৮

পালাগান : রংপুর-৩

উপদেষ্টা সম্পাদক

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ

সম্পাদক

শাহিদা খাতুন

সহকারী সম্পাদক

সাইমন জাকারিয়া

বাংলা একাডেমী ॥ ঢাকা

বাংলা একাডেমী
ফোকলোর সংগ্রহমালা-৮
পালাগান : রংপুর-৩

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪১৭/ জুন ২০১০

বাএ ৪৮৫৭

মুদ্রণ সংখ্যা
৫০০ কপি

পাণ্ডুলিপি
ফোকলোর উপবিভাগ

প্রকাশক
পরিচালক
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী

মুদ্রক
মোবারক হোসেন
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

মূল্য
একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

BANGLA ACADEMY FOLKLORE SANGRAHAMALA, Volume-8, PALAGAN : RANGPUR-3 [Compilation of Collected Folksong : Palagan]. Adviser Editor : Syed Mohammad Shahed, Editor : Shahida Khatun, Assistent Editor : Saymon Zakaria. Published by Director, Research, Compilation and Folklore Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2010. Price : Taka 140.00 only.

ISBN 984-07-4865-3

মুখবন্ধ

সাবেক পূর্ববাংলা ও পরবর্তীকালের বাংলাদেশ সমৃদ্ধ লোকজ-সাংস্কৃতিক অঞ্চল হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত। এই সংস্কৃতির ভাবসম্পদ ও আঙ্গিকগত বিপুল বৈচিত্র্য এবং মানবিক উপাদানের গভীরতা যে-কোনো সংস্কৃতি-ভাবুক এবং ঐতিহ্য-গবেষককে সহজেই আকৃষ্ট করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—ড. দীনেশচন্দ্র সেন যখন চন্দ্রকুমার দে এবং অন্যান্য সংগ্রাহকদের সংগৃহীত গীতিকাসমূহ ১৯২০-এর দশক থেকে প্রথমে বাংলায় এবং পরে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন, তখন তা বিশ্বের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। রোমাঁরলা, হেঙ্গ মোডে, সিঁলভা লেভী প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত এবং সংস্কৃতি-চিন্তক এই রচনাসমূহের অসাধারণ মানবীয় গুণাবলি এবং নারী চরিত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাধীন চিত্ততার প্রশংসা করে লেখালেখি করেন। ফলে আন্তর্জাতিক বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের সঙ্গে বাংলাদেশের মৌল-সংস্কৃতির (basic culture) একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংযোগ ঘটে। আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি-ভাবুকদের সঙ্গে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ লোকজ-সংস্কৃতির এই পরোক্ষ সংযোগ ১৯৬০-এর দশকে প্রত্যক্ষ সংযোগের স্তরে উত্তীর্ণ হয় চেকপণ্ডিত দুশান জ্যাভিতেলের বাংলা একাডেমীতে এসে ময়মনসিংহ-গীতিকার উপর তথ্য-সংগ্রহ ও গবেষণামূলক কাজের সুবাদে, তখন বাংলাদেশের বাঙালি জাতিসত্তারও উদ্ভবকাল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও চলে শেকড় সন্ধানের মধ্যদিয়ে বাঙালিত্বের নবনির্মাণের প্রয়াস। এই ধারার সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রধান প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে ভাষা আন্দোলনে তরুণ প্রাণের জীবনদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বাঙালির জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই একাডেমী সূচনাপর্ব থেকেই গোটা দেশের বহুবিচিত্র লোকউপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অবকাঠামো নির্মাণে ব্রতী হয়। ষাটের দশকের প্রথম থেকেই একাডেমী সারাদেশ থেকে নিয়োজিত ও অনিয়োজিত সংগ্রাহকদের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। জেলাভিত্তিক এসব সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে গীতিকা, লোকনাটক, ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা, লোকসংগীত, পুথি, কিচ্ছা-কাহিনী, লোকগল্প, লোকশিল্পের উপাদান, লোকবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানের সংস্কার, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও সিলেটের মনিপুরী অঞ্চলসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহের আদিবাসীদের নানা সাংস্কৃতিক উপাদান-উপকরণ। বিগত শতকের ষাটের দশক থেকে শুরু করে বাংলাদেশ আমলের আশি'র দশক পর্যন্ত এসব উপাদান-উপকরণ জেলাভিত্তিকভাবে বিন্যস্ত করে প্রায় হাজার খণ্ডে সংরক্ষণ করা হয়। একাডেমীর সংগ্রহে এর বাইরেও অবিন্যস্তভাবে কিছু উপকরণ রয়েছে।

বাংলা একাডেমী সংগৃহীত এসব উপাদান প্রথমে 'লোকসাহিত্য সংকলন' নামে এবং পরে 'ফোকলোর সংকলন' শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। বাংলা ১৩৭০ সন থেকে সাম্প্রতিককাল

পর্যন্ত প্রকাশিত সংকলনের একাত্তরটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং তা দেশি-বিদেশি ঐতিহ্যপ্রেমী, ফোকলোরবিদ, নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, ভাষাতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকদের কাছে মূল্যবান গবেষণা-উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশে শুধু ফোকলোর চর্চার জন্য নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার জন্যও এই সংকলনসমূহের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। বাংলা একাডেমী কর্তৃক বিগত পাঁচ দশক ধরে সংগৃহীত বিপুল উপাদান ভাণ্ডারের এক-পঞ্চমাংশ এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। আমরা মনে করি, সংগৃহীত এসব সাংস্কৃতিক উপাদানের গুরুত্ব অনেক। তাই সুপরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ করার লক্ষে নতুন করে সুবিন্যস্ত আকারে এগুলো প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। এই লক্ষে সংগৃহীত উপাদানগুলো বহুখণ্ডে 'ফোকলোর সংগ্রহমালা' নামে প্রকাশ করা হলো। বাংলা একাডেমীতে পুরোনো সাংস্কৃতিক উপাদান সংরক্ষণের উপযুক্ত আর্কাইভস্ না থাকায় উপরন্তু বাংলাদেশের আর্দ্র আবহাওয়ায় সংগৃহীত বিপুল উপাদান বিনষ্ট হওয়ার মুখে পড়ায় সম্প্রতি কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে এগুলো সংরক্ষণ ও প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। খণ্ডাকারে 'ফোকলোর সংগ্রহমালা' প্রকাশিত হলে মূল উপাদানসমূহ গবেষণা কাজে নিয়মিত ব্যবহার না করে নতুন প্রকাশিত উপাদানগুলোই সাধারণ অনুরাগী এবং গবেষকেরা ব্যবহার করতে পারবেন। মূল উপাদান বাংলা একাডেমীর প্রস্তাবিত আর্কাইভসে্ সংরক্ষণ করা হবে। ১৯৮৫-৮৬ সালে বাংলা একাডেমী আয়োজিত আন্তর্জাতিক ফোকলোর কর্মশালায় ফিনল্যান্ডের প্রখ্যাত ফোকলোর পণ্ডিত লাউরি হংকো বাংলা একাডেমীর ফোকলোর উপাদান-ভাণ্ডার এভাবেই সংরক্ষণের পরামর্শ দেন। ফোকলোর ভাষারীতি, বর্ণনাভঙ্গি এবং উপস্থাপনারীতিতে আঞ্চলিক হলেও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক তত্ত্বপদ্ধতির অন্তর্গত। তবে তত্ত্ব প্রয়োগের বেলায় কোনো দেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসূচক উপাদানের ক্ষেত্রে দেশীয় গবেষণাতাত্ত্বিক স্বকীয় মডেল উদ্ভাবন করে তাত্ত্বিকভাবে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হবে। আমরা আশা করি, 'ফোকলোর সংগ্রহমালা' সিরিজ প্রকাশের এই উদ্যোগ আমাদের মূল্যবান ঐতিহ্যিক-সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে।

সূচিপত্র

ভূমিকা	[নয়-বারো
জেলকদ বাশ্‌শা	১-৩২
চিনুমিনু	৩৩-৫৬
অসমণি কইন্যা : প্রথম খণ্ড	৫৭-১০৪
অসমণি কইন্যা : দ্বিতীয় খণ্ড	১০৫-১৪৭
ছোকরানাচা গানের পালা : প্রথম খণ্ড	১৪৮-১৮৪
ছোকরানাচা গানের পালা : দ্বিতীয় খণ্ড	১৮৫-২২৮
পরিশিষ্ট : সংগ্রহ সম্পর্কিত তথ্য	২২৯-২৩০

[redacted]

ভূমিকা

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় রূপকথা, উপকথা, কিংবদন্তী, লোককথা বা লোকগল্পকে আশ্রয় করে আখ্যানধর্মী এক ধরনের গান প্রচলিত রয়েছে। এ ধরনের আখ্যানগীতকে সাধারণভাবে 'পালাগান' বলা হয়ে থাকে। তবে অঞ্চলভেদে আখ্যানগীতের পরিবেশনা 'কিচ্ছা', 'কিচ্ছাগান' ও 'কিচ্ছাপালা' নামেও সমধিক পরিচিত। সে যা-ই হোক, পরিবেশনাগত দিক থেকে অধিকাংশ সময় একজন কথক-গায়ক 'পালাগান'-এর পুরো আখ্যানগীত আসরে দর্শক-শ্রোতাদের মঝে পরিবেশন করেন। এ ধরনের পালাগান পরিবেশনে কখনো কখনো আসরে উপস্থিত এক বা একাধিক ব্যক্তি ধুয়া বা দিশা গেয়ে মূলগায়ক-কথককে সহায়তা করেন; ক্ষেত্রবিশেষে পালাগানের আসরে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে পালাগানের এই ধারাটির কিছু উপাদান বিংশ শতকের প্রথমপর্বে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল হতে চন্দ্রকুমার দে'র সংগ্রহ এবং দীনেশচন্দ্র সেন-এর সম্পাদনায় 'পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা'য় অন্তর্ভুক্ত হয়ে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' নামে প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই দেশে ও বিদেশে গুণীজনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। রোমাঁরলাঁ, লর্ড রোনাল্ডসে, স্যার জন গ্রীয়ারসন এবং ভারতীয় কলাশাস্ত্র-বিশারদ স্টেলা ক্র্যামরীচের মতো প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ এসব গীতিকার সাহিত্যিক-মানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গীতিকায় বিবৃত কোনো কোনো নারী চরিত্রকে বিশ্বসাহিত্যের অনেক বিখ্যাত নারী চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয় বলে মন্তব্য করেন। এসব চরিত্রের স্রষ্টা হচ্ছেন বাংলার সেইসব প্রায়-অজ্ঞাত লোক-কবি; 'অশিক্ষিত পটুত্বই' ছিলো যাঁদের কাব্যচর্চার প্রধান সম্বল। ইতোমধ্যে বাংলা ভাষায় গীতিকাগুলোর ওপর বেশকিছু গবেষণাধর্মী ও বিশেষণাত্মক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে।

দুই

বাংলা ভাষার প্রাচীন কাব্য-কাহিনীতে 'মানবিক প্রেম' প্রধান বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয় নি। বিশ্লেষকদের মতে, এর কারণ মধ্যযুগের বাংলার প্রচলিত সামাজিক বাধানিষেধ মানবিক প্রেমের সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে প্রবলভাবে বাধ সেধেছে। সে-যুগের সাহিত্যের প্রধান প্রবণতা ছিল ধর্মের দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাব। মধ্যযুগে বাংলায় মূলত সামন্তশাসনের প্রচলন ছিল। কাজেই সরাসরি ধর্মই তখন সমাজ ও জীবনের চালিকাশক্তি হিসেবে পরিগণিত হতো। তবে একটি কথা স্বীকার করা ভালো যে, এ-ধর্ম কোনো অর্থেই দার্শনিক ডাইমেনশনযুক্ত ছিলো না; এ-ধর্ম চিরাচরিত ও প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন মাত্র।

'চর্যাগান' বাংলা ভাষার এ যাবত প্রাপ্ত সাহিত্য নিদর্শনের মধ্যে প্রাচীনতম সাহিত্য। বলাবাহুল্য এই গানগুলো থেকেই শুরু হয় সাহিত্য ও ধর্মের সেতুবন্ধন। সাধারণ মানুষকে ধর্ম-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুরা জনগণের ভাষায় এই গান রচনা করেন। বৌদ্ধ সহজিয়া ও তান্ত্রিক সাধনাই এসব গানের প্রতিপাদ্য বিষয়। বৈষ্ণবদর্শন, অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব প্রভৃতি পুরানো বাংলা সাহিত্যকে যেভাবে প্রভাবিত করেছে, তাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। এরপরে 'মঙ্গলকাব্যে' নর-নারীর প্রেমের যে আলেখ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তা মূলত

দাম্পত্য প্রেম। তার সঙ্গে সৌন্দর্য ও কল্পনার তেমন কোনো উচ্চমার্গীয় কবি-কল্পনার যোগাযোগ নেই। মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্যের মধ্যে আছে রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ; যা রচনার সঙ্গে সঙ্গে পুরোদস্তুর ধর্ম-সাহিত্য হয়ে উঠেছে। এসব দিক থেকে বিবেচনা করলে সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে—একমাত্র আরাকানের রাজসভায় মুসলমান কবিদের রচিত গুটি-কয়েক প্রেমোপাখ্যান ছাড়া 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ও তার সমগোত্রীয় বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত পালাগানের সঙ্গে তুলনীয় ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত অন্য কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন আমাদের হাতে নেই; যেখানে শুধুমাত্র ধর্ম-অসম্পৃক্ত প্রণয়গাঁথারই সন্ধান মেলে। বস্তুত এই বিচারে গ্রামীণ পালাগান সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ (secular) রচনা। গ্রামীণ পালাগান রচয়িতাগণ প্রেমকে কোনো আধ্যাত্মিক বা তান্ত্রিক-দর্শনের ভাষ্য হিসেবে দাঁড় করান নি; প্রেম তাঁদের কাছে একটা মানবিক সম্পর্কের সূত্র মাত্র। সংক্ষেপে পালাগানের আখ্যানসমূহে লভ্য প্রেমের বিশেষত্ব হলো—প্রথমত, পালাগানের আখ্যানের প্রায় সর্বত্র মুক্ত ও অবাধ প্রেমের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে, এ প্রেম রূপকথার প্রেম নয়, কিংবা বায়বীয় প্রেমও নয়, নারী-পুরুষ উভয়েই স্বাধীন প্রেমের দিকে ঝুঁকে পড়েছে; সেইসঙ্গে গার্হস্থ্য-ধর্ম পালনেও তাঁরা সমান আগ্রহী।

কোনোরূপ দার্শনিক কিংবা তাত্ত্বিক বিশ্বাস পালাগানের কবিদের জীবন-দৃষ্টিকে মোহগ্রস্ত করে নি। তাই পালাগানে বর্ণিত প্রেমের সঙ্গে জীবনের প্রাত্যহিক কর্মতৎপরতার মিল সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। এর ফলে বাস্তবতা ও রোমান্স এখানে পরস্পর সন্নিবিষ্ট; একে অপরের পরিপূরক। পালাগানের কবিরা অনাড়ম্বর দৃষ্টি নিয়ে মানুষের দিকে তাকিয়েছেন—'এমন মানব জন্ম আর হইবে না'—সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যৌবনের কথাও বিস্মৃত হন নি—'অঙ্গে দেখা দিল কন্যার সোনার যৈবন।' অর্থাৎ 'জীবন ও যৌবনের' প্রতি স্বতন্ত্র দৃষ্টি দিয়েও এ দু'টিকে তাঁরা আবার অবিভাজ্য-জ্ঞান করেছেন। মানবিক জীবন মানে রূঢ় বাস্তবতা এবং যৌবন মানে গগনবিদারী উদ্দামতা। মধ্যযুগের অন্য কোনো কাব্যে জীবন ও প্রেমের এমন সুষম সুন্দর আলেখ্যের পরিচয় মেলে না।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পালাগান জীবনবাদী প্রেমের আলেখ্য হওয়া সত্ত্বেও তার অধিকাংশ আখ্যানের মূলসুর বিয়োগান্তক বা ট্র্যাজিক। তবে, পালাগানের বিয়োগান্তক আখ্যানসমূহে ট্র্যাজেডির আবেদন কতখানি রয়েছে সেটি এখনও সতর্কতার সঙ্গে বিচার্য। অন্তত ট্র্যাজেডির যে পাশ্চাত্য সংজ্ঞার সঙ্গে আমরা পরিচিত, তার বিচারে অধিকাংশ পালায় বিয়োগান্ত সুরের অনুসরণ দেখা গেলেও যথার্থ ট্র্যাজেডির সাক্ষাৎ মেলা ভার। গ্রিক ট্র্যাজেডির আলোচনা করতে গিয়ে এরিস্টটল যে তিনটি ঐক্যের কথা বলেন সেগুলো হলো—ঘটনার ঐক্য, সময়ের ঐক্য এবং স্থানের ঐক্য। সময়ের ঐক্য এবং স্থানের ঐক্য—এই পালাগুলোতে নেই বললেই চলে; তবে অধিকাংশ পালাগানের আখ্যানে ঘটনার ঐক্য ও নাটকীয়তা সংরক্ষিত হয়েছে।

তিন

আগেই বলা হয়েছে পালাগানের আখ্যানসমূহ গীতিমূলক কাহিনীর আকারে রচিত। স্বাভাবিকভাবেই এগুলো বর্ণনানির্ভর। পালাগুলোতে যে বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে তা নিরাভরণ, কিন্তু কবিত্ব-শক্তি বর্জিত নয়। এ বর্ণনাভঙ্গিতে প্রাধান্য পেয়েছে লৌকিক, কৃষিনির্ভর ও প্রাকৃতিক উপমা-উৎপ্রেক্ষা। এর কারণ খুবই স্পষ্ট। যে সমাজের কথা পালাগানের আখ্যানে উল্লিখিত, সে সমাজ কৃষিনির্ভর। গ্রামকে কেন্দ্র করে এবং কৃষিকে উপজীব্য করেই তার

জীবনস্পন্দন। এমনকি তারও বহু পরে, পাল শাসনামল থেকে আরম্ভ করে ইংরেজ আমলের পূর্ব-পর্যন্ত বাংলার যে অর্থনৈতিক কাঠামো প্রত্যক্ষ করা যায় তাকে সাধারণভাবে 'সামন্তবাদ' হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়। সে সময় প্রতিটি গ্রামে থাকতো কিছু কারিগর। তারা কৃষকদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় ফসল পেতো। কৃষকেরা জমি চাষ করে, ফসল ফলায় এবং উৎপন্ন শস্যের কিছু দেয় গ্রামের জমিদারদের রাজস্ব হিসেবে, কিছু দেয় কারিগরদের; বাকিটা নিয়ে নিজের সংসার চলে। ক্ষেতে কাজ করার এবং ফসল ফলাবার কথা অধিকাংশ পালায় বর্ণিত। অতএব, পরিবেশ ও প্রতিবেশগত কারণেই এসব কাব্যের বর্ণনাগত উপাদানগুলিও কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার প্রত্যক্ষ অবদান।

চার

পালাগানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক বলা যায় তার 'ভাষা'। যে লৌকিক ভাষায় গ্রামীণ পালাগান রচিত হয় তা বাংলার সংস্কৃত-পূর্ব যুগের ভাষার সমগোত্রীয়। এ ভাষায় টোলের পণ্ডিতদের আমদানি করা গুরুগম্ভীর সংস্কৃত শব্দ যেমন নেই; তেমনি এখানে পুথি সাহিত্যে ব্যবহৃত অপরিচিত বা প্রায়-অপরিচিত ওজনদার আরবি-ফারসি ও উর্দু শব্দ অবলীলাক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে, যেসব শব্দ বাঙালি মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনে হর-হামেশা ব্যবহৃত হতো, এসব শব্দ তাদের প্রতিবেশী হিন্দু-সমাজের কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। এটি তৎকালে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরও উজ্জ্বল প্রমাণ; দীনেশচন্দ্র সেন পালাগানের এই লৌকিক ভাষাকে 'মিশ্র ভাষা' বলে উল্লেখ করেছেন। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "এই মিশ্রভাষা আমাদের চাষার কুটিরে, এমনকি হিন্দুর অন্তঃপুরে পর্যন্ত ঢুকেছে। বাঙ্গালার অভিধান হইতে এখন আর তাহা বাদ দেওয়া চলে না।" খাজনা, জমি, জবরদস্তি, আসমান ইত্যাদি শব্দাবলি যে একান্তেই বাংলা ভাষার শব্দ হয়ে উঠেছে এ সম্পর্কেও তিনি দ্বিমত পোষণ করেন নি। গাঁথাগুলোতে আরবি-ফারসি ও উর্দু শব্দের অন্তর্ভুক্তির অন্যতম কারণ হলো– রচয়িতাদের মধ্যে হিন্দুও যতটি, মুসলমানও ততটি। যতদূর জানা যায়, বাংলাদেশের প্রথমদিকের পালাগান সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে যখন গাঁথাগুলো সংগ্রহে নিয়োজিত, তখন হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানেরাই এ গাঁথাগুলো অনেক বেশি আপন করে নিয়েছিল এবং ক্ষেত-খামারে কাজ করার সময় তারা এগুলো উচ্চস্বরে গেয়ে বেড়াতো। কাজেই মুসলমান গায়কের কল্যাণে ও ভণিতায় এ পালাগুলোর কোনো কোনো অংশে সহজবোধ্য আরবি-ফারসি ও উর্দু শব্দের আমদানি ঘটে থাকতে পারে।

দীনেশচন্দ্র সেন পালাগানের ভাষারীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্পষ্টত বলেছেন—"বাংলা ভাষা সংস্কৃতের সাক্ষাৎ সন্তান নয়, বাংলা ভাষা যে প্রাকৃত ভাষা থেকেই এসেছে। সংস্কৃতের সঙ্গে তার সম্পর্ক যে দূরান্বয়, এ ধরনের পণ্ডিতজনোচিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্যও এ ভাষা একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শনবিশেষ। এসব গীতিকায় 'পক্ষীর' স্থলে 'পঙ্খী', 'বৃক্ষের' স্থলে 'বিরক্ষ' প্রভৃতি প্রাকৃত বা প্রাকৃতগন্ধী শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহারও লক্ষণীয়। বলাবাহুল্য, এই প্রাকৃতগন্ধী শব্দগুলোই এখানকার মৌখিক শব্দ।" এ ভাষার শক্তি সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করেও 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র ভূমিকার শেষে দীনেশচন্দ্র সেন প্রায় সাফাইয়ের সুরে বলেছেন, "গাঁথা সাহিত্যের ভাষা পাড়াগেঁয়ে, ছন্দ শিশুর আধ আধ বুলির মতো ভাঙ্গা ভাঙ্গা; পূর্ণতা পায় নাই।" দীনেশচন্দ্র সেনের এই আশঙ্কা প্রায় সর্বাংশে অমূলক। ছন্দ শিশুর মধ্যে আধ আধ বুলির মতো ভাঙ্গা ভাঙ্গা—এই মন্তব্যের কোনো ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। কারণ যে ছন্দশাস্ত্রের কথা মনে রেখে এই মন্তব্য করা হয়েছে সেটি পালাগুলির রচয়িতাদের ছন্দ-ধারণার ক্ষেত্রে অচল। এসব লোক-কবিরা পালাগুলো মুখে মুখে রচনা করতেন এবং নিজেদের স্বভাবসুলভ আবৃত্তির ঢঙে সুর করে গাইতেন। কাজেই এসব পালায় ছন্দের নয়,

তাল রচয়িতাদের আবৃত্তি-নির্ভর; তাকে বাংলা বা সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের মাত্রা পদ্ধতি দিয়ে বিচার করা যাবে না। আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর আগে দীনেশচন্দ্র সেন 'পাড়াগেঁয়ে'—এই সস্নেহ অভিধায় ভূষিত করেছিলেন যে ভাষাটিকে, সেটি ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠেছে একটি দেশের রাষ্ট্রভাষা এবং সাহিত্যভাষা। যে ভাষার জন্যে বাঙালি বুকের রক্ত দিয়ে সংগ্রাম করেছে, সে ভাষা তার মুখের ভাষা। সে ভাষায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাদ্রিদের আমদানি করা ভারিক্কিচালের সংস্কৃত শব্দের চেয়ে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত পাড়াগেঁয়ে শব্দের স্থান নেবার অধিকার অনেক বেশি। অদূর ভবিষ্যতে এইসব শব্দের বিপুল সমাহারে বাংলাদেশের বাংলা ভাষা আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, এমন আশাও দুরাশা নয়। এই বিচারে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' বা 'পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা'র ভাষার মতো বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলে প্রচলিত পালাগানের ভাষাকে আমাদের নির্মীয়মাণ সাহিত্য ভাষার আদিরূপ হিসেবে চিহ্নিত করা চলে।

দীনেশচন্দ্র সেন বৃহত্তর ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ইত্যাদি হাতে গোনা দু'তিনটি অঞ্চলের গ্রামীণ পালাগান 'গীতিকা' নামে তাঁর 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা' গ্রন্থে এবং পরবর্তীকালে ক্ষিতিশচন্দ্র মৌলিক একই অঞ্চলের পালাগান 'প্রাচীন পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা' গ্রন্থে সংকলন করেন। বাংলা একাডেমীর ফোকলোর আর্কাইভ্স-এ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু ধরনের পালাগান সংরক্ষিত আছে। যা অদ্যাবধি বৃহত্তর পাঠকের সামনে উন্মোচন করা হয়নি।

বর্তমান খণ্ডে বাংলা একাডেমী ফোকলোর আরকাইভ্স হতে ১৯৬৪-৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চল থেকে বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত ফোকলোর সংগ্রাহক এস. এম. সামীয়ূল ইসলাম সংগৃহীত 'জেলকদ বাশ্শা', 'চিনুমিনু', অসমণি কইন্যা' ও 'ছোকরানাচা' গানের পালা গ্রন্থভুক্ত করা হলো। মুদ্রিত পালাগানসমূহ সাধারণত ছন্দবদ্ধ। তবে 'দিশা', 'ধুয়া'যুক্ত ছন্দগীতের মধ্যে কোথাও কোথাও গল্পকথনের 'কথা' ও 'সংলাপ' প্রত্যক্ষ করা যায়। যা-দৃষ্টে স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, সংকলনভুক্ত পালাগানসমূহ দর্শক-শ্রোতাদের সামনে একজন কথক-গায়েন কর্তৃক একাধিক দোহারের সহযোগিতায় আসরে উপস্থাপিত হতো।

সংকলনভুক্ত উপাদানের বহু জায়গায় আঞ্চলিক ভাষার পাশাপাশি উর্দু, ইংরেজি, ফার্সি, সংস্কৃত, আদিবাসী ইত্যাদি ভাষার শব্দ, এমনকি বাক্যও ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা লক্ষ করেছি—একই বাক্য, পদ, পদবাচ্য, চরিত্রের নাম ইত্যাদি অঞ্চলবিশেষে সংগ্রাহকগণ বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা তার মধ্যে একটা সমতা আনার চেষ্টা করেছি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার বিশেষত্ব রক্ষার্থে সংগ্রাহক প্রদত্ত বানানরীতি, বাক্যের কাঠামো, বাক্যের গঠন, শব্দচয়ন ইত্যাদি অবিকৃত রাখা হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ

১. দীনেশচন্দ্র সেন, *মৈমনসিংহ-গীতিকা*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত, ১৯২৩
২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোক-সাহিত্য, প্রথম খণ্ড : আলোচনা*, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৬২
৩. শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন : ৫০*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯
৪. সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক : বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমী, ২০০৮

বাংলাদেশ

জেলার অবস্থান

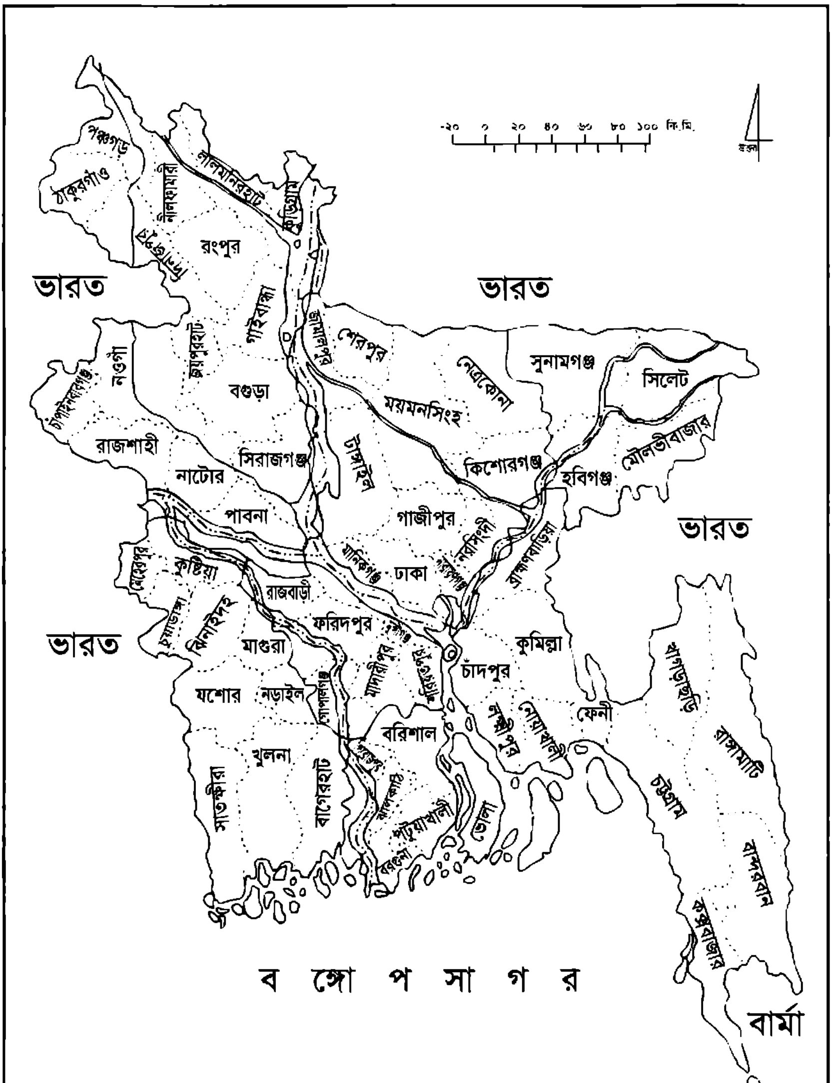

মানচিত্র-১

বাংলাদেশ

পালাগান সংগ্রহ এলাকা

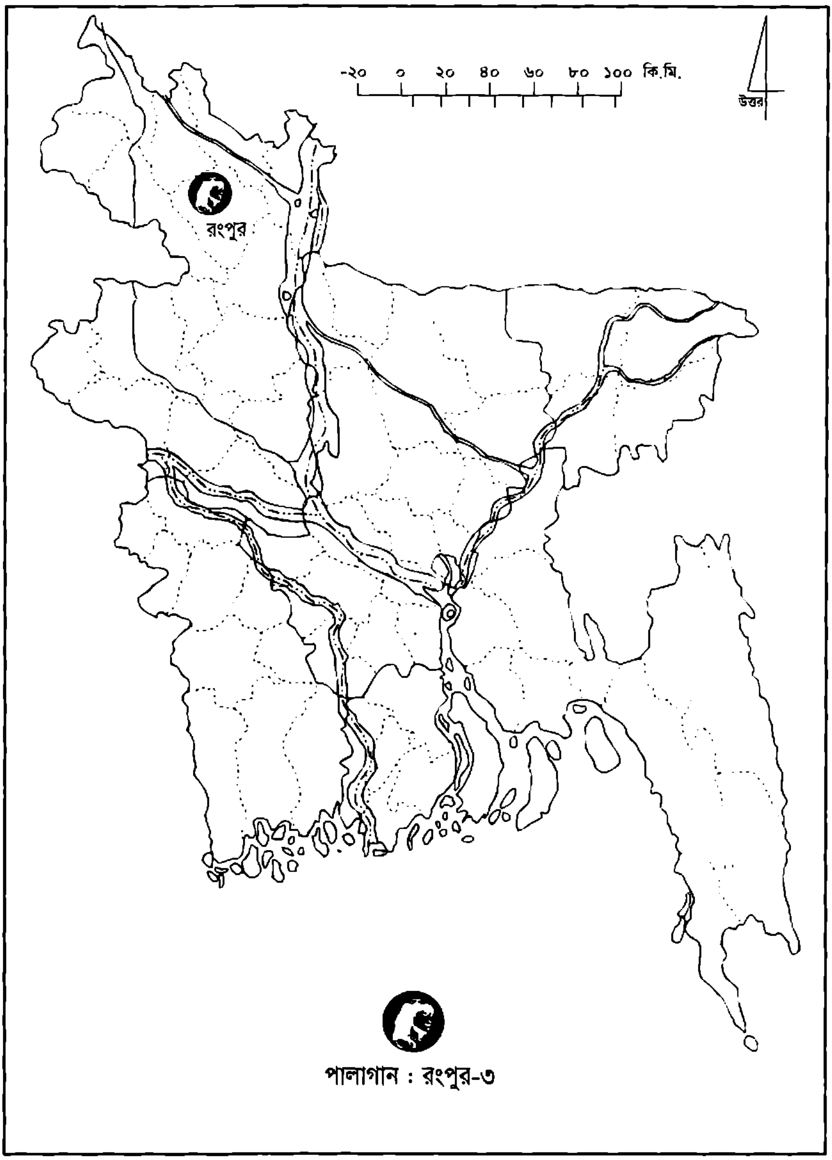

মানচিত্র-২

পালা শুরু

জেলকদ নামেতে বাশ্‌শা
জাবেল শওরে রে।
(ও দিন মোর গ্যালো)
কোরানোতে হাপেজ[১] বাশ্‌শা
কোনার গালার মালা রে।
(ও দিন মোর গ্যালো)
বড় দয়াবানো সেই বাশ্‌শা
বড় দিনো দাবো[২] রে।
(ও দিন মোর গ্যালো)
উজিরোক সঁপিচে বাশ্‌শাই
নিজে হোজরাখ্যানায়[৩] রে।
(ও দিন মোর গ্যালো)
ছয়দিন তাই বসিয়া থাকে
হোজরাখ্যানার ঘরে রে।
(ও দিন মোর গ্যালো)
খোদার এবাদোত্‌ করে বাশ্‌শা
দুই হাঁটুয়া পাতিয়া রে।
(ও দিন মোর গ্যালো)
সাতদিন কারো সোমে[৪] বাশ্‌শা
তকতোত[৫] যায়া বইসে রে।
(ও দিন মোর গ্যালো)
হিসাব নিকাশ ন্যায় বাশ্‌শা
পোজ্জার ঘরোক[৬] ডাকেয়া রে।
(ও দিন মোর গ্যালো)
এ্যাক আইত থাকে[৭] বাশ্‌শা
আনি মার মহোলে রে।
(ও দিন মোর গ্যালো)
ব্যানামাজি[৯] বুলিয়া মানুষ তার
মুলুকের ভেত্‌রোত[১০] নাই রে।
(ও দিন মোর গ্যালো)

আইজ্জোত[১১] যে জোন ব্যানামাজি
তাকে খ্যাদেয়া দ্যায় রে ।
(ও দিন মোর গ্যালো)
ব্যাশুমার মাল তার
কতো হাতি ঘোড়া রে ।
(ও দিন মোর গ্যালো)
সউগ কিচু ছাড়িয়া বাশ্‌শা
আল্লার নামে দেওয়ানা রে ।
(ও দিন মোর গ্যালো)
জেবোন মুল্লুক কইন্যা দ্যাকো
আনি মায়ের কোলেতে রে ।
(ও দিন মোর গ্যালো)
চাঁদ সুরুজের নাহান[১২] কইন্যার
চলোন হইলো[১৩] মাটি রে ।
মাসের ভেতরোতে[১৪] কইন্যাক
ব্যাটাছাওয়ায়[১৫] নাই দ্যাকে রে ।
(ও দিন মোর গ্যালো)
বারো বচ্চোর কন্যার বস
না হয় ঘরের বাহির রে ।
(ও দিন মোর গ্যালো)
হাউজ নহোর বালাখ্যানা
যা কিছু দরকারো রে ।
(ও দিন মোর গ্যালো)
সউগ কিছুই বানাইচে বাশ্‌শায়
সাত তেউড়ির ভেতোরে রে ।
(ও দিন মোর গ্যালো)
সাত তেউড়ির সাতো তালা
সদায় চাবি যাবা থাকে রে[১৬]
(ও দিন মোর গ্যালো)
বারো বচ্চোর হইচে কইন্যার
যইবোনের বাহারো রে ।
(ও দিন মোর গ্যালো)
এ্যাক দেবোসে[১৭] জেলকদ বাশ্‌শা
বসিয়া হোজরাতে রে ।
(ও দিন মোর গ্যালো)
দুই হাতো তুলিয়া বাশ্‌শা
মুনাজাত করিলো রে ।

(ও দিন মোর গ্যালো)
হ্যানকালে[১৮] দইবোবাণী
শুনিব্যারে পাইলো রে ।
(ও দিন মোর গ্যালো)
না কানদেন না কানদেন বাশ্‌শা
এলাহির দরবারে রে ।
(ও দিন মোর গ্যালো)
আইজা হাতে তোমার দোয়া
কবুল নাহি হইলো রে ।
(ও দিন মোর গ্যালো)
জেবোনভর কল্লেন এবাদত রে
অইনা হক আল্লার দরবারে রে ।
(ও সোমায় কালে)
জেবোনভর কল্লেন এবাদত
হক আল্লার দরবারে রে ।
(ও সোমায় কালে)
এ্যাক গোনার কারোণে তোমার
সউগে বরবাদ হয়া গ্যালো রে ।
(ও সোমায় কালে)
জেবোন মুল্লুক নামোতে কইন্যা
আচে তোমার ঘরোতে রে ।
(ও সোমায় কালে)
বারো বচ্চোর হইচে সেই কইন্যা
যইবোনেরো ভারে রে ।
(ও সোমায় কালে)
ছয়মাস হাতে[১৯] হয় গাও নাপাক
না দ্যাকো তাহারে রে ।
(ও সোমায় কালে)
এত্তুজল্যা নাপাকি[২০] অকতো
পড়ে যে জইমনোতে রে ।
(ও সোমায় কালে)
ছয় কোশ জুড়িয়া সেই জইমনোত
এবাদোত্ কবুল না হয় রে ।
(ও সোমায় কালে)
এই কতা শুনিয়া বাশ্‌শা
ব্যাহুঁশোতে পড়ে রে ।
(ও সোমায় কালে)

তকনে দ্যাকো অইনা রে বাশ্‌শা
হিসাব করিয়ায় দ্যাকে রে ।
(ও সোমায় কালে)
নয় বচ্চোরোত বেটিছাওয়া জাতি
সাবালোক ভালা হয়ো রে ।
(ও সোমায় কালে)
এ্যাকদিনের বদোলে তুমি
বারো এবাদোত করো রে ।
(ও সোমায় কালে)
অনতোয পুরে গ্যালো বাশ্‌শা[২১]
আনি মার মহোলে রে
(ও সোমায় কালে)
আনিকে ডাকেয়া কতা
কয় বা ধেরে ধেরে রে ।
(ও সোমায় কালে)
কাইলকা আইতোতে[২২] জেবোন মুল্লুকের
দেও বা তালা খসে রে ।
(ও সোমায় কালে)
তামান আইতোতে[২৩] করুক এবাদোত
বসিয়া হোজরার ঘরেতে রে ।
(ও সোমায় কালে)
বাপ বেটি দোনোজোনে কইরমোঁ এবাদোতে[২৪]
হক্ আল্লার দরবারে রে ।
(ও সোমায় কালে)
কি কইরবে জেবোন মুল্লুক
যায় বা হোজরার ঘরে রে ।
(ও সোমায় কালে)
যকোন গ্যালো জেবোন মুল্লুক
হাজরাখ্যানার ঘরে রে ।
(ও সোমায় কালে)
ওপরোতে আচিল[২৫] জেন
পড়িলো নজোরে রে ।
(ও সোমায় কালে)
জেন জাতি খবিজ জাতি
ইমান নাই তারে রে ।
(ও সোমায় কালে)
সেইদিন হাতে[২৬] সেইনা জেন

ঘোরে কইন্যার খোঁজে রে।
(ও সোমায় কালে)
আশেক হইলো অইবা জেন
কইন্যারো ওপরোতে রে।
(ও সোমায় কালে)
তিনো দিন করে এবাদোত্
চাইরো দিনের কালে রে।
(ও সোমায় কালে)
যকোন যাবার নাগচিল[২৭] কইন্যা
মাও জননীর কোলোত রে।
(ও সোমায় কালে)
ওপোর হাতে[২৮] অইনা জেন
থাপা মারিয়া ধরে রে।
(ও সোমায় কালে)
শূননো ভরে তুলিয়া কইন্যাক্
উড়ায় বাও বা ভরে রে।
(ও সোমায় কালে)
এ্যাক উড়াতে জেন জাতি
সাতদিন ভরা যায় রে।
(ও সোমায় কালে)
সাতদিন উড়িয়া গ্যালো জেন
জয়তুন পাহাড়ে রে।
(ও সোমায় কালে)
জয়তুন পাহাড় ভারী
পৃতিমিরো সেরা[২৯] রে
(ও সোমায় কালে)
সেই পাহাড়োত নামায় কইন্যাক্
জয়তুন গাচের তলে রে।
(ও সোমায় কালে)
সাত দিনকার উপাস[৩০] কইন্যা
টলিয়া পড়ে জইমনোতে রে।
(ও সোমায় কালে)
দিন বা গ্যালো সইনজা কালে[৩১]
আইলো[৩২] জেলকদ বাশ্শা রে।
(ও সোমায় কালে)
অন্তোষ পুরে যায়া বাশ্শা
আনির আগোত বলে রে।

(ও সোমায় কালে)
কনটই অইলো[৩৩] জেবোন মুল্লুক মোর
আনো যে সামনোতে রে ।
(ও সোমায় কালে)
করামো[৩৪] বেটির শাদি
বেলোম না করিবো রে ।
(ও সোমায় কালে)
চমকি ওটে অইবা আনি
এই কতা শুনিয়া রে ।
(ও সোমায় কালে)
তিনদিন আগোত্ গেইচে বেটি হোজরাখানায়
তাই নাই আইস ঘুরিয়া রে ।
(ও সোমায় কালে)
ধন্দো নাগিয়া গ্যালো[৩৫] আজা
আনির কতা শুনিয়া রে ।
(ও সোমায় কালে)
এই কতা শুনিয়া রে আনি
কানদে জারে জাঁরে রে ।
(ও সোমায় কালে)
কোন চোরায় ধরিয়া নিলো
মোরে যাদুমণি
না পাইলে সেই কইন্যাক্
গালাত্ দেইম মুই ছুরি ।
(কি ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে)
এই কতা শুনিয়া আজায়
উজু করিয়ায় নিলো
দুই হাতো তুলিয়া রে বাশ্‌শা
মুনাজাত্ করিলো ।
(কি ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে)
যাঁই দ্যাকো ধরিয়া নিচে
মোর দুক্কিনী রে
আল্লার হুকমে তার
দুই চউক পড়ুক খসে ।
(কি ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে)

দুই বা পাও হয়া খোড়া
জইমনোত যাউক পড়িয়া
উটপ্যার না পারে যেন
কাড়ু-বাড়ু করিয়া[৩৬]
(কি ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে)
যক্‌নে জেলকদ বাশ্‌শায়
এই শাও-শারাপ[৩৭] দিলো
শাওয়ের সাতে জেনের চউক
অন্‌দো হয়া গ্যালো।
(কি ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে)
হাঁইটতে হাঁইটতে[৩৭] অইবা জেনের
পাও হড়কিয়া[৩৮] গ্যালো
দুই পাও ভঙ্গিয়া জেন
জইমনোতে পড়িলো।
(কি ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে)
তার পাচে জেলকদ বাশ্‌শা
বসিয়া দরবারে
পোজ্জার ঘরোক্[৩৯] ডাকেয়া কতা
নাইগ্‌চে বলি বারে।
ঢোলাই করি দেও অইনা
শওরে বন্‌দোরে
কুনতি গ্যালো[৪০] অইনা কইন্যা
আনিয়া দেও মোক তারে।
(কি ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে)
যে জোনে[৪১] ধরিচে রে কইন্যাক্
জেবোন মুল্লুক নামে
তিন দিনকার মইদোতে[৪২] কইন্যাক
হাজুর করিয়ায় দিবে[৪৩]।
(কি ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে)
তিন দিনকার মইদোতে কইন্যাক
যদিকেল হাজুর করিয়া দিবে
খুশিহালে তারে সাতে

কইন্যার বিয়া হবে।
যদি কেল কইন্যার বিয়া
না দেও মুই পড়েয়া
সারা জেবনের[৪৪] এবাদোত্ মোর
হয়া যাইবে ফানা।
(কি ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে)
আচিল দ্যাকো বাশ্‌শা এ্যাকজোন
এমরানো নামেতে
তার ঘরোত[৪৫] আচিল ব্যাটা এ্যাক
আবু সামার নামে।
(কি ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে)
এ্যাক দেবোসে[৪৬] আবু সামার
ঢোলাই শুনিব্যার পাইলো
জেবোন মুল্লুক নামোতে কইন্যা
চুরি হয়া গ্যালো।
(কি ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে)
চলিয়া গ্যালো আবু সামার
অইনা বামোনেরো বাড়ি
গণোনা করে সামারে
নেরালাতে বসি।
(কি ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে)
ব্যাটাছাওয়া যকোন হইচো মুই
তকোন জোড়া এ্যাকজোন আছে রে।
(ও দিন মোর গ্যালো)
গণিয়া দ্যাকি কয় বা বামোনে
সামরেরো আগোত রে।
(ও দিন মোর গ্যালো)
জেলক্‌দ বাশ্‌শার কইন্যা
জেবোন মুল্লুক নামে রে।
(ও দিন মোর গ্যালো)
কইন্যারো সাতে জোড়া
তকতের আল্লায় ন্যাকিলো রে।
(ও দিন মোর গ্যালো)

যাও যাও ওরে সামার
        কইন্যা উটকাইব্যারে[৪৭] রে।
(ও দিন মোর গ্যালো)
এ্যালা দ্যাকো ইগলা কতা
        অইলো ভালে ভালে রে
জেবোন মুল্লুক কইন্যার কতা
        শুনিয়া ন্যাও সক্কলে রে।
(ও দিন মোর গ্যালো)
কি করে অইনা কইন্যায়
        কানদে বুক ভাসেয়া রে।
(ও দিন মোর গ্যালো)
ওগো আল্লা মাবুদ মওলা
        কপালোত এই ন্যাকিলো রে।
(ও দিন মোর গ্যালো)
দুন্দাল ছাড়ে[৪৮] বোনের বাগ
        ফেরুশ ডাকে জোড়া রে।
(ও দিন মোর গ্যালো)
হাতি ফেরে পালে পালে
        ভালুক ফেরে কাতার রে।
(ও দিন মোর গ্যালো)
এ হ্যানো যৈবোন মোর
        ছারখার হয়া গ্যালো রে।
(ও দির মোর গ্যালো)
আইজকা এ এজ্জোত্ মোর
        কাই বা বাঁচাইবে রে।
(ও সোমায় কালে)
মরোণের জন্যে কইন্যা
        যায় বা বাগের আগে রে।
(ও সোমায় কালে)
ছালাম করিয়া বাগ
        যায় বা পাচ পাকে রে।
(ও সোমায় কালে)
ভালুকে করিয়া ছালাম
        যায় বা ঝাঁপি ঝাঁপি রে।
(ও সোমায় কালে)
ফির মইরব্যার যায় কইন্যা
        বোনের হাতির আগে রে।

(ও সোমায় কালে)
ছালাম করিয়া হাতি
পিটিত তুলিয়া নিলো রে ।
(ও সোমায় কালে)
জংগোলে জংগোলে হাতি
ঘোরে চারা খায়া রে ।
(ও সোমায় কালে)
আচিলো আজার ব্যাটা এ্যাক
এচান সাদু নামো রে
(ও সোমায় কালে)
সুন্ন-সেনা নিয়া রে কুমার
শিকার কইরব্যার আইলো রে
(ও সোমায় কালে)
দ্যাকিয়া কইন্যারো উপ[৪৯]
তাই পাগোল হয়া গ্যালো রে
(ও সোমায় কালে)
(বাওয়া) কি কইরবে এচান সাদু
ভাবে মোনে মোনে
(ও আহা রে)
সুন্ন-সেনাক ডাকেয়া কতা
নাইগচে বলি ব্যারে ।
(ও আহা রে)
শোন রে সুন্নগণ
কয়া বুজাও তোরে
সামনোতে জ্বইলব্যার নাইগ্চে কইন্যা
চাঁদো বরাবরে ।
(ও আহা রে)
ঘিরাও করিয়া ন্যাও সপ্পই
কইন্যার চইতোর পাকে
যে জোনে পাইবে কইন্যা
আটোক করিবা রে ।
(ও আহা রে)
বকশিশ দেইম মুই
আইজ্জের অদ্দেকখ্যান
সেনাপতি করিম তাক মুই
শোন সুন্নগণ ।
(ও আহা রে)

হুকুম পায়া সুন্নগণরে
ঘিরাও করিয়া নিলো
বেপোদে পড়িয়া[৫০] কইন্যা
কানদিতে নাগিলো।
(ও আহা রে)
দুই হাতে তুলিয়া কইন্যা
হক আল্লার দরবারে
এজ্জোত[৫১] বাঁচাও বুলিয়া
মুনাজাতো করে।
(ও আহা রে)
বারো বচ্চোর কাটানু মুই
বুক্কে পাষাণ দিয়া
ক্যানে আল্লা মারো এজ্জোত্
নিদয়া যে হইয়া।
(ও আহা রে)
এই মুনাজাত যকোন কইন্যা
কইরব্যারে নাগিলো.
এলাহির আগোত দোয়া
কবুল ভালা হইলো।
(ও আহা রে)
পাহাড়োত থাকেবোন উই রে
ও তাই মাচের মুত্তি ধরে
খন্দোকেতে[৫২] থাকিয়া কইন্যার কান্দোন
তাই পাইলো শুনিব্যারে।
(ও আহা রে)
আল্লার নামো নিয়া বোন উই
যাবার নাগিলো গজ্জিয়া
বিকোট মুত্তি ধরে তাই
দ্যাকিয়া দল দলে কাঁপে হিয়া।
(ও আহা রে)
যেটেই আচিলো[৫৩] রে কইন্যা
বেপোদোত্ পড়িয়া
এ্যাক হুংকারোতে কইন্যাকে তাই
ফ্যালাইলো গিলিয়া।
(ও আহা রে)
বসিয়া অইলো কইন্যা
বোন উইয়ের প্যাটোতে

ভেতোরোত্ চায়া দ্যাকে কইন্যা
ময়দানের মোতোন ঠ্যাকে।
(ও আহা রে)
পড়িয়া অইলো মাচ রে
দেকিয়া আজন
গোসাতে জ্বলিলো সাদু
আগুন য্যামন।
(ও আহা রে)
ধরো তোমরা বোন উইয়োক
ঘিরাও রে করিয়া
ধরিল তাকে সুন্নগণে
বোরমা জাল ঘিরিয়া।
(ও আহা রে)
ঘাড়োত্ নিয়া দুই সুন্ন
আজার আগোত্ গ্যালো
দ্যাকিয়া এচান সাদু
গাজ্জিয়া উটিলো।
(ও আহা রে)
বসিয়া আচে দেওয়ান ব্যাটা
কয় যে তার আগে
প্যাট ফড়িয়া কইন্যাকে দেওয়ার
আনিয়া দ্যাহো মোরে।
(ও আহা রে)
দেওয়া নোকে কয়া বা আজা
ছোরা হাতোত নিলো
কাইটপ্যার বুলি[৫৪] মাচের প্যাট
নিজে তইয়ার হইলো।
(ও আহা রে)
দেওয়ানে কয় শোন আজা
না কাটেন মাচেরে
হাঁটো মাচোক নিয়া যাই
আপোনারো দ্যাশে।
(ও আহা রে)
মাচ তুলিয়া নিলো আজা
হাতি রো ওপোরে
সুন্নসেনা নিয়া যায় তাক
দরিয়ার বাতাতে।

(ও আহা রে)
নয় নস্কোর হাতি- ঘোড়া
পানি খিলাই ব্যারে
ওপোনীত হইলো সাদু
দরিয়ার বাতাতে ।
(ও আহা রে)
আল্লা যাকে বাঁচায় ভাইরে
তাক কাই মারিতে পারে
গাও মোড়া দিলো বোন উই
আল্লারো হুকুমে ।
(ও আহা রে)
ছিঁড়িয়া দ্যাকো বোরমা জাল
বোন উই নদীত্ পড়িয়া গ্যালো
পাতাল নগোরোত্ যায়া সেই মাচ
চাপিয়ায় বসিলো ।
(ও আহা রে)
কি আর করে এচান সাদু
কানদিয়া কাটিয়া
নিজের দোষে গ্যালো কইন্যা
কপালোত ন্যাদাই দিয়া[৫৫] ।
(ও আহা রে)
ঘুরিয়া আইলো আজা
শিকারো ছাড়িয়া
জেবোন মুল্লুক কইন্যার কতা
শোন মোন দিয়া ।
(ও আহা রে)
বসিয়া আচে কইন্যা
মাচেরো ওদ্দোরে
ময়দানেরো মইদোত্ য্যামোন
ছাওয়ালে খ্যালা খ্যালে ।
(ও আহা রে)
এ্যামোন সোমে[৫৬] পদ্মপতি
খোয়াজের আগোত্ যায়া
খোয়াজেরো আগোত্ ভাইরে
খবোর দিলো যায়া ।
(ও আহা রে)
তোরে কও খোয়াজ খিজির

জলের অদিকারী
তোর শওরোত্ আসিয়া বুজিল
মরে এ্যাকজোন নারী।
নামোতে জেবোন মুল্লুক
দেইকতে ওপোসি
বোন উয়ে যায়া কইন্যাক্
পাতালোত্ আচে বসি।
(ও আহা রে)
না খায়া সতী কইন্যা
কতপা দিন বাঁচিবে
হাসোরে আল্লার আগোত্
কিবা জওয়াব দিবে।
(ও আহা রে)
খবোর পায়া খোয়াজ খিজির
যায় বা বাও ভরে
বসিয়া আচিল[৫৭] বোন উই
পাইলো দ্যাকিবারে।
(ও আহা রে)
হুংকার মারিয়া উজির
বোন উই-ওকে বলে
বাইর করি দে কইন্যাক
তোমার ওদ্দোর হাতে[৫৮]।
(ও আহা রে)
ওরে যদিল কইন্যা মরে এ্যালা
পাতালো নগোরে
কলঙ্ক থাইকপে মোর
এ জগতের মাজে।
(ও আহা রে)
হুকুম পায়া বোন উই
বাইর করে ঢেকুস্ কাড়িয়া
আর দ্যাকিয়া খোয়াজ খিজির
অইলা যে চাহিয়া।
(ও আহা রে)
কইন্যার উপোতে পাতাল নগোর
ওজ্জোল[৫৯] হয়া গ্যালো
দ্যাকিয়া পদ্মপতি কইন্যা
হাসিতে নাগিলো।

(ও আহা রে)
পদ্মপতি নামোতে কইন্যা
পাতালো নগোরে
ভোব আজার কইন্যা তাই
শোন ভাই সক্কলে।
(ও আহা রে)
সেই কইন্যা জেবোন মুল্লুকের সাতে
সই পাতেয়া নিলো
হাত ধরিয়া পদ্মপতি
মহোলোত্ চলিয়া গ্যালো।
(ও আহা রে)
সেই জাগাতে থাকে মুল্লুক
খুশি খোশালিতে
দ্যাকো যে আবু সামার
কিবা কামো করে।
(ও আহা রে)
বোনে বোনে ফেরে সামার
পাগোল হইয়া
তামান দুনিয়া ঘুরিয়া কইন্যাক্
না পায় রে উটকিয়া।
(ও আহা রে)
মোনে মোনে কয় আবু সামারে
কি হইলো কপালে
বুজিকেল সেই বামোন ব্যাটায়
মিচা কতা বলে।
(ও আহা রে)
গাচের তলোত্ দ্যাকো সামার
শুতিয়া নিদ বা গ্যালো
স্বপোনে দ্যাকো জেবোন মুল্লুক
বোগলোতে বসিলো।
(ও আহা রে)
ধেরে ধেরে ডাকায় কইন্যা
গাওয়ে হাতো দিয়া
ওটো নাতো দ্যাকো মুক
দুই চউক ম্যালিয়া
পাণের পতি হয় তোমরা
আচেন ক্যান ভুলিয়া।

(ও আহা রে)
তোরে জন্যে জংগোল ময়দান
ব্যাড়াও রে কানদিয়া
(ও আহা রে)
হাসিয়া হাসিয়া দ্যাকো সামার তাক
বুকোত্ তুলিয়া নিলো
দুই বা গালে শতে শতে চুমা
খাবারে নাগিলো ।
(ও আহা রে)
বুকোত্ আচিল কোমলা কলি
দুই হাতোত্ ধরিয়া
বসিল যায়া কইন্যার বুকোত্
হাসিয়া হাসিয়া ।
(ও আহা রে)
মুচকি মারি হাসিয়া কইন্যায়
কয় বা ইশারায়
সকাল করি বিদ্যায় দেও বনদু
আইত পোয়া যে যায় ।
(ও আহা রে)
হুড়াহুড়ি জড়া রে জড়ি
দুইজোনে মিলিয়া
ন্যাশপ্যাশা হইলো সামার
এই স্বপ্লোন দ্যাকিয়া ।
(ও আহা রে)
কইন্যায় কয় থাকো সোয়ামি
যাও বা মায়ের কোলে
ওরে কাইল সক্কালে দ্যাকা করিম
তোর বন্দুয়ার সাতে ।
(ও আহা রে)
বিদ্যায় হয়া গ্যালো কইন্যা
চ্যাতোন হইলো সামার
চউক ম্যালিয়া দ্যাকে সামার
চাইর পাকে পাহাড় ।
(ও আহা রে)
কটই গ্যালো বাড়িঘর
সোনার বালাখানা
কটই গ্যালো অই রে কইন্যা

না পায় তার ঠিকানা।
(ও আহা রে)
চাইরো পাকে চায়া দ্যাকে
বিরাবোন জংগোল
ব্যাহুঁশোতে পইলো সামার
কতার না পায় ওড়।
(ও আহা রে)
ব্যাহুঁশ হালে ডাকায় সামারে
জেবোন মুল্লুক বুলিয়া
আহা রে মোর জেবোন মুল্লুক
কটই গেলু ছাড়িয়া।
(ও আহা রে)
হাইস্‌তে হাইস্‌তে ওরে কইন্যা
তুলিয়া নিলু বুকে
কি দোষে ফ্যালেয়া কইন্যা
গেলু নিজের ঘরে।
(ও আহা রে)
এ্যালা দ্যাকো ইগ্‌লা কতা
অইলো ভালে ভালে
অই জেনেরো দুই চাইর
শুনিয়া ন্যাও সক্কলে।
(ও আহা রে)
যিদিন জেবোন মুল্লুক কইন্যাক
জেনে ধরিয়া আনে
বসেয়া খুচিল তাই বা কইন্যাক
বট বিক্কের তলে।
(ও আহা রে)
নেওয়া ফল বুলিয়া জৈন
তপাতোত্‌ চলিয়া গ্যালো
কইন্যার শাওয়োতে তার
হাত-পাও ভাঙ্গিয়া গ্যালো।
(ও আহা রে)
আচিলো তাহার ভাই এ্যাক
ছোলেমান দেও তার নাম
ভাইয়ের স্মরোণ শুনিয়া সেই দেও
দেওয়ানা হয়া যান।
(ও আহা রে)

যাবার নাগচিল সেই দেও
হাওয়ার সাতে মিশিয়া
জেবোন মুলুকের নাম শুনি তাই
ওটে রে জ্বলিয়া।
(ও আহা রে)
জেবোন মুলুক কইন্যা মোর
ভাইয়ের হচিল বরি
নেশ্চয় নেশ্চয় এইবা কইন্যার
হইবে এই রে স্বামী।
(ও আহা রে)
যা আছে কপালোত্ মোর
সেইটায় হয়া যাইবে
ইয়াকে ধরিয়া মোর
মোনের সাদ মিটিবে।
(ও আহা রে)
বাওভরে নিয়া গ্যালো তাক
কিচকিন পাহাড়ে
সেই জাগাতে জেনের বাড়ি
শোন ভাই সক্কলে।
(ও আহা রে)
হাত পাও বান্দিয়া সামারের
আকে ফ্যালাইয়া
এইনা ভাবে কতোদিন
যায় গুজারিয়া।
(ও আহা রে)
জেনের বেটি আচিল এ্যাক
কেরোনী বুলিয়া
উপোসী কইন্যা তাই
উপ পড়ে গলিয়া।
(ও আহা রে)
এ্যাকদিন দ্যাকো কেরোনী ভানু
বাড়ির বাইরা আইলো
সামনোতে তাই মাইনষের ছবি
দ্যাকিবারে পাইলো।
(ও আহা রে)
বাদা ছান্দা হালে মানুষ আচে
ঘাটাতে পড়িয়া

মানুষ দ্যাকি মোনের আগুন তার
ওটে যে জ্বলিয়া ।
(ও আহা রে)
বান্দোন খুলিয়া কইন্যা
দুই হাতো ধরিয়া
নও নও করি গ্যালো তাই
মহোলোতে চলিয়া ।
(ও আহা রে)
গোপোনে আকে সামারোক
নিযুস করিয়া
সুকের খ্যালা খ্যালায় দুইজোন
আইতোতে উটিয়া ।
এই না হালে দিনের পর যায়
কেরোনী কইন্যার
এ্যাকদিন বাপে তাক চায়
বিয়া যে দিবার ।
(ও আহা রে)
করাইবে কেরোনী বিয়া
অইনা ধুম ধামে
কইন্যা না হয় রে আজি
বিয়া নাই রে বইসে ।
(ও আহা রে)
এইনা ভাবে দুই বা বচ্চোর
গতো হয়া গ্যালো ।
কিরোনীর বাপো ভাইয়ের
ছন্দে হয়া গ্যালো ।
(ও আহা রে)
এ্যাতোর বড় সতী কইন্যা
যোবোতি কালে হইলো
এই বয়সে যৈবোনের জ্বালা তার
কাই বেন নিবিয়া দিলো ।
(ও আহা রে)
ফাসফুস করিয়া কইন্যার বাপ
আনির আগোত্ বলে
আউটাল হাতে দ্যাকো কইন্যা
থাকে কোন বা হালে ।
(ও আহা রে)

নও নও করি মাও জননী
দ্যাকে তাল্লাশিয়া
পওয়া আইতে খ্যালায় খ্যালা
মানুষ জাতি নিয়া।
(ও আহা রে)
দ্যাকিয়া অই বা আনি
উটিল যে কান্দিয়া
এদ্যান যদিকেল হবু তুই
তেহইলে না মলু ক্যান হইয়া।
(ও আহা রে)
কন্‌টই হইলো আসমান আর
কন্‌টই হইলো জমিন
বাগ হরিণে কোন দিন
করে নাকি পিরিত।
(ও আহা রে)
হামরা হইনো জেন জাতি
তাই হয় রে আদোম
বুকোত্ তুলি নিয়া কইন্যার
দুই গালে খায় চুম।
(ও আহা রে)
এ্যাক দুই তিন ডাক
বাইরোতে থাকিয়া
কেরোনী বুলিয়া ডাকায়
শোন মোন দিয়া।
(ও আহা রে)
ঘুরিয়া যায়া আনি
ভাইব্যারে নাগিলো
চউকের জলে তার দ্যাকো
সেই আইত্ পোয়া গ্যালো।
(ও আহা রে)
ডাক শুনি কেরোনী ভানুর
জিউ উড়িয়া গ্যালো
এ্যালা বুজিকেল মরোণ মোর
বিদাতায় ন্যাকিলো।
(ও আহা রে)
আইত পোয়াইলে হইবে মরোণ
বিদাতার ন্যাকোন

কি করো সোয়ামিকে নিয়া
কনটই যাও এ্যাখোন ।
(ও আহা রে)
যার আঁচলের তলোত মুই
থাকিম বসিয়া
তাই হইলো বরি মোর
গ্যালো গোসা হইয়া ।
(ও আহা রে)
কানে কানে কয় কতা
সামারের আগোতে
এ মুল্লুক ছাড়ি হাঁটো যাই
তোমার বাপের দ্যাশে ।
(ও আহা রে)
তোমাকে নেইম মুই
ঢালু খোঁপার তলে
হাওয়াতে মিশিয়া যাইম
তোমার আইজ্জোতে ।
(ও আহা রে)
ঢালুয়া খোপাত্ বইসেক তুই
আল্লার নামো নিয়া
আইত্ দোপোরে কেরোন ভানুক ন্যায়
খোঁপাতে তুলিয়া ।
(ও আহা রে)
আইত্ দোপোরে যাবার নাগিলো কইন্যা গো
ও তাঁর সামারোক নিয়া কোলে
যাইতে যাইতে গ্যালো কেরোন গো
ও তাই হেশ্যাম দরিয়ার ধারে ।
শরীল হইলো ন্যাশপ্যাশা কইন্যার গো
ও তাই না পারে উড়াইতে
ঘুমিয়া ঘুমিয়া নামিল কইন্যা গো
ও তাই হেশ্যাম দরিয়ার ধারে ।
শান বান্দা ঘাট দরিয়ার গো
ঘাট চ্যাল্লোত ম্যাল্লোত করে
সেই ঘাটোত্ নামিয়া কেরোন গো
এ বা ছেন্দন করে ।
শুকানোত বসিয়া সামার গো
কইন্যা উপ দ্যাকে

হ্যানসোমে আল্লার খ্যালা
কাই বুজিব্যার পারে হে।
আসমান দিয়া পরির ঝাঁক এ্যাক
বোন বোন শব্দে চলে হে।
পাহাড় আচিল সেই জগোতে
হেশ্যাম দরিয়ার ধারে
সেই পাহাড়োত্ মুণি ইষি এ্যাক
বসিয়া তপো করে।
পরির উপোতে অই পাহাড় গো
ক্যাবোল চ্যাল্লোত্ ম্যাল্লোত করে।
চউক ম্যালিয়া দ্যাকে বা মুণি গো
অইনা আসমান পড়ে
চাইরো পাকে তাকেয়া মুণি
না দ্যাকে তাই কাকে।
অজুগুবি পড়িল নজোর
অইনা শানো বান্দা ঘাটে
গাও ধুবার নাইগচে কেরোন ভানু
পাইলো দ্যাকিব্যারে।
সেই পরিকে দ্যাকিয়া মুণির গো
তপ বা ভংগো হইলো
ধেরে ধেরে উটিয়া মুণি গো
কইন্যার আগোত্ গ্যালো।
এস্কের তীর নাগিয়া মুণির গো
কইলজা করে ঝালা পালা.
মোনে মোনে কয় ক্যাবোন তাই
কি বেন করো এ্যালা।
এই কইন্যাক না পাইলে মোর
জংগোলোত্ জেবোন যাইবে
নেশ্চয় নেশ্চয় অই বা পুরুষ
কইন্যার সোয়ামি হইবে।
এই পুরুষেকে্ সরেয়া না দিলে
বেটিছাওয়াক্ পাওয়ায় না যাইবে।
হুংকার না মারিয়া মুণি গো
এনা যাদু করে
যাদুর জোরোতে আবু সামারোক
কাচিম মুত্তি ধরে।
কাচিম মুত্তি হয়া বা সামার গো

নদীর পানিত্ নামে ।
মইদা নদীর যায়া বা কাচিম গো
কইন্যার মুকের দিকি দ্যাকে ।
ঝর ঝরেয়া চউকের পানি গো
ফ্যালায় দরিয়ার জলে ।
হায় হায় করিয়া বা কেরোন গো
কান্দে জারে জারে ।
মরোণ না ভাবিয়া কইন্যা গো
যবুনাত সঁতার দিলো
তাক দ্যাকিয়া মুণি বা ইষি গো
ঘুরিয়া যাদু করিলো ।
পাতাল নগোর বুলিয়া কাচিম গো
দউড়াইতে নাগিলো
তা দ্যাকিয়া কেরোন বা ভানু গো
ব্যাহুঁশ হয়া গ্যালো ।
এই যবুনার জলোত্ বা বিদি গো
ডুব দিয়ায় মরিবো
তা দ্যাকিয়া মুণি ইষি গো
ঘুরিয়া যাদু করে ।
পাহাড়ের সোমান ঢেউ উটিয়া
হুম হুমিয়া চলে ।
সেই ঢেউ নাগিয়া কেরোন গো
শুকানোত্ যায়া পড়ে ।
হাসিমুকে আসিয়া মুণি গো
কইন্যার দোন হাত ধারে ।
চউক ম্যালি দ্যাকিয়া কইন্যা গো
ও তাই পড়ে মুণির পায়ে
জংগোলোত্ নিয়া যায়া মুণি গো
বইসে গাচের তলে ।
হাসিমুকে কতো বা কতা
মুণি ইশারার সাতে বলে ।
কিড়া কাষ্ট দিয়া বা কইন্যা গো
ও কইন্যায় বাপ বুলিয়া ডাকে ।
তাতো দ্যাকো সেই পাপী গো
কইন্যার হাতো নাহি ছাড়ে ।
জুলুম বা করিয়া কইন্যার গো
ও মুণি চায় বা জাতি মারিতে

আরোশোত্ থাকিয়া আল্লায় গো
ও তাক পাইলো জানিবারে।
অইনা গাচোত্ আচিল পকি গো
পকির সারোস নামো ধরে
হুকুম পায়া দ্যাকা সারোস গো
অইনা পকির ঘাড়োত বইসে
নম্বা ঠোঁট দিয়া পকি গো
মুণির দুই বা চক্ষু তোলে।
কানা হয়া অই বা মুণি গো
পড়িয়া কান্দে জইম্নে।
বিদ্যায় ইয়া সতী কইন্যা গো
যায় বা নদীর বাতাতে
অই শওরোত্ আচিল বুড়ি গো
তাই বড়ই দুক্কিত আচিলো
সদায় সদায় করিয়া ভিক্কা গো
বুড়ি নিজের জেবোন বাঁচাইলো।
এ্যাকজোন নাতিন আচিল ঘরোত গো
তাই মরিয়ায় না গেইচে।
কাইন্তে কাইনতে আসিল বুড়ি গো
অইনা শানো বান্দা ঘাটোতে
দ্যাকিয়া কেরোন ভানু গো
গ্যালো বুড়ির আগোতে।
মাও বুলিয়া অইনা বুড়ি গো
বসাইলো তাক কোলোতে।
বেটি বুলিয়া নিয়া গ্যালো কইন্যাক গো
অইনা ভাঙ্গা ঘরের মাজোতে।
আচিল বুড়ির ঘরোত্ গো
ছাগোল আরও ভ্যাড়া।
অই ভ্যাড়া ছাগোলের হইচে বাচ্চা গো
দুইটার দুইয়ো জোড়া।
কইন্যাকে থুইয়া গ্যালো বুড়ি গো
অই ভ্যাড়া ছাগোল দোয়াইতে।
আনান দিন হচিল দুদ গো
ও জোনে এ্যাকো স্যারো।
সিদিন হইলো দুদ গো
দুইচার দশো স্যারো।
অই দুশো স্যার দুদ ব্যাচায় গো

ট্যাকা দশো বারো ।
সদায় সদায় দুদ বিকিয়া গো
বুড়ির দুক্কো গ্যালো ।
দ্যাগ্ দ্যাগ্ কইরতে বুড়ি গো
ষাইটাল ধনি হইলো ।
বুড়ির ঘরোত্ কেরোন ভানু গো
জেবোন কাটাইতে নাগিলো ।
আবু সামারের কতা বা গো
মোনোতে ইয়াদ হইলো ।
কাচিম হয়া আচে বা সামার গো
কিবা দশা হইলো ।
যিদিন ডুবিল বা কাচিম গো
মুণির যাদুর জোরে ।
সাতোদিন যায়া কাচিম গো
তার পাওয়োত্ মাটি ঠ্যাকে ।
অওই যায়া অইলো কাচিম গো
বসিয়া ধেয়ানে ।
দরিয়াতে জলের বা মানুষ গো
দরিয়ার তলোত্ বশোত্ করে ।
জলের মাইনষের এ্যাক কইন্যা গো
সোনদোর উপো ধরে ।
সাতজোন দাসী সাতে নিয়া কইন্যা গো
যায় বা হাওয়া খাইতে ।
পারুল বুলিয়া কইন্যার নামো গো
শোন ভাই সক্কলে ।
(বাওয়া) কি কইরবে পারুল ভানু
ভাবে মোনে মোনে ।
সাতজোন দাসী নিয়া কইন্যা যায়
হাওয়া খাহিবারে ।
বসিয়া আচে কাচিম কইন্যায়
পাইলো দ্যাকিব্যারে
কইন্যাকে দ্যাকিয়া কাচিম
কইন্যার পাওয়োত্ পড়ে ।
বুজপ্যার না পারে পারুল
কাইচ্‌মেন ক্যামোন ধারা
হাতোত্ নিয়া কাইমোক ধারা
গ্যালো মহোলোত্ আপোনার ।

নেরোলে বশিয়া রে পারুল
ভাবে মোনে মোনে
অই যাদুর কেতাব কইন্যা
নাইগচে গণিব্যারে।
গইণতে গইণতে পাইলো কইন্যা
কাইচমের বেবোরন
অইন্য কিচু নোয়ায় রে এই
নেশ্চয় রে আদোম।
আবু সামার নামো হয় তার
আদোমের শওরোত বাড়ি
পাগলী হয়া গ্যালো কইন্যা
আবু সামারোক্ দ্যাকি।
বারে বারে পারুল ভানু
সাত হারা করিয়া
নানা জাতের মোনতোর তাই
নিলো রে পড়িয়া।
এ্যাক দুই করিয়া রে ভানু
সাতো ফুকো দিলো
সুজ্জের নাহান হয়া সামার
উটিয়ায় বসিলো।
দ্যাকিয়া সামারের উপ
কইন্যা পারুল ভানু
হায় হায় করিয়া কইন্যার
উদ্দেশ হইলো তবু।
যেটা আচে কপালোত্ মোর
সেইটায় হয়া যাইবে
তাই এ্যামোন সোনদোর ব্যাটছাওয়া
কোন যোবোতি পাইবে।
মুই তো হনু ভাইরে
অবিয়াস্তা নারী
এই ব্যাটা ছাওয়াক মানি নেইম মুই
এই হইবে সোয়ামি।
মোনের কতা রে কইন্যায়
আকে মোনোত্ করি
দুদ-ভাত খিলায় সামারোক্
বহু আদোর যত্তোন করি।
হাত দিয়া না খায় সামারে

খিলায় রে তুলিয়া
পেঁদ্‌নের কাপড়া দিয়া চউকের জল
দ্যায় রে মোচাইয়া।
এইনা ভাবে কতো দিন রে
গতোয় হয়া যায়
দ্যাকোনা তামোশা পয়দা
করিলে খোদায়।
এ্যাক দেবোসে পারুল ভানু
বসিয়া মহোলে
আবু সামারের আগোত্‌ কতা
নাইগচে বলিবারে।
শোন শোন ওরে যোবোক
কোন শওরোত্‌ বাড়ি
পাগোল হালে ব্যাড়াও ক্যানে
হয়া যে বইরেগী।
কাই তোমাকে কাচিম করি
আইক্‌চিল পাতালে
কার জন্যে এ্যাতো দুক্কো
কও তো আমারে।
এই কতা শুনিয়া সামার
চউকের জল মুচিয়া
গোট গোট করি তামান কতা
কয় যে ভাঙ্গিয়া।
শুনিয়া পারুল ভানু
গোসাতে জ্বলিয়া গ্যালো
নানা জাতের গালি গালাজ
করিতে নাগিলো।
কমিনা বইতাল মাগি
তাই এ্যাতোয় ঢং করে
বেটিছাওয়া হয়া ব্যাটাছাওয়া জাতিক
এ্যাতোয় আজাব করে।
থাকো থাকো ওরে সামার
নেচেন্তে বসিয়া
আল্লায় কইল্লে দেইম তোমাক
সেই কইন্যা যে আনিয়া।
মাও জননীর আগোত্‌ কতা
কান্‌দিয়া কান্‌দিয়া কয়

বিদ্যায় দেও মাও জননী
বেলোম নাই যে সয়।
তোমার কাচে আকনু মুই
এই বা যুবোকে
দুক্কো যেন্ না পায় তাই
তোমার কাচ হাতে।
যে তক নাই আইসো মুই
দ্যাশোতে ফিরিয়া
ব্যাটা বুনিয়া কইরবেন যত্তোন
অদুল না করিয়া।
এই বুলিয়া পারুলভানু
নাইগ্‌চে যাইবারে
দুই চউক করিয়া নাল
জিঞ্জির নিয়া হাতে।
ব্যাগের সাথে যায় কইন্যা
পাহাড়েরো ধারে
বসিয়া আচে জেবোন মুল্লুক
পাইলো দ্যাকিবারে।
কি কইরবে পারুলভানু
কাঁপে থরে থরে
সাপটে ধরি পাহাড় তাই
জোরে টান মারে।
এ্যাক্কেবারে পাহাড় দ্যাকো
ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইলো
নদীর মইদোত্ পড়িয়া পাহাড়
ভাইস্‌প্যারে নাগিলো।
(ও আহা রে)
ভাসিয়া যাবার নাগিলো মুল্লুক
গাচোত্ সোয়ার হইয়া
মুল্লুকের কমুরোতে জিঞ্জির
বান্দিলো কষিয়া।
(ও আহা রে)
এ্যাক মাতা নিয়া রে পারুল
পাতালোত্ চলিয়া গ্যালো
ধরিয়া জিন্‌জিরের মাতা
টাইন্‌ব্যারে নাগিলো।
(ও আহা রে)

এ্যাক পলোকে জেবোন মুল্লুক
পাতালোত্ চলিয়া গ্যালো
দ্যাকিয়া পারুল ভানু
ছোরা হাতোত্ নিলো ।
(ও আহা রে)
শোন রে বইতাল মাগি
কমিনা কমজাত
ব্যাটিছাওয়া হয়া ব্যাটাছাওয়াক করো
এ্যাতোয় যে কারবার ।
(ও আহা রে)
কোন শাস্তোরোতে আচে মাগি
কও মোক সইত্যে করি
পেমে মত্তো হইলে বুজিকেল
ছাড়া নাগে বাড়ি ।
(ও আহা রে)
ধরিয়া চুলের মোটা
পারুল সোনদোরীক্
আসমানোত্ তুলিলো কইন্যাক
মাইর ধইর কইরবে বুলি ।
(ও আহা রে)
এইদ্যান দ্যাকিয়া আবু সামার
কান্দে জারে জারে
না মারেন না মারেন কইন্যাক্
মাল্লে মোরে জেবোন যাবে ।
(ও আহা রে)
যার জন্যে এ্যাতোয় দুক্ক
তাকে যদিকেল মারো
তেহইলে ও কইন্যা
মোর জেব্নের আশা ছাড়ো ।
(ও আহা রে)
সেই কইন্যাক্ মারো যদি কেন
ওরে বিবিজান
জেবোন থাইকতে মোর
করো না কোরবান ।
(ও আহা রে)
কান্দোন দ্যাকি পারুল ভানু
জইম্নোতে আকিলো

ধরিয়া সামারের হাত
সঁপিয়ায় না দিলো।
(ও আহা রে)
আকো মারো যাহা করো
তোমার এ্যাকতিয়ার
এই মাগির আগোত্ নাই
দাবি শোবা আর।
(ও আহা রে)
আল্দা মহোল এ্যাক
করিয়ায় তইয়ার
সেই জাগাতে থাকে জেবোন মুল্লুক
আবু সামার আর।
(ও আহা রে)
পায়া জেবোন মুল্লুক
মাও বাপ ভুলিয়া
থাইক্প্যার নাগিলো আবু সামার
কইন্যার সাতে মত্তো হইয়া।
এইদ্যান ভাবে কতো দিন
গতো হয়ায় যায়
পারুলের মাও আবু সামারের জন্যে
পাগোল হয়া যায়
এদ্যান উপের নাগোর মুই
নাই দ্যাকো চউকোতে
মিটাইম মোনের হাউস মুই
শুতিয়া বোগোলে।
ইশারা দ্যাকি পারুল ভানু
জাইনব্যারে পারিলো
দিনে আইতে সামারোক
পওরাতে আকিলো।
পলকের জইন্যে পারুল
না যায় রে ছাড়িয়া
পারুলের মাও কান্দে উতি
এই দশা দ্যাকিয়া।
এ্যাকে তো পারুল ভানু
আশেকোত্ মজি গেইচে
তার চায়া চউগুণ আশেক
মাও জননী হইচে।

যার আঁচোলের তলোত্ মুই
দুক্কো কইম বসিয়া
সেই জোন হইচে বরি
কাক্ কইম মুই ভাংগিয়া ।
ছাড়িয়া বাপো মাও আর
পাতালো নগোর
এ্যাক্কেবারে চলি যাইম মুই
মাইন্ষেরে শওর ।
আইত্ দোপোরে পারুল ভানু
সামারোকে নিয়া
তিনজোনে চলিয়া যায়
হেশ্যাম দরিয়া বুলিয়া ।
আইতা আইতি চলিয়া গ্যানো
হেশ্যাম দরিয়ার ধারে
বাতাতে উটিয়া তিনোজোন
ভাবে মোনে মোনে ।
হাঁই্টপ্যার না পারে পারুল
অইদের তাপো ভারি
মোমের নাহান পারুলের
মাতার মগজে যায় রে গলি ।
পাতালোত্ বসোত্ কইন্যার
অইদের কিবা জানে
অইদের তাপ ক্যামোন জিনিস
নাই দ্যাকে কোন কালে ।
ধেরে ধেরে চলিয়া গ্যালো
অইদের মইদো খ্যানে
শুতিয়া অইলো তিনোজেনে
দক্কিণালী বাতাসে ।
বেঘোর নিদে মতো তিনো
তাতে অনাহার
হ্যানসোমে আইলো সেত্তেই
যেবোরাজ সদাগর ।
সুন্নসেনা নিয়া রে বাচা
শিকার কইরব্যার আইলো
দুই বা কইন্যা দ্যাকিয়া কুমার
পাগোল হয়ায় গ্যালো ।
ধরিয়া সামারোক তামরা

হাত-পাও বান্দিয়া
দরিয়ার মইদোতে দিল তাক
ফির যে ফ্যালিয়া।
কইন্যা দুইজোনোক তুলিয়া নিলো
অইনা হাতিরো ওপোরে
শিকার ছাড়িয়া গ্যালো যেবোরাজ
আপোনারো ঘরে ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : কোরানে হাফেজ, ২. বড় ধার্মিক, ৩. নামাজের ঘরে, ৪. সাতদিনের সময়, ৫. সিংহাসনে, ৬. প্রজাদিগকে, ৭. একরাত্রি থাকিতে, ৯. যে নামাজ পড়ে না, ১০. ভিতরে, ১১. রাজ্যে, ১২. সুরুজের মতো, ১৩. চালু হলো, ১৪. মাসের ভিতরে, ১৫. পুরুষে দেখে নাই, ১৬. সবসময় তালাচাবিতে বন্ধ থাকে, ১৭. একদিন, ১৮. এমন সময়, ১৯. ছয়মাস হইতে, ২০. একটুখানি নাপাকি রক্ত, ২১. অন্তঃপুরে গেল বাদশা, ২২. কালরাত্রিতে, ২৩. সমস্ত রাত্রিতে, ২৪. বাপ-বেটি দুইজনই এবাদত করিব, ২৫. উপরে ছিল, ২৬. সেইদিন হইতে, ২৭. যাইতেছিল, ২৮. উপর হইতে, ২৯. পৃথিবীর সেরা, ৩০. সাতদিনের উপবাস, ৩১. সন্ধ্যাকালে, ৩২. আসিল, ৩৩. কোথায় রহিল, ৩৪. করাইব, ৩৫. অবাক হইয়া গেল, ৩৬. বহু চেষ্টা করিয়াও উঠিতে পারে না, ৩৭. অভিশাপ, ৩৮. পা ফসকিয়া গেল, ৩৯. প্রজাদেরকে, ৪০. কোথায় গেল, ৪১. যেজন, ৪২. তিনদিনের মধ্যে, ৪৩. হাজির করিয়া দেবে, ৪৪. সারাজীবনের, ৪৫ ঘরে ছিল, ৪৬. একদিন, ৪৭. কন্যা খুঁজিতে, ৪৮. চিৎকার করে, ৪৯. কন্যার রূপ দেখিয়া, ৫০. বিপদে পড়িয়া, ৫১. ইজ্জত, সম্ভ্রম, ৫২. গর্তে থাকিয়া, ৫৩. যেখানে ছিল, ৫৪. কাটিবার জন্য, ৫৫. কপালে লাথিদিয়া, ৫৬. এমন সময়, ৫৭. বসিয়াছিল, ৫৮. তোমার উদার হইতে, ৫৯. উজ্জ্বল।

চিনুমিনু

ফারেশ শওরোত্ আচিল
হরেক আজা নাম
দুই কইন্যা আচিল ঘরোত্[১] রে
শোনেন বন্দুগণ ।
নামোতে চিনু কইন্যা
সেন্দুর বরোণ[২]
মাতায়[৩] কালো ক্যাশ তারো
কপালোতে তিলোকের ফোঁটা
দাঁতোতে[৪] মিসিরো চন্দোন ।
আগে মোটা পাচা মোটা
মাঞ্জাখ্যানি সুরু[৫]
হাঁটপ্যার সোমে[৬] ঢুলিয়া পড়ে রে
য্যামোন কদলীরো তরু ।
যার নাম আচিল মিনু
মেন্দি অঙ্গের মোতোন[৭]
ডগমগ করে কইন্যা রে
চান্দের মোতোন ।
দুই কইন্যা ছাড়া হরেক আজার
ব্যাটা বেটি নাই
ফক্কিরেরো বর পাইলো রে
ফক্কির হইলো তার গোসাই ।
বড় ধনবান সেই বা আজা
দয়ালু হইলো তাই বেশি
ওরে ফকির দেইকলে[৮] আজায়
ন্যায় বা চান্দোর পাতি ।
দিনে দিনে দুইয়ো ছাওয়া
বাইড়ব্যার নাগিলো[৯]:
ওরে অবোলা ছড়িয়া, দোন কইন্যা রে
যোবোতি যে হইলো ।
ওরে যার কপালোত্ যা ন্যাকিচে
আপে মালেক সাঁই

৩—

পাষাণে মারিলে মোণ্ড রে
তাই নংগোন হবার নয়[১০] ।
কপালোত্ আচিল দুচিল দুক্ক
কেলেংকার জগতে
ওরে নিজবো হাতে হরেক আজারে
কেলেংকার নিলো কিনে ।
আসিলো সইন্যাসী এ্যাক রে
মালা নিয়া হাতে
দিনে আইতে এলাহির নামো রে
জপ করিয়ায় থাকে ।
কতা দ্যাকো না কয় সইন্যাসী
তাই না দ্যাকে চক্কু তুলে
এ্যাক বইস্‌নাতে[১১] সেই বা সইন্যাসীরে
সাত দিনো তাই থাকে ।
মোনে মোনে ভাবে হরেক আজারে
সইন্যাসী হইবে দরবেশ
ওরে ইয়াক দিয়া না হইবে মোর
খারাপি পোরবেশ[১২] ।
বহুদিন হইলো আইজ
না যাও শিকারোতে
ওরে শিকার কইরতে যাইম আইজ মুই
বেরবোন জংগোলে[১৩] ।
থাইকপে[১৪] সইন্যাসী ঠাকুর
হোজরাতে বসিয়া
ওরে বাড়ির তত্ত্ব নিবে[১৫] রে ঠাকুর ।
দুই ব্যালা করিয়া ।
সকলে উটিয়া বাশ্‌শা
তক্‌তে দিলো বার
হাজুর হইলো আসি[১৬]
পোজ্জা যে তাহার ।
ভরা সবাত[১৭] উটিয়া বাশ্‌শা
কবার যে নাগিলো
শিকার কইরব্যার যামো হামি[১৮]
তামরা সাতে চলো ।
এই কতা শুনিয়া সগলে
সাজিয়া তৈয়ার হইলো

শিকারোতে যাবার জন্যে হরেক আজারে
সাইজব্যারে নাগিলো[১৯] ।
ঢোল বাজে খোল বাজে
আরও বাজে নাকেড়া
সাজো বুলিয়া শওরোত্
পড়িয়া গ্যালো সাড়া ।
কাশি বাজে বাঁশি বাজে
আরও বাজে সানাই
সাজিল দ্যাকো এ্যাতো মানুষ
মাইনষের ওড় নাই [২০] ।
বন্দুক সাজে হাইতার সাজে
আরও সাজে ঘোড়া
সাজিল দ্যাকো যতো মানুষ
হিসাব নাই যায় করা ।
সাজিল দ্যাকো নগোরবাসী
দাওবা নিয়া হাতে
কুড়াল কয়খ্যান নিলো ভাই রে
সগলে মিলিয়া ঘাড়ে[২১] ।
এইনা ভাবে সগলে দ্যাকো
সাজিয়ায় তইয়ার হইলো
আজার দরবারোত্ যায়া
ওপোনীত হইলো ।
হরেক আজা দ্যাকো ভাইরে
সাজিয়ায় তইয়ার হইলো
সইন্যাসীর আগোত্ কতা
কবার যে নাগিলো ।
(হায় মোর আল্লা হায় হায় ওহে)
শোনেক বাওয়া সইন্যাসী ঠাকুর
কয়া বুজাও তোরে[২২]
শিকারোতে যাও[২৩] বাওয়া মুই
বেরবোন জংগোলে ।
(হায় মোর আল্লা হায় হায় ওহে)
তিন মাস করিম মুই শিকার
থাকিয়া জংগোলে
তিন মাসের বাশা বাওয়া তোক
কন্নু[২৪] ফারেশ শওরে ।
(হায় মোর আল্লা হায় হায় রে)

বসিয়া থাকো হোজরা ঘরোত্
আর তক্তোতে আমার
বেটিছাওয়া ওলার[২৫] কইরবেন বাওয়া
অতি সুবিচার।
(হায় মোর আল্লা হায় হায় রে)
বেটিছাওয়া ছাড়া ব্যাটাছাওয়া বাওয়া
মোর মুল্লুকোত্ নাই
তোমাকে আকিয়া বাওয়া
সগলোকে নিয়া যাই[২৬]।
(হায় মোর আল্লা হায় হায় রে)
সইন্যাসী কয় শোনেক রে বাশা
কয়া বুজাও তোরে
কি করিম বাশাই বাওয়া
ফইক্‌রে কি বাশাই করে।
(হায় মোর আল্লা হায় হায় রে)
কি কইরব্যার পারে আজা
যায় আজা বিদ্যায় হয়া
যায় আজা মোর শিকার করিবারে হে।
সুন্ন সেনা নিয়া হরেক আজা
হাতির পিটিত্ সোয়ার হয়া
যায় আজা মোর দক্কিণো মুল্লুকে হে।
দিনে আইতে হাঁটিয়া যায়
কতোমাস চলিয়া যায়
এ্যাক বচ্চোর হইলো তার ঘাটাতে[২৭] হে।
গ্যালো আজা জংগোলোত্ চলি
মোনের সুকে ব্যাড়ায় শিকার খ্যালি
কপালের দুক্ক তাই নাহি গণে হে।
এ্যাকদিন দ্যাকো হরেক আজা
সুন্ন নিয়া ধরে ঘাটা
যায় আজা মোর জংগোলে জংগোলে হে।
জংগোলের মাজোতে গ্যালো
সামনোতে দ্যাকিবার পাইলো
মইয়োর পকি ধরে ফ্যাকোম ধরি হে।
সেই মইয়োর দেইক্‌প্যারে পাইলো
আজার মোনোত্ সাদা হইলো
দেওয়ানের আগোত্ পকি ধরিয়া চায় হে।

চইতোর পাকে[২৮] ঘিরাও দিলো
বোরমোজাল পাতিয়া নিলো[২৯]
তীর নিয়া দ্যাকো আজা মইয়োর যায় ধরিতে হে।
মইয়োরে দেইক্‌প্যার পাইলো
জংগোল ছাড়ি উড়াও দিলো
বন্দী হইলো অইনা মইয়োর অইনা বোরমোজালে হে।
নিজ হাতে মইয়োর ধরে
ডাকেয়া কয় আজাক
কয়া বুজাও তোরে হে।
ওরে পচ্চিমো শওর আচে
কুজ্জোটো নগোর ধরে
সেই নগরোত্[৩০] আচে দ্যাকো আয়হান কইন্যার বাড়ি হে।
সেই কইন্যায় পুষিলো[৩১] মোরে
দুদ ভাত খায়া থাকো ঘরে
এ্যাক দেবোসে[৩২] কয় বা কইন্যায় মোর আগে হে।
শোন পকি কও তোরে
আল্লায় কি মোর জোড়া নাই ন্যাকে
এ হ্যান বয়োসে পতি নাই মোর ঘরে হে।
সেই কইন্যায় মোক বিদ্যায় দিলো
যে দ্যাশোত্ তার সোয়ামি ছিল
সেই কুমারোক মুই ব্যাড়াও উটকিয়া[৩৩] হে।
শোন আজা কইন্যার কতা
চইদ্দো কোশ জুড়িয়া ঘাটা
আশেপাশে বাতি নাহি নাগে হে।
দিনে দ্যায় ব্যালায় তাপ
আইতোতে[৩৪] কইন্যার জ্বলে উপ
তার উপোতে হয় চইদ্দো কোশ আলো হে।
এই কতা শুনব্যারে পাইলো
হরেক আজা টলিয়ায় পাইলো
দ্যাকিয়া মইয়োর তলিয়া বসাইলো হে।
তকোন আজা উটিয়ায় বইস্‌লো
চউকের পানিত বুক ভিজিলো
মইয়োরের আগোত্ কয়[৩৫] যে কান্‌দিয়া হে।
হাঁটো পকি আর না সয় দেরি
কন্‌টই আচে[৩৬] আয়হান নারী
কুজ্জটো নগোরোত্ হাঁটো মোকে নিয়া হে।
পকি এ্যাকবার উড়াও দ্যাকি হে

উড়িয়া যায় রে মইয়োর পকি ।
সুন্ন সেনা যতো আচিল
অইলো তব্‌দো হয়া
পিটিত নিয়া[৩৭] মইয়োর পকি
যায় বা উড়াও দিয়া ।
এ্যালা দ্যাকো এই সব কতা
অইলো ভালে ভালে
ওরে দ্যাকো যে সইন্যসী ঠাকুর
কোন বা কামো করে রে ।
(আরে হায়)
ওরে তকতোতে বার দিলো[৩৮] হায় রে
সইন্যাসী ঠাকুর
সুকোতে আইজ্জো চলায় ক্যাবোল
না করে জুলুম ।
(আরে হায়)
এইনা ভাবে কতো দিনো
কত্তোন হয়া যায়[৩৯]
আপোনারো ধরমো সইন্যাসী
আকিলো বজায়[৪০] ।
(ও ওহে)
দিনে দিনে দুই বা কইন্যা
যোবোতি হইলো[৪১]
পেমের জ্বালাতে দোন
উতালা হইলো ।
(আরে হায়)
চিনু মিনু দুই বা কইন্যা
ভাবে মোনে মোনে
বাপ নাই কাই বেন মোকে
সঁপিয়া দিবে কারে[৪২] ।
(ও আরে হায়)
অই শওরোত্‌ আচিল এ্যাকো
যুগী ও সইন্যাসী
ওরে আচিলো কইন্যার দোন
পরোম বিশ্বাসী ।
(ও আরে হায়)
এ্যাকদিন ডাকেয়া তারে
চিনু মিনু দুই বইন

নেরোলে বসিয়া[৪৩] দোন
ছবি তুলিয়া নইল ।
ওরে যুগীকে কয় শোন বাওয়া
বাপেরো সোমান[৪৪]
বিনা পইসাতে[৪৫] এই ছবি তোম্‌রা
শওরোত্‌ বিলিয়া দ্যান ।
(আরে হায়)
যে জোন হইবে আশেক
ওপরোতে আমার
মোনোতে নাইগলে[৪৬] শাদি
করিমো তাহার ।
(আরে হায়)
এ্যাতেক শুনিয়া যুগী
বেলোম নাই যে করে
খাবার নাগিলো[৪৭] দ্যাকো যুগী
শওরে বন্‌দোরে ।
(হায়, হায়, হায় ওহে)
শওরে শওরে ছবি বিলি করিয়া দ্যান
সইন্যাসী দ্যাকিলে ছবি ধিয়ান ভঙ্গ হন ।
এ্যাক দেবোসে দ্যাকো সইন্যাসী
আনির আগোত্‌ বলে[৪৮]
হাসি এ্যালা যাই আনিমা
শওর দ্যাকিবারে[৪৯] ।
(হায়, হায়, হায়, ওহে)
হাতির পিটিত্‌ সাজিয়া সইন্যাসী
বিদ্যায় ভালা হইলো
গাচোত্‌ টাংগা আচিল ছবি
নজোরোত্‌ দ্যাকিলো[৫০] ।
(হায়, হায়, হায়,ওহে)
ওরে কইন্যার ছবি দ্যাকিয়া সইন্যাসীর
মোন গ্যালো রে ভুলিয়া
আরোধনা করে সইন্যাসী
দুই হাতো তুলিয়া ।
(ওরে হায়)
এই দোয়া কবুল করো
ওরে মেহেরবান
মিলিয়া দেও কইন্যা ওরে দয়াবান ।
(ওরে হায়)

আইজা হাতে হামার দোয়া
আর নাহি নিবে
দয়া করি অইবা কইন্যাক
মিলিয়া দিবে মোরে।
(ওরে হায়)
কবুল হইলো দোয়া
অইযে এলাহির দরবারে
দ্যাকো যে নেমোক হারাম
কোন বা কামো করে।
(ওরে হায়)
ছবি হাতোত্ নিয়া সইন্যাসী
পাগোল ভালা হইয়া
দ্যাশে দ্যাশে উট্কায় কইন্যা
পাগোল হইয়া।
(আরে হায়)
খেটেই সেটেই সইন্যাসী
উটকিয়া ব্যাড়ায়
পাগোলেরো হালোতে তার
কতো দিনো যায়।
(আরে হায়)
কতো দ্যাশ কতো নগোর
ব্যাড়ায় যে উটকিয়া
কুজ্জোটো নগোরোত্ শ্যাষে তাই
গ্যালো রে চলিয়া।
(আরে হায়)
শওরোতে ব্যাড়ায় সইন্যাসী
হয়া যে পাগোল
অচিনা হইচে সইন্যাসীর ভ্যাশ
হইচে রে বদোল।
(আরে হায়)
হ্যানকালে হরেক আজা
পকিরো পিটিতে.
নামেয়ায় দিলো যে তাক
কুজ্জোটো নগোরে।
(আরে হায়)
মইয়োরে কয় শোন আজা
আমার নেবেদন

কন্টই আচে আয়হান কইন্যা
উটকিয়া যায়া ন্যান ।
এ্যাতেক কয়া পকি
উড়িয়ায় চলিলো
ওরে নিরুপায় হয়া আজা
ভাইবারে নাগিলো ।
কটই আচে আয়হান কইন্যা
না জানে খবোর
শওরোতে ব্যাড়ায় আজা রে
হয়া তাই পাগোল ।
ওরে হ্যানকালে দ্যাকো ভাইরে
সইন্যাসীর দ্যাকা পাইলো
সইন্যাসীর হাতোত্ দ্যাকিয়া ছবি
পাগোল হয়া গ্যালো ।
দ্যাকিয়া কইন্যারো ছবি
ভাবে মোনে মোনে
এই হইবে বুজিকেল আয়হান কইন্যা
বুজিনু অন্তোরে ।
(অই আহা রে)
ছবি দ্যাকিয়া আজা
পাগোলোকে কয়
কোন বা দ্যাশোত্ বাড়ি কইন্যার
কিবা নামো হয় ।
(অই আহা রে)
সইন্যাসী কয় না জানো মুই
কইন্যারো খবোর
দ্যাকিয়া কইন্যারো ছবি
হনু মুই পাগোল ।
(অই আহা রে)
ওরে দুইজোনে ভাবে তামরা
বসিয়া গাচের তলে
আহা রে সোনদোরী কইন্যা
অইলেন কোন শওরে ।
বাউরা হয়া দোন দ্যাকো
উটকিয়া ব্যাড়ায়
কতো কতো কোশ দোন
হাঁটিয়া ব্যাড়ায় ।

এ্যাক দেবোসে আয়হান কইন্যা
অতে ভর করিয়া
পরিস্তানে খাবার নাগিলো
শোন মোন দিয়া ।
(অই আহা রে)
আচিলো চিনু মিনু
কইন্যা তিনোজোন
ফুলবাগান বুলিয়া তিনো
করিলো গমোন ।
(অই আহা রে)
বাগানোত্ বসিয়া হায় রে
কইন্যা তিনোজোন
ওরে নিজের পরিচয় দিবার নাগিলো
অবিয়াস্তা আয়হান ।
(অই আহা রে)
তিনোজোন পরিচয় পায়া
সই করিয়ায় নিলো
অতোতে চড়িয়া তিনো
কুজ্জোট নগোরোত্ গ্যালো ।
(অই আহা রে)
নামিলো তিনো কইন্যা
কুজ্জোটো নগোরে
আয়হানের মহোলোত্ কইন্যা
থাকে খুশিহালে ।
(অই আহা রে)
এইনা ভাবে কতো দিনো
গতো হয়া যায়
দ্যাকো না তামোশা পয়াদা
করিলো খোদায় ।
(অই আহা রে)
এ্যাক দেবোসে নপোর আজা
বসিয়া দরবারে
দেওয়ানের আগোত্ কতা
নাইগচে বলিবারে ।
(অই আহা রে)
আচে যতো পাত্রো মিত্রো
দেওয়ান নাজির উজিরগণ

কইম মুই এ্যাক কতা
শোন দিয়া মোন ।
(অই আহা রে)
ঘরের মইদোত্ এ্যাক কইন্যা
আয়হান বালী নাম
বিয়া দেওয়া নাইগবে বেটিক
বর আনিয়া দ্যান ।
(অই আহা রে)
দেওয়ানে কয় শোন বাশ্‌শা
আপে মুল্লুকদার
দ্যাশে দ্যাশে পরোয়ানা
জারি করিয়া দ্যান ।
(অই আহা রে)
ওরে এ্যাতেক কতা যকোন আজা
বলিতে নাগিল
বাইর হাতে আয়হান কইন্যা
ডাক শুনিবার পাইলো ।
(অই আহা রে)
গোপোনে ন্যাকিয়া পত্‌রো
বাপের আগোত্ দিলো
শোন শোন দয়ার বাপজন
কতা শোন মোরে ।
(অই আহা রে)
না উটকা নাইগবে বাপজান
কয়া দিনু তোরে
ওরে ছাড়িয়া দিচো মইয়ের পকি
এলাহিরো নামে ।
(অই আহা রে)
ওরে এ্যালাও ক্যানে না আইসে
বলিনু তোমারে-ও
ওকি আয়হান মোর বালী
ক্যানে কানদিস্ তুই পকির কতায় ভুলিয়া-ও ।
এ্যাকে তো বোনের পকি
কতা নাই রে বোজে
ছাড়ি দিলে বোনের পকি
আর কি ঘুরিয়া আইসে-ও ।

এই কতা শুনিয়া আয়হান
কান্‌দে জারে জারে
আহা রে কমব্‌কতার কপাল
এই আচিল কপালে-ও ।
গয়নাগাট্টি পিন্দিয়া আয়হান
শিংগারো করিয়া
ঘাটার দিকি চায়া অইলো আয়হান
পকিরো নাগিয়া-ও ।
হ্যানকালে আইলো পকি
হুতাশো ছাড়িয়া
প্যাওয়োত্‌ পড়ি করে ছালাম
ডাকায় মাও বুলিয়া-ও ।
ওকি আয়হান মোর জননী
তোমার সোয়ামি আইলচে মাও মোর
নাহি জানো তুমি-ও ।
তিনো দিনো বাদে জননী
আইস্‌পে মহোলে
নামোতে হরেক আজা
ফারেশ শওরে-ও ।
এই কতা শুনিয়া আয়হান
হাসিয়া উটিলো
আহা মোর মইয়োর পকি
কি কতা বলিলো-ও ।
এই কতা শুনিয়া আয়হান
মহোলোত্‌ চলি গ্যালো
বাপের আগোত্‌ কোকড়া নাগিয়া
কবার যে নাগিলো-ও ।
ওকি বাপধন মোর জননী
রতামার জামোতা আইল্‌চে বাপধন
কইনো সইত্যে বাণী-ও ।
তিনোদিনো বাদে আয়হান
দ্যাকে যে চাহিয়া
আইলো দুই পাগোল ক্যাবোল
ছবি হাতোত্‌ নিয়া-ও ।
(হায় হায় রে) হ্যানকালে মইয়োর পকি
কইন্যার আগোত্‌ বলে
হাজুর হইলো তোমার সোয়ামি গো ।

ও মোর আয়হান তোমার বাপের আগোত্ গো।
পত্রো ন্যাকে বাপের আগোত
        বেনোয় রে করিয়া
পাগোল নোয়ায় তোমার জামোতা
        ন্যাহো না বরিয়া-ও।
(হায় হায় রে) এই কতা শুনিয়া আজা
        বেলোম নাই যে করে
হাত্তি ঘোড়া সাজেয়া গো মোর বিদাতা
        আগ বাড়েয়া আনে গো।
ওরে গাও ধোয়া দুই পাগোলোক
        কাপোড় বা পেন্দাইল
চাঁদ সুজ্জের নাহান উপ জ্বলিতে নাগিলো গো।
(হায় হায় রে হায়) খুশি হয়া দ্যাকো আজা
        বেলোম নাই যে করে
আয়হানের আগোত্ কতা গো ও মোর কইন্যা
        নাইগ্চে বলিবারে গো।
সাজো সাজো ওরে কইন্যা
        দাসীর ঘরোক্ নিয়া
আইত্ দোপোরে তোমার বিয়া
        দেমো পড়াইয়া গো।
আয়াহানে কয় শোন বাপজন
        আরোজো আমার
সিয়ানা হইলো দুইয়ো সখী
        কি কইরবেন তারো গো।
এই কতা শুনিয়া আজা
        হ্যাট মাতাতে থাকে
ওরে দুই পাগোলোক তিনো কইন্যা
        সঁপিমো এ্যালায় গো।
(হায় রে হায়) যার কপালোত্ মা ন্যাকিচে
        আপে মালেক সাঁই
মুল্লুক ছাড়িয়া গেইলে ও মোর বিদাতা
        অদুল হবার নয় গো।
চিনু মিনু দুই বা কইন্যাক
        হরেক আজাক দিলো
নিজের কইন্যা আয়হান বালীক
        সইন্যাসীক সঁপিনো গো
ও দারুণ বিদাতা
        বিদির এই আচিল কপালে গো।

আহা রে কম্বকতার কপাল
	কপাল নোয়ায় রে ভালো
আচিনাতে বাপো বেটির
	বিয়া হয়া গ্যালো রে।
ও দারুণ বিদাতা
	বিদির এই আচিল কপালে গো।
ওরে মোনোতে আদ হাউস আজার
	কইন্যার সাতে এ্যাকান্তর নাইগবে
ওরে আরোশ হাতে আল্লা দ্যাকো
	তাক জানিবার পাইলে
ওকি হায় রে
	এই আচিল মোর কমবক্তার কপালে।
দিন গ্যালো সইন্জা হইলো
	হাসে মোনে মোনে
ওরে নউতোন ফুলে মদু আইজ
	নউতোন ঘরে খাইবে রে
ওকি হায় রে
	এই আচিল মোর কমব্কতার কপালে।
সইন্জা কালে দোন দাসী
	দোন কইন্যাক্ নিয়া
হরেক আজার কোলোত্ কইন্যাক্
	দিলো বসাইয়া রে
ওকি হায় রে
	এই আচিল মোর কমবক্তার কপালে।
ওরে এ্যামোন সোমে হক আল্লাজি
	হক কামো করে
ফেরেস্তা পটাইল তাই
	জাতি বাঁচাইব্যারে রে।
ও কি হায় রে
	এই আচিল মোর কমব্কতার কপালে।
বাওভরে আসিয়া ফেরেস্তা
	বসিলো ওপোরে
আওকাড়ে অইনা রে জিবরিল
	চিনু মিনুর তরে রে
ওকি হায় রে
	এই আচিল মোর কমব্কতার কপালে।

এ্যাকে তো যোবোতি নারী
তাতে অকুমারী
বসিয়া পতিরো কোলে
মোনের আগুন জ্বলে রে
ওকি হায় রে
এই আচিল মোর কমব্‌কতার কপালে।
দাউ দাউ করি জ্বলে আগুন রে
গাও বা ভেজে ঘামে
মুচকি মুচকি হাসিয়া কইন্যা
সাপটে ধরে পতির গালা রে
ওকি হায় রে
এই আচিল মোর কমব্‌কতার কপালে।
পাগলার নাহান হইচে হরেক আজা
তাতে তাই উপোবাসী
টানিয়া খসেয়া ফ্যালায় আজা
অইনা কইন্যার পেঁদনের শাড়ি রে
ওকি হায় রে
এই আচিল মোর কমব্‌কতার কপালে।
ওলোঙ্গ হইলো কইন্যা হায় রে
শরোম নাই যে করে
তা দ্যাকিয়া সপ্‌তো জমিন
দল দল করি কাঁপে রে
আল্লায় কয় শোনেক রে ফেরেস্তা
কার বা মুকের দিকি চাও
বেলোম করিয়া তুমি
দইবোবাণী কও রে
ওকি হায় রে
এই আচিল মোর কমব্‌কতার কপালে।
হুকুম পায়া অইনা ফেরেস্তা
ডাকে বারে বারে
শোন শোন চিনু মিনু
কও বা তোমার আগে রে
ওকি হায় রে
এই আচিল মোর কমব্‌কতার কপালে।
গাও চিলকিয়া উটিল চিনুর
ভাতারোক্ নিয়া কোনে
ক্যামোন বেন হালে আচে তোমার বাপ

খোঁজ ন্যাও তোমরা আগে রে
ওকি হায় রে
এই আচিল মোর কমব্‌কতার কপালে ।
যাই হইচে তোমার ভাতার
তাই তোমার বাপের খবোর জানে
পুচ করো তাকে তোমার বাপধন
আচে কোন বা হালে রে
ওকি হায় রে
এই আচিল মোর কমব্‌কতার কপালে ।
বাপের কতা শুনিয়া চিনু মিনুর
এ্যামোন ভাবো হইলো
আগুন যেন পানির ভেত্‌রোত্‌
কাইবেন নাগেয়া দিলো রে
ওকি হায় রে
এই আচিল মোর কমব্‌কতার কপালে ।
এ্যাক্কেবারে নিবিল কামজ্বালা
না অইলো শরীলে
অবোশ হয়া টলিয়া পড়ে
অইনা ধুলার পরে রে ।
খানিক বাদে দুই কইন্যা
উটিলো জাগিয়া
পেঁদনোত্‌ আচিল পাচা পাইড়া শাড়ি
পেন্দে যে কষিয়া রে
ওকি হায় রে
এই আচিল মোর কমব্‌কতার কপালে ।
শোন শোন পাণের পতি
কও বা সইত্য করি
কি নাম তোমার ওগো পতি
কোন শওরোত্‌ বাড়ি ?
ওকি হায় রে
এই আচিল মোর কমব্‌কতার কপালে ।
ওরে কিবা কাম করো তুমি
যোরেন ক্যান জংগোনে
কি নাম তোমার আইজ্জের আজার
থাকো কোন আইজ্জোতে?
শোন কইন্যা চাঁদমুকি
কও তোমার আগে

সারাদিন ওজা থাকিয়া
        এপতার করাও আগে ।
পাচে হইবে দুক্কের কতা
        আপোন পরিচয়
ভোকের সোমে অইন্য কতা
        ভালো নাহিন হয় ।
না খাইটপে ওগো পতি
        উগলা নটপটি
পরিচয় না দিলে তোর
        গালাত্ দেইম মুই ছুরি ।
ওরে বাড়ি হইল মোর
        ফারেশ শওর কইন্যা
আজা যে নাই মোরে
        নিজে হনু আজা কইন্যা হরেক নামো মোরে ।
এই কতা শুনিয়া চিনু মিনু
        বসিল যায়া দূরে
কও দ্যাকি ওরে আজা
        তোমার ব্যাটা বেটি কয়জোন আচে ।
কি নাম তোমার আনির আজা
        বস্‌বেন কতো তার ।
তাকে থুইয়া এই বয়সোতে
        কিসোক আইলেন জংগোলেন মাজার ।
ব্যাটা মোরে নাহি ঘরে কইন্যা
        দুইজোন বেটি মোরে
চিনু মিনু নাম গো তাহার
        চোরে নিয়া গেইচে ।
ওরে শিকার কইরব্যার আনু কইন্যা
        সইন্যাসীক আকিয়া
তোমার ছবি দ্যাকিয়া মুই
        গেনু যে ভুলিয়া ।
আইসো আইসো ওগো কইন্যা
        বইসো মোরে কাচে
উতি সরিয়া গেইলে ক্যানে
        মোর মোনের আগুন জ্বলে ।
শুনিয়া দুই সতী কইন্যা
        গ্যালো বাহির হয়া
তওবা তওবা করে কইন্যায়

দুই কানো ধরিয়া।
আচিলো যে আয়হান বালী
সইন্যাসীক নিয়া কোলে
কাইন্‌তে কাইন্‌তে ডাকায় আয়হানোক্
দুয়ারোত খাড়া হইয়ে।
আচিলো মহোব্বোত খুবে
অইনা চিনুরো ওপোরে
পতিক কয়া আইসে আয়হান
অই দোপোর আইতে।
দ্যাকে দুই বইন কাঁইদ্‌বার নাইগচে
মাটিতে পড়িয়া
ডাকাইলে না শোনে ডাকরে
তোলে তাই টানিয়া।
তাক দ্যাকিয়া সইন্যাসী ঠাকুর
উটিলো জাগিয়া
চিনু মিনুক দ্যাকিয়া সইন্যাসী
পুচ করে বসিয়া।
শোন শোন চিনু মিনু
কও তোমার আগে
তোমরা দুইজোন কি হরেক আজার কইন্যা
তাক ভাংগিয়া কও মোরে।
হরেক আজা আচে কি নাই
ভাতার হয় তোরে
সইত্যে সইত্যে হয় গো পতি
না পোচেন মোরে।
এই কতা শুনিয়া সইন্যাসী
কাঁপে বা দল দলে
পাতারোতে যাবার ছলে
সইন্যাসী গ্যালো রে পলে।
ওপোনীত হইলো সইন্যাসী
ফারেশ শত্তরে
হরেক আজার আনি কয় তাক
এদ্দিন আচলু কোন শওরে।
চিনু মিনু বা কইন্যা
মোর গেইচে রে হারে
কোন বা চোরায় নিয়া গেইচে কইন্যাক
আনিয়া দেওনা মোরে।

কানদি কাটি যাকে আনি
        সইন্যাসীক নিয়া আইজ্জে
হরেক আজার কতা ভাইরে
        শোন-না সক্কলে ।
ওরে আচিলো আয়হান বালী
        গ্যালো সাতে সাতে
দুই কইন্যাকে পাচোত্ আকিয়া
        আয়হান যায় আজার কাচে ।
হাসিমুকে কয় কতা
        শোন হে পাণের পতি
ক্যানে তুমি ভাবো মোনে
        কও বা সইত্যে করি ।
শোন কইন্যা আয়হান বালী
        দুই কইন্যা কনটই গ্যালো
কাটা যাওয়োত্ ক্যানে কইন্যা
        নুন নাগেয়া দিলো ।
এ্যাকে হনু মুই দ্যাশ ছাড়া
        তাতে পেমের জ্বালা
দ্যাকা দিয়া দুইয়ো কইন্যা
        গ্যালো রে চলিয়া ।
আইজার আইত খ্যান থাকো পাণের পতি
        বক্কে পাঘানে দিয়া
প্যাটের বিষোতে তোর দোন কইন্যা
        আচে ব্যাহাল হইয়া ।
দোন কইন্যা ফিরিয়া গ্যালো
        আয়হানের মহোলে
দ্যাকে এ্যাকো পত্রো ন্যাকা
        বালিশের ওপোরে ।
শোন রে আয়হান বালী
        তোকে দিনু ছাড়ি
ফাকি দিয়া আইজকা আইতোত
        গেনু নিজের বাড়ি ।
মোর আজা হরেক নাম
        তাই হইলো চিনু মিনুর পতি
তার ভরে ওগো আয়হান
        থাইক প্যারে না পারি ।
সইত্যে করাইবেন আয়হান

হরেক বাশার আগে
দুই কইন্যা তার চিনু মিনু
দেয় যদি কেন মোরে।
তেহইলে তুই আয়হান বালী
যৈবোন দিবু তাকে
মোনের কেরাহিত বাদ দিয়া ওগো আয়হান
বিদ্যায় দিনু তোকে।
এই কামকোনা করো যদিকেল
মোর দিকি সদয় হইয়া
মোন সইন্যাসীর মাতা খাওরে
শোন মোর দিয়া।
এইনা ন্যাকা দ্যাকিয়া আয়হান
কপালোত্ চড়ো দিলো
বিয়ার আইতে ওগো পরিধন
বিদুয়া সাজাইলো।
কি করি আইজ পতিহারা
পতি নাই মোর ঘরে
দ্যাকি সে হরেক আকজা
কোন বা বুদ্দি ররে।
দুক্কের সাতে গ্যালো আয়হান
আতরি দোপোর কালে
নিদ হাতে ডাকেয়া নিয়া রে
বসাইলো বোগোলে।
শোন বাশা দুক্কের কথা
কিবা কমো আর
দুই বা কইন্যা গেইচে মারা
জলে যবুনার।
ওরে প্যাটের বিষের জ্বালায়
গ্যালো কইন্যা যবুনারো জলে
কুমিরে ধরিয়া খাইচে
কলসি আচে ঘাটে।
আর নাহি পামো দ্যাকা
দুই কইন্যারো তরে
মোর পতি গেইচে ছাড়ি
বাগে খাইচে ধরে।
দুইজোন হইনো বিদুয়া
এই আচিল কপালো

কি কইরবে হরেক আজা
বুদ্দি না হয় মোরে ।
হাত ধরিয়া কয় আজায়
শোন অসের কইন্যা আয়হান
তোমার যৈবোনখ্যানি
মোকে তুলিয়া দ্যান ।
দুইজোনে করিমো গুজরান
তকতোতে বসিয়া
তোমরা হামরা খেইলমো খ্যালা
এ্যাক বিচনাত্ শুতিয়া ।
শোনেক শোনেক অচিনা আজারে
কও বা তোমার আগে
আইজ আইতোতে দেকনু স্বপোন
বিচ্‌নাতে না শুতে ।
তোর ঘরোত্ আচে আনি
দুই চেংড়ি তার ঘরে
সইন্যাসীক আইজ্জো দিয়া
আইলচেন শিকারে ।
পাগ্‌লের হাতোত দ্যাকিয়া ছবি
মইয়োরের কত শুনিয়া
কুজ্জট নগোরোত্ মইয়োরোক্
দিচো মুই পচাইয়া ।
ঠিক করিয়া কও আজা রে
তোর কইন্যা নাহিন আচে
চিনু মিনুক সঁপিয়া দেও
অই সইন্যাসীর হাতোতে ।
দুই কইন্যাক দেইস যদিকেন তুই
সইন্যাসীর হাতোতে তুলিয়া
তামার পত্‌রোতে ন্যাকিয়া ওকা
ফারেশোত্ দে পটেয়া ।
তোহইলে তোক যৈবোন দেইম মুই
শোন মোন দিয়া
তোর মাতে যাইম রে আজা
বইরাগিনী হইয়া ।
আগোত্ নাহি বোজে বাশায়
সইন্যাসীর চাতুরালি
নিজ বা হাতে ধরিয়া কলোম

চিনু মিনুক দ্যায় ন্যাকি।
খাম করিয়া অইনা পত্‌রো
হরেক আজার নামো দিয়া
চিনু মিনুর হাতোত্‌ পত্‌রো।
আয়হানে দ্যায় তুলিয়া।
ডাইভরকে হুকুম করে
অত বা সাজাইতে
বাওভরে থুইয়া আইসো কইন্যাক্‌
ফারেশ শওরে।
এই বা পত্‌রো দিবু গো চিনু
সইন্যাসীরো আগে
দুই দিন বাদে যামো হামি
তোমার শুলার আগে।
চলিয়া গ্যালো চিনু মিনু
মাওয়েরো বা আগে
ছালাম করিয়া অইনা গো আনি
পত্‌রো দ্যায় মাওয়ের হাতে।
পতরো পায়া অইনা গো আনি
বিয়া পড়েয়া দিলো
জামাই করিয়া সইন্যাসীক
তকতোতে বসাইলো।
এ্যালা দ্যাকো অইনা রে কইন্যা
চিনু আরও মিনু
সুকের খ্যালা খ্যালায় দুই জোনে
সইন্যাসীক নিয়া কোণে।
শোন ভাইরে মোচোলমান
আল্লা ভবো মোনে
কোন সোমে দুক্কো না দ্যায় আল্লা
অবিচার নাই তারে।
আইতে দ্যাকো আয়হান বালী
হরেক আজার আগোত্‌ বলে
মুই ন্যাকিনু পত্‌রো পতিধন
দয়ার বাপের আগে।
পত্‌রো ন্যাকি আয়হান বালী
গোপোন নাই যে আকে
আদি অন্‌তো দুক্কের কতা
কয় বা বাপের আগে।

হরেক আজা নামে গো বাপধন
আচে মোর ঘরে
তোমারে জামাইজ কাইলকা গো আইতে
খাইচে বোনের বাগে।
চিনু মিনু তিন বইন গেনু
বাগানোতে ফুল বুলিয়া
দুই বা দ্যাও আসিয়া তামাক
নিয়া গেইচে ধরিয়া।
দয়া করো ওগো বাপধন
যদিকেন করেন দেরি
আইত্ দোপোরে তুলিয়া দেইম গালাত্
ফুলাদের ছুরি।
পতরো পায়া দয়ার বাপধন
আইতোতে আইলো চলি
মুন্সীর ঘরোক ডাকেয়া তাক দ্যায়
হরেক আজার হাতোত্ তুলি।
এ্যাক মাস থাকে আজা
আয়নাহানেবো ঘরে
শ্বশুর শউড়িক কথা আজারে
খাবার চায় নিজ বাড়ি।
হাতি ঘোড়া নয় বা নস্কর
আরও দ্যায় উপোহার
আয়হানোক নিয়া গ্যালো হরেক
ফরেশ শওর।
দুই জোনেরো আগোত্ হায় রে
দুইজোন হালাল হইলো
সইন্যাসী জামাই নিয়া হরেক দ্যাকা
শুকের গুজরান করিলো।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : দুইকন্যা ঘরে ছিল, ২. সিঁদুরের মতো বর্ণ, ৩. মাথায়, ৪. দাঁতে, ৫. মেয়েলোকের বুক ও পাছা সাধারণত মোটা হয় এবং কোমর চিকন হয়, ৬. হাঁটার সময়, ৭. মেহেদির রঙের মতো, ৮. ভিক্ষুক দেখিলে, ৯. দিনেদিনে দুইছেলে বাড়িতে লাগিল, ১০. তাহা অলজ্ঘনীয়, ১১. একবার বসিলে, ১২. এরদ্বারা কোনো ক্ষতি হইবে না, ১৩. গভীর জঙ্গলে, ১৪. থাকিবে, ১৫. বাড়ির খোঁজ লইবে, ১৬. আসিয়া ১৭. ভরাসভায়, ১৮. আমি শিকার করিতে যাইব, ১৯. সাজিতে লাগিলো, ২০. মানুষের শেষ নাই, ২১. সকলে ঘাড়ে করিয়া, ২২. তোমাকে বলিয়া বুঝাই, ২৩. শিকার করিতে যাই, ২৪. তোমাকে তিনমাসের বাদশা করিলাম,

২৫. মেয়েলোকদের, ২৬. তোমাকে রাখিয়া সবাইকে লইয়া যাই, ২৭. রাস্তায়, ২৮. চতুষ্পার্শ্বে, ২৯. লোহার জাল পাতিয়া লইল, ৩০. সেই নগরে, ৩১. পুষিল, ৩২. একদিন, ৩৩. খুঁজিয়া বেড়াই, ৩৪. রাত্রিতে, ৩৫. ময়ূরের সম্মুখে বলে, ৩৬. কোথায় আছে, ৩৭. পিঠে লইয়া, ৩৮. সিংহাসনে বসিল, ৩৯. অতিক্রম হয়, ৪০. সন্যাসী নিজের ধর্ম ঠিক রাখিল, ৪১. যুবতি হইল, ৪২. পিতা নাই কে আমাকে বিবাহ দিবে, ৪৩. আড়ালে বসিয়া, ৪৪. পিতার মতো, ৪৫. পয়সা না লইয়া, ৪৬. মনে লাগিল, ৪৭. খাইতে লাগিল, ৪৮. রানির সম্মুখে বলে, ৪৯. রানিমা এখন আমি শহর দেখিতে যাই, ৫০. পিছনে ছবি ছিল তাহা দেখিতে পাইল।

অসমণি কইন্যা

প্রথম খণ্ড

চীনোতে আচিলো আজা
খোরাশান হজরোত্ নাম
চ্যাংগোকাড় কালে বাপ মাও
ইতিম করিয়ায় যান ।
ছেউটিকালে আইজ্জো ভার
ঘাড়োতে চাপিলো
টিপিল ছাওয়া খোরাশান হজরোত
তকতোতে বার দিলো ।
সুবিচ্যার করে তাই
আইয়োতি করে পোজ্জার
ব্যাবিচার করিলে সগলে মিলি
তাক মানিয়া ন্যায় ।
ছাউটি ছাওয়া বুলিয়া দেওয়ানের
খাট্নি হইলো তার
সউগ সোমে চলায় দেওয়ানে
আইজ্জেরো কারবার ।
এইদ্যান ভাবে কতো দিন
গতো হয়ায় যায়
পড়িয়া গ্যালো অইনা রে বাশা
বেটিছাওয়ার ময়ায় ।
ময়াজাল বড় জাল রে
কাটায় নাহিন যায়
বেটিছাওয়ার মোহিনী হাতে
এড়ায় বড় দায় ।
বারো বচ্চোর হইলো রে বস
আজে খোরাশান
যৈবোনের জ্বালাতে আজা
টিকপ্যারে না পান ।
(অই আহা রে)

মোনের দুক্ক কয় বা আজা
        দেওয়ানেরো আগে
শোন রে পাণের দেওয়ান
        কয়া বুজাও তোরে।
        (অই আহা রে)
মাও বইন ফুবু চাচিনা নাই মোর
        এইনা জগোতে
মোনোত্ মোর হাউস হইচে দেওয়ান
        বিয়া যে আহা রে।
        (অই আহা রে)

দেওয়ান :
ঠিকে কতা কইচেন বাশা বিয়ার যকোন
        বস হইচে তকোন তো বিয়া করায় নাগে।
শুনিয়া দেওয়ানের কতা
        আজা খোরাশান
মোনের দুক্কের কতা
        গোপোনে বলেন।
(অই আহা রে)
সাতদিনকার মইদোত্ দেওয়ান রে
        কইন্যা উটকিয়া দিবে
না পাইলে তোমার মাতা
        শূলিতে গড়ি রে।
        (অই আহা রে)
বাওয়া এই কতা শুনিয়া দেওয়ান রে
        ভাবে মোনে মোনে
আজার আগোত্ কতা দ্যাকো তাই
        নাইগচে বলিবারে।
        (অই আহা রে)
শোন বাশা আলোমপনা রে
        আচো পদোতলে
বামোন ডাকেরো আনো
        তোমারো দরবারে।
গণিয়া পড়িয়া বমোন রে
        ঠিক করিয়ায় নিয়া
দ্যাকিমো তোমার জোড়া
        আচে কোন মুল্লুকে।
        (অই আহা রে)

কথা :

তেহইলে দেওয়ান আর দেরি করেন না
        এই আইতোতে বামোন ডাকে দিয়া আইসো
        হুকুম পায়া দউড়ায় দেওয়ান রে
        বামোনেরো বাড়ি
নাটি হাতোত্ নিয়া আইলো বামোন
        পকইটোত্ পান্‌জি পুতি ।
        (অই আহা রে)
ডাইনে ছালাম করিয়া রে
        বামে খাড়া হইলো ।
গালাতে কাপড়া বান্দিয়া বামোন
        (অই আহা রে)
কিবা হুকুম হয় বাশা
        হতোভাগার তরে
হুকুম পাইলে পাও সেই
        কামো করিবারে ।
        (অই আহা রে)

কথা :

দ্যাকো বামোন গণোনা করি দ্যাকো
        মোর জোড়া কনটই আচে আর তাই
        কার বেটি ?
কড়ি নিলো দ্যাকো বামোন রে
        হাতোত্ পানজি পুতি
গণিয়া পাইলো বা বামোন
        পাত্তুরীর নাম ছারভান বালী ।
ছয়দুন বা শওরোত আচে রে
        বাশা যে ও বাইয়া
তারে ঘরোত্ আচে বা কইন্যা
        ছারভান নাম বুলিয়া ।
        (অই আহা রে)
ত্যাশমুণি বুলিয়া উপেধিরে
        বাপো মায়ে দিলো
জগোতোত্ এ্যামোন কইন্যা আল্লায়
        পয়দা না করিলো ।
        (অই আহা রে)

যকনে বাইর হয় কইন্যা
        ঘরোতে থাকিয়া
শরোমোতে চাঁদ বা সুরুজরে
        ম্যাগোতে ঢাকিয়া ।
        (অই আহা রে)
সেই কইন্যার সাথে বা জোড়া
        তোমার ন্যাকিলো
বারো বচ্চোর হইচে বা কইন্যার
        গোলাপ ফুলের মোত ।
        (অই আহা রে)
বিদ্যায় বা হইলো বামোন রে
        ট্যাকা পইসা নিয়া
দেওয়ানোকে কয় বা কতা
        আকুল হইয়া ।
        (অই আহা রে)
যহো যহো দেওয়ান রে
        না সয় আর মোর দেরি
ককোন বেন কোন আজা আসিয়া
        তাক ন্যায় রে বিয়া করি ।
        (অই আহা রে)
বাওয়া দিনে আইতে দউড়ায় দেওয়ান রে
        আরাম নাই যে করে
সাতোদিনো যায়া বা দেওয়ান
        ভাবে মোনে মোনে ।
        (অই আহা রে)

কথা :
এ্যা, এ্যা, কামতো হইচে ।
যদিকেন ওমরাগুলা
মোর আজার ছবি দেইক্প্যার চায় তেহইলে
মুই এ্যালা কি দ্যাকাইম?
ঘুরিয়া যাবার নাগিলো দেওয়ান রে
        হজরোতের দরবারে
সাতোদিন হাঁটিয়া বা আইলোফির
        আজারো সামোনে ।
        (অই আহা রে)
কি হইলো কি হইলো বুলি
        আজা পোচে বারে বারে

চইদ্দোদিনে ঘুরিয়া আইস্‌লেন
        কইন্যা কন্‌টই থইলেন ।
        (অই আহা রে)
কতা নাহি কয় রে দেওয়ান
        ভাবে মোনে মোনে
কি কয়া জওয়ার দেইম
        মোন উতালা তারে ।
        (অই আহা রে)
আহা আল্লা মাবুদ মওলা
        ফ্যালাইলেন বেপোদে
বুজিয়াও না বোজে আজায়
        ময়া জানোত্‌ পড়ে ।
        (আরে ওরে)
সাওস করিয়া কয়
        খোরাশানের আগে
শোন বাশা আলোমপনা
        জবান শোনো মোরে ।
        (আরে ওহে)
এ্যাকেতো ওবাইয়া আজা
        কইন্যাও সোন্‌দোরী
দ্যাকিতে তোমার ফটোক
        আদেশ হইলো ভারী ।
        (আরে ওরে)
এই কতা শুনিয়া আজা
        ধেলোম নাই যে করে
আংগা পিরান পিন্দিয়া আজা
        তকনে তইয়ার হইচে ।
        (আরে ওহে)
হুকুম করিল আজা
        ছবি তুলিবারে
ছবিদারে তোলে ছবি
        সাবদানের সাতে ।
পোরতোমে তুলিলো ছবি
        ছবির বড় হানা
এ্যাক চউকোত্‌ পড়িয়া কালি
        হয়া গ্যালো কানা ।
        (আরে ওরে)

তার পাচে তুলিলো ছবি
নাল কালির আকা
ছবিখ্যানি তুলিয়া দ্যাকে
কমোর হইচে ব্যাকা।
(আরে ওরে)
তারপাচে তুলিলো ছবি
ছবির বড় ঠাট
ছবিখ্যানি তুলিয়া দ্যাকে
কোকড়া হইচে হাত।
তার পাচে তুলিলো ছবি
আজায় কাইড়চে আও
সেই দুইখ্যান পাও।
(আরে ওহে)
তার পাচে তুলিলো ভুল
ছবির হইলো তুল
সেই ছবি তুলিয়ায় দ্যাকে
মাতাত্ নাইরে চুলে।
(আরে ওহে)
তার পাচেতে তুলিলো ছবি
আজায় কয় রে আঁক
তয়দণ্ডে থামেয়া দ্যাকে
ফটোকোত্ নাই তার নাক।
তার পাচেতে তুলিলো ছবি
দেওয়ানে কওচ আন্
বনদো করিয়া দ্যাকে ছবিত্
নাই এ্যাকটা কান।
(আরে ওহে)
কু-যাত্রা দ্যাকিয়া দ্যাকিয়া আজা
দেবোরা যাত্রা করে
গাও ধুইয়া আসিয়া আজা
ঘুরিয়ায় সাজোন করে।
(আরে ওহে)
পরেতে তুলিলো ছবি
ছবিকোনা হইলো ভাল্
বসিয়া আচে আজা
দেইক্তে চমোত্কার।
(আরে ওহে)

সেই ছবিকোনে নিয়া দেওয়ান
ঘুরিয়া বিদ্যায় দেওয়ান
এ্যাকদোমে এ্যাকদোমে
হাঁটিয়ায় চলিলো।
আইতোত্ শুতিয়া আবার করে
বট-পাইকোড়ের
ফুটিল বিয়ানায় চলিয়া যায়
কইন্যা উইকাইবারে।
(আরে ওহে)
এইনা বা মাসের সোমে যায়া
ছয়দুনে পঁচিলো।
(আরে ওহে)
বাওয়া ছয়দুনোত্ যায়া দেওয়ান
উপোবাণীত্ হইলো
বাসিয়া আচে ওবাইয়া আজা
নজোরে দ্যাকিলো।
(আরে ওহে)
ডাইনোতে ছালাম দিয়া দেওয়ান
সামনোতে খাড়া হইলো
হাত ধরিয়া ওবাইয়া আজা
বোগলোতে বসোইলো।
(আরে ওহে)
শোনেক শোনেক শোনেক কামেদ রে
বাড়ি কোন শহুরে
কিবা কামোত্ আইলে কসেদ
যাবু কোন শহুরে?
(আরে ওহে)
জোড় হাতে কয় কতা রে
ওবাইয়া আজের আগে
চিন শহুরোত্ বাড়ি হইলো মোর
আজার নাম খোরাশান হজরোত্ ধরে।
(আরে ওহে)
বারো বচ্চোর হইচে বাশা
একতোতে বসিবারে
এ্যালা সিন্নিয়া তিরিশ বচ্চোর তার
পুরা হয়া গেইচে।
তোমার ঘরোত্ আচে কইন্যা রে
অসমণি ছারভান

উকিল হয়া আনু মুই
শোন বাশা জান।
(আরে ওহে)
বাশায় কয় শোন কাসেদ
কও মুল্লুকের বাশা তাই
কয় মুল্লুকের বাশা তাই
কয় তেউড়ি তার বাড়ি?
(আরে ওহে)
ওরে যে কয়া জোনে বা করিবে বিয়া
মোর বা অসমণি
ঘরোতে কড়া নাই তবে তার
অই যে সপতোখ্যানা কুজিও।
(আরে ওহে)
মাসের মইদে এ্যাকদিন কইন্যা মোর
বাইরোতে বারাইরে
অই যে ঊনত্রিশ দিন কইন্যাকে ক্যাবোল
ভেত্‌রোত আকা নাইগবে।
(আরে ওহে)
অইদের তাপোতে অসমণি মোর
যাইবে যে গলিয়া
সেইজন্যে আইকচো নাম মুই
অসমণি বুলিয়া।
(আরে ওহে)
শোন বাশা আলোম-পনা
কও বা সইত্য করি
চইদ্দো তেউড়ি তার
ঘরোত্ এ্যাকইশ কুঞ্জি
(আরে ওহে)
পরোত্ ঢাকনি দেওয়া।
(আরে ওহে)
এই কতা শুনিয়া বা আজা
পতরো টানিয়ায় না দিলো
তামার পতরোত্ বিয়ার বা কতা
ন্যাকিয়ায় না দিলো।
(আরে ওহে)
বাশার হাতোত্ অসমুণি কইন্যা মোর
তুলিয়া দিনু হাতে

সাজোন করিয়া আইসপ্যার কও যায়া
খোরাশান হজরোতে ।
(আরে ওহে)
সোনার জামা উপার বা তাজোরে
কামাদেকে দিলো
সাতটা মহোর নিয়া আসি বাশা
জামাইক দিবার দিলো ।
(আরে ওহে)
বিদ্যায় হয়া গ্যালো কাসেদ ব্যাটারে
এনাম পতরো নিয়া
অসমণি আর খোরাশান হজরোতের
ন্যাকা হইলো বিয়া ।
(আরে ওহে)
ছয়মাস হাঁটিয়া কাসেদ
চীন মুল্লুকোত্ গ্যালো
দ্যাকিয়া খোরাশান হজরোত্
বলিতে নাগিলো ।
কতা শুনিয়া কাসেদ বা ব্যাটা রে নিয়া
পতরো হাতোত্ নিয়া
সেই বা পতরো দিলো বাশাক
বোগোলেতে গিয়া ।
(আরে ওহে)
তার পাচে দিলো কাসেদ
কইন্যার ছবিখ্যানা
ছবি দ্যাকিয়া সাত মুল্লুক দিলো
কাসোদোক ন্যাকিয়া ।
(আরে ওহে)
শতো শতো চুমা দিলো রে
অই ছবির ওপোরে
মুকে চুমা খায়া ছবি
ধরিল তাই বুক্কোতে ।
(আরে ওহে)
ঢোলাই করিয়া দিলো আজা রে
শহুরে বন্দোরে
তিনোঁ সানের খাজনা করে
দিলো মাপো করে ।
(আরে ওহে)

তামান মাইনষোক ডাকেয়া কতা
কবার যে নাগিলো
তোমার শুলাক্ আমার সাতে
ছয়দুনোত্ যাইতে হইলো ।
সাজো সাজো নগোরবাসী রে
হাতি ঘোড়া নিয়া
তীর গোলা বন্দুক কামান ন্যাও
সাজোন করিয়া ।
(আরে ওহে)
বারে তকতের বাক্কো মুই
চীন মুল্লুকের পড়ে
হামারওলার দাপোটে যেন
ছয়দুন টলমল করে ।
(আরে ওহে)
মিসত্রি বা ধরেয়া দিলো রে
গ্যাট বা সাজাইতে
সাত তেউড়ি করিয়া সাজান বা গ্যাট
বলিনু তোমারে ।
(আরে ওরে)
চীন হাতে গাতিয়া দেতিয়া দেওয়াল রে
ছয়দুন নাগাইরে
যাইতে ছয়দুন শহুরোত্ যেন
পাওয়োত্ মাটি না নাগে ।
(আরে ওরে)
(বাওয়া) এইনা ভাবে খোরাশান হজরোত্ রে
সাজিয়ায় তৈয়ার হইলো
ঢুলি মালী ন্যাতো জাল্লাদ
সাজিতে নাগিলো ।
(আরে ওরে)
সাজিলো বহুত সুন্ন রে
আবেদাল্লী সাতে
দুমদুমি বা পড়িয়া গ্যালো
চীনেরো মুল্লুকে ।
(আরে ওরে)
সাজাইলো হাতি বা ঘোড়া রে
কাতারো বান্দিয়া
সাজাইলো পাও বান্দিয়া দিলো ।

কাঁচা থানের সোনা দিয়া
(আরে ওহে)
সাজিলো কতেক সুন্ন রে
হিসাব নাহি তারে
নয় নাক নব্বই হাজার সুন্ন
খাবার নাগিলো বাশার সাতে ।
(আরে ওগে)
হুকুম দিলো খোরাশান হজরোত্
অই যে বন্দুক গাড়িতে
ছাড়িলো এ্যাক সাথে সউগ বন্দুক
সোমানে আওয়ানে বাড়ে ।
(আরে ওহে)
বন্দুকের ধূমাতে চিমাতে চিনশওর
কুয়াকরে হয়া গ্যালো
হামেলা বেটিছাওয়ার কতা
হামেল পড়িয়া গ্যালো ।
(আরে ওহে)
জংগোলের বাগ বা ভাল্লুক
বাচ্চাকে ফ্যালেয়া
যে মুকে পাইলো সেই মুকে গ্যালো
ভয়োতে চলিয়া ।
(আরে ওহে)
বাইজব্যার নাগিলো কতো
শাদিরো বাজনা
শুনিয়া সেই বাজনা সগলে
হইলো দেওয়ানা ।
(আরে ওরে)
ধুমধামের সাতে বাশা
খাবার নাগিলো সাজিয়া
এ্যাকো দিনে এ্যাকো মনজিয়া
খাবার নাগিলো ছাড়িয়া ।
(আরে ওহে)
যে পাকে খাবার নাগিলো
হজরোতের সাজি না
ভাংগিয়া পাতোর মইগ
হয়া গ্যালো চুরমা ।
(আরে ওহে)

এই দ্যান করিয়া তিনো মাস
যায় রে হাঁটিয়া
খবোর পাইলো ওবাটিয়া বাশা
তকতোতে বসিয়া।
(আরে ওরে)
সাজাইল দ্যাকো ম্যালা সুন্ন
ওবাইয়ার তরোপ হাতে
আগ বাড়েয়া আইনতে শাহা
হাঁটিয়ায় চলিচে।
(আরে ওহে)
দোন দলে দ্যাকা দ্যাকি
হইলো রে যকোন
টলোমেলো করে জমিন
ভূইকমপো যামোন।
(আরে ওহে)
আগবাড়েয়া দিলো ভাইরে
জামোতা আজার
ওপোনীত হইলো যায়া
ছয়দুনের মজারে।
নাচ্‌নীরা করে নাচ
আমোদোত্ মাতিয়া
ছাড়িয়া দিলো বোনের হাতি
চারা খায় বসিয়া।
(আরে ওহে)
যতো আচিল পোজ্জাগণ
জিয়াপোত্ করিয়া নিলো
অংতামশাতে সাতদিন দ্যাকো
গতে হয়ায় গ্যালো।
(আরে ওহে)
ভালোদিন দ্যাকিয়া বাশা
বিয়ার হুকুম দিলো.
হুকুম পায়া মানুষজোনও
সগলে ফ্যারকাটে বসিলো।
(আরে ওহে)
আসিল দ্যাকো মলবী সাইব
ছড়ি বা হাতোতে সাইব
ছারভান সারে বিয়াকোনা

দিলো যে পড়াইয়া ।
(আরে ওহে)
এজেনে নিতে যকোন ভাইরে
উকিল পটেয়ায় দিলো
সেই সোমে ছারভান বালী
কবার যে নাগিলো ।
(আরে ওহে)
পড়াইলেন শাদিকোনা
ওজোর নাই মোর তাতে
খালি এ্যাকেটা কতা মোর ।
(আরে ওহে)
আইজকা হাতে যাই হইলো
সোয়ামি আমার
তিনকোনা কাম করিম মুই
ব্যাহুকুমে তার ।
(আরে ওহে)
সেই বা কতা শোনিয়ায় হজরোত্
মানিয়ায় যে নিলো
মোনেজাত্ করিয়া মলবী
বিদ্যায় ভালা হইলো ।
(আরে ওহে)
বাওয়া আল্লারো হুকুম বাশার
দাসী হয়ায় গ্যালো
দাসীর ঘরোক নিয়া কইন্যাক্
সাজাইতে নাগিলো ।
(আরে ওহে)
মহোলের ভেত্রোত্ আনিল বা দুলা রে
ফুল বিচনার ওপোরে
হাজুর করিয়া দিলো কইন্যাক
দাসীর ঘরে সাতে ।
(অই আহা রে)
ছালামো আলেক দিয়া কইন্যা
হাত বা বাড়েয়া দিলো
অইযে আলেক দিয়া দিলো
কইন্যাক্ কোলোত্ পুরিয়া দিলো ।
(অই আহা রে)
যকোন বসাইলো কইন্যাক

নিজেরো কোলোতে
(অই আহা রে)
ছাড়িয়া চেংড়ি ম্যায়ার উপ
ফুল বা উপ ধরে ।
(অই আহা রে)
ডগমগ করে ফুল
অইনা বাশার কোলে
(অই আহা রে)
বাশায় কয় হায় মোর আল্লা
কইন্যা বেন কনটই গ্যালো ।
(অই আহা রে)
সেই বা ফুল হাতোত্ নিয়া
খোরাশান হজরোত্
মোনে মোনে কয় বা শাহা
কি হইলো আপোত্ ।
(অই আহা রে)
গোসা হয়া খোরাশান
সেই ফুল বা ফ্যালেয়া কইন্যা দিলো
ফুলের উপ ছাড়িয়া কইন্যা
কমলা নেবু হইলো ।
(অই আহা রে)
কমলা দ্যাকি খোরাশান শাহার
নোব হইলো ভারী
খাইবে বুলিয়া নেবু
হাতোত্ নিলো তুলি ।
(অই আহা রে)
বিচমিল্লা বুলিয়া কমলা
ছিঁড়িতে নাগিলো
কমলার ভেত্রোত্ অইনা কইন্যা
বসিয়া আচিলো ।
(অই আহা রে)
খাড়া হয়া ছালাম করে
কইন্যা অসমণি
হাসিয়া হাসিয়া কয় কতা
শোন ওগো পতি ।
(অই আহা রে)
শোন শোন পাণের পতি গো

পতি কয়া বুজাও তোরে
মোকে বুজিকেন পতি গো
ভালো নাহিন নাগে ।
(অই আহা রে)
হাতোত্ নিয়া ক্যানে বা পতি গো
তপাতোত্ ফ্যালেয়া দিলে
কোন বা নাজোত্ ফ্যালে দেওয়া ফুল গো
ও পতি কুড়িয়া হাতোত্ নিলে ।
(অই আহা রে)
এ্যালা ক্যানে হাসো পতি গো
কন এ্যালা কি পাইলে?
দুই চউক ঝাপেয়া উগ্‌লা কতাক্যান
মোর বা সাতে কইলে?
(অই আহা রে)
শোন কইন্যা অসমণি গো
বুজপ্যারে না পারি
বাসোর ঘরোত্ ওগো কন্যা
ক্যানে করেন এ্যাত চাতুরি ।
(অই আহা রে)
হ্যানকালে অসমতি কইন্যা গো
উপ বা বদোল করে
কপালোত্ দুইটি কমলা নেবু গো
ডগমগ করে ।
(অই আহা রে)
সেই ফল দ্যাকিয়া বা কুমার গো
মোনে মোনে ভাবে
(অই আহা রে)
ধরিয়া দ্যাকো সেই বা নেবু গো
ছিঁড়ব্যার জন্যে টানে ।
এ্যাক না কানিও না পায় বাশা গো
সেই ফল হালাইতে ।
(অই আহা রে)
শোন শোন অসমতি কইন্যা গো
এই ফলোত্ কিবা আচে
শোন শোন পাণের বা পতি গো
কও বা তোমার আগে ।
(অই আহা রে)

যিদিন বা আমারো সতী গো
ভংগ করিয়ায় দিবে
সেইদিনে ডাইনের কমলা গো
ছিঁড়িয়ায় পড়িবে ।
(অই আহা রে)
যিদিন দ্যাকো ওগো পতি
এজ্জোতোত্ দাগা দিবে
সেইদিনে বাও পাকের কমলা
খসিয়ায় পড়িবে ।
(অই আগা রে)
এই কতা শুনিয়া বা খোরাশান গো
আকুল হয়া গ্যালো
অসতী বা হইবার ছন্দে গো
মাড়কা মারা হইলো ।
(অই আহা রে)
তা বাদে খোরাশান হজরোত গো
পরীক্ষা কইরবে বুলি
সাপটি ধরিয়া অইনা কইন্যার
ধরিল বুক্কের দুইয়ো রে কলি ।
(অই আহারে)
তকোনে ডাইন পাকের কমলা গো
পাড়িল দ্যাকো হালি
তাক দ্যাকিয়া খোরাশান হজরোত্ গো
দুই হাতোত্ দিলো তালি ।
(অই আহা রে)
(বাওয়া) তিমুনিয়া দ্যাকো খোরাশান হজরোত্
কইন্যার আগোত বলে
আইত্ বা পোয়া যায় রে কইন্যা
মদু খিলাও আগে ।
(অই আহা রে)
বারো বচ্চোর হাতে জ্বলে আগুন
কমোল বুক্কের পরে
সেই বুক আইজ মিলি দেইম কইন্যা
তোমার অগম দরিয়াতে ।
(অই আহা রে)
এই কতা শুনিয়া কইন্যা রে
মুচকি মারিয়া হাসে

হাসিয়া হাসিয়া অসমতি কইন্যা
পতির বোগলোত্ বইসে ।
(আরে অই আহা রে)
বিচ্‌নাত্ শুতিল অসের কইন্যা
ভাতারোক্ নিয়া বুকে
য্যামোন ব্যাটাছাওয়া ব্যাটিছাওয়ার ইতিনীতি
সেইদ্যান চলোন চলে ।
(আরে অই আরে রে)
শেতোল হইলো মোনের আগুন রে
দুই জোনেরো তবে
ডাইনো পাকের কমলাখ্যানি
বিচনাত্ হুসকিয়া পড়ে ।
(আরে অই আহা রে)
সেই বা কমেলা হাতোত্ নিয়া কইন্যা রে
কানদে জারে জারে
আইজকা সিন্নিয়া মোর দরিয়াত্
সঁতারো খ্যালাইলো ।
(আরে অই আহা রে)
বিচমিল্লা বুলিয়া কইন্যা রে
কপালোত্ হাতো দিলো
বাও পাকের কমলা নেবু
গায়েব হয়ায় গ্যালো ।
(অই আহা রে)
যিদিন আদেশ কইরবেন পতি
অবাগিনীর আগে
সেই দিন তোমার এই কমেলা
পাইবেন দ্যাকিবারে ।
(অই আহা রে)
পাইবেন দ্যাকিবারে
বেলোম নাই যে করে
জোড়হাতে হইলো খাড়া
শ্বইশরেরো আগে ।
(অই আহা রে)
বিদ্যায় করো ওগো বাজান
বিদ্যায় করো মোরে
এ্যালা মুই যাবার চাও
নিজেরো মুল্লুকে ।
(অই আহা রে)

শুনিয়া ও বাইরে বাশা
        বিদ্যায় ভালা দিলো
দ্যাশের চলোন মোতোন তাই
        জামাইক দান করিলো ।
        (অই আহা রে)
হাতি ঘোড়া নয় বা নস্কোর
        সাজোন করিয়ায় দিলো
বিদ্যায় করিয়া দিলো জামাইক
        খাবার তইয়ার হইলো ।
        (অই আহা রে)
বাপের আগোত ছারভান বালী
        কবার যে নাগিলো ।
        (অই আহা রে)
সোয়ারিতে না যাইম বাজান
        না যাইম মুই হস্তীতে
বসের ভেত্‌রোত্‌ বসিয়া যাইম
        তোমার দামানদেরো সাতে ।
        (অই আহা রে)
কি কইরবে ওবাইয়া বাশা
        উপেয় নাই রে তারে
বসের ভেত্‌রোত্‌ বসিল ছারভান
        সেই বস জামাইর দিলো হাতে ।
        (অই আহা রে)
ওপোনীত হইলো জামাই
        চীনেরো শওরে
মোনে মোনে ভাবে বাশা
        কইন্যাক্‌ না দিলো ক্যানে ।
        (অই আহা রে)
আহা রে কমবক্‌তার কপাল
        এ্যাকাদিনকার কারোণে
খরোচ কান্নু হাজার ট্যাকা
        তাতে কইন্যাক না পানু সাতে ।
        (অই আহা রে)
আও নাহি কাড়ে কইন্যায়
        না দ্যাকি তাহারে
কি বালাই কিনিনু মুই
        দেওয়ানের কতাতে ।
        (অই আহা রে)

কথা :

বসের ভেতর হাতে মাও মোর
ছারভান উল্লায় কয়
আইজকা মরায় মোর সাতে আও কাইব্যার চায়।
এই কতা শুনিয়া হজরোত্
চমকিয়ায় উটিলো
বিয়ার আইতে কইন্যায় মোক
মরা বুলি গাইল দিলো।
(অই আহা রে)
না জানো সে অসের কইন্যা
বদোল করিয়া
বসের ভেতরোত দিচে দাসী
ছলোনা করিয়া।
(অই আহা রে)
না নেইম সেই দাসীক মুই
সোয়াগিনী করিয়া
গোসা করি হাত হাতে বস দিলে
মাটিতে ফ্যালিয়া।
(অই আহা রে)
কি কইরবে অইনা কইন্যা
নিজে বা মুত্তি ধরে
কবার নাগিলো কতা
নিরবুজ সোয়ামির আগে।
(অই আহা রে)
বসের ভেতোর হাতে ফির
ছারভান উল্লায় কয়
নিজমুত্তি ধন্নু এ্যালা
দ্যাকোতে ক্যামোন দ্যাকা যায়।
(অই আহা রে)
যকোনে সতী কইন্যা
জ্বলিয়ায় উটিলো।
(অই আহা রে)
কাপেলাতে আচিল যতো
নয় নাক নব্বই হাজার সুন্নসব
দ্যাকিয়া কইন্যারো ছবি
দেওয়ানা হয়া যান।
(অই আহা রে)

হাতির ওপরোত্ আচিল আজা
টলিয়ায় পড়িলো
ব্যাহুঁশোতে মরার মোতোন
পড়িয়ায় যে অইলো ।
(অই আহা রে)
হাতি ঘোড়া ঢোল ডগোর
কামান হাতিয়ার
ফ্যালেয়া কইন্যার দিকি
(অই আহা রে)
আচিলো দেওয়ান তাই অসের নাগোর
দ্যাকিয়া কইন্যার উপ হইলো ফাপোড় ।
(অই আহা রে)
হাজারে হাজারে সুন্ন
ঘিরাও করিয়া নিলো
উপেয় না দ্যাকিয়া কইন্যা
কানদিতে নাগিলো ।
(অই আহা রে)
কেইবা আসি ধরে হাত
কেউ বা কমোরখ্যানি
কেউবা ধরিয়া গালা
করে টানাটানি ।
(অই আহা রে)
কাইও ধরে হাত-পাও
কাইও ধরে পাঞ্জা করি
ছিঁড়িয়া ফ্যালাইলে কেউ
কইন্যারো হাসুনি ।
(আরে অই আহা রে)
হাতের কাংকোন কইন্যায়
তপাতোতে্ ফ্যালেয়া দিলো
উপেয় না দ্যাকিয়া কইন্যায়
ফুল মুত্তি ধরিলো ।
(আরে অই আহা রে)
যকোনে হইলো ফুল
মাটিতে পড়িলো
দেওয়ানে ধরিয়া ফুল
চান্দোরোত্ বান্দিলো ।
(আরে অই আহা রে)

হাতিতে চড়িয়া দেওয়ান
আজা সাজিয়ায় গ্যালো
হোসকেয়া আজার পোশাক
নিজের গাওয়োত দিলো ।
(আরে অই আহা রে)
নিজে হইলো আজা
চীনেরো মুল্লুকে
সওয়াত্তুর সালের খাজনা
দিলো মাপ করে ।
(আরে অই আহা রে)
তিন মাস আজ বাড়িতে
খাওয়া খাইদ্দো হরে
ব্যাটা ছাওয়ার খাইবে আর
বেটিছাওয়ার জন্যে নিয়া যাইবে ।
(আরে অই আহা রে)
এই কতা শুনি নগোরবাসী
মানিয়ায় লাগিলো ।
(আরে অই আহা রে)
হুকুম দিলো দেওয়ান আজা
শওরোতে যাইতে
ছয় মাসের ঘাটা
যাওয়া নাইগবে ছয়ো দিনে ।
(অই আহা রে)
আরাম করিয়া হারাম
যতেক সুন্নন
দিন আইত্ এ্যাকাকার করি
হাঁটিয়া চলেন ।
(অই আহা রে)
পড়িয়া অইলো খোরাশান হজরোত্
জংগোলেরো মাজে
ছয়দিনে গ্যালো দেওয়ান আজা
চীনেরো মুল্লুকে ।
(অই আহা রে)
বসিয়া যায়া দেওয়ান ভাইরে
তক্তেরো ওপারে
সামনোত্ আকিয়া ফুল রে
দ্যাকে দিনে আইতে ।
(অই আহা রে)

কোন সোমে হয় নাল বরোণ
কোন সোমে সাদা ধরে
সবুজ সিয়া চাইর উজিরে
চাইরো উপ ধরে ।
(অই আহা রে)
দিনের পরে দিন ভাইরে
গতো হয়ায় গ্যালো
মোনের দুক্কে তাই নারে কইন্যা
কান্দিতে নাগেলো ।
(অই আহা রে)
দিনের পরে দিন যায়া
মাস বা পূন্নিত হইলো
অধোয়া গাওয়োতে ফুল হয়া
আর কতপা দিন থাইকপো ।
(অই আহা রে)
ধরিম মুই আপোন মুত্তি
যেটা আচে কপালে
এই বুলিয়া অসমণি ব্যালা দোপোর সোমে
ধরিয়া আপোন মুত্তি দেওয়ানের আগোত্ বলে ।
(অই আহা রে)
গাও ধোমো ওহে দেওয়ান
পানি দেও আনিয়া
কনটই অইলো মোর সোয়ামি
দ্যাহো না আনিয়া ।
(অই আহা রে)
তোমার সোয়ামিক বাগে খাইচে
সউগ মানুষে জানে
ছরোবরোত্ করো গোচোল
মুই থাকো শুকানে ।
(অই আহা রে)
কি বেন করে অইনা কইন্যা
ছরোবরোত্ গ্যালো
গাও মাতা ঘষিয়া কইন্যা
মহোলোত্ আসিলো ।
(অই আহা রে)
দুরাচার দেওয়ানে দ্যাকো
কোন বুদ্দি করিলো

কইন্যাকে ধইরব্যার বুলি তাই
দোন হাত বাড়াইলো ।
(অই আহা রে)
হ্যানসোমে সতী কইন্যা
আল্লার আগোত্ বলে
এই বেপোদ হাতে আল্লা
বাঁচেয়া বা ন্যাও মোরে ।
(অই আহা রে)
আচিলো ডাইন হাত দেওয়ানের
খসিয়ায় পড়িলো
হকের হাকিম আল্লায়
হক বিচার করিলো ।
(অই আহা রে)
যাবার নাগচিল কইন্যা
বাহির যে হয়া
বাও হাতে শাড়ির আঁচোল
ধরিল তাই টানিয়া ।
যকোনে শাড়ির আঁচোল
ধরিল তাই টানিয়া
বদোল করিয়া মুক্তি কইন্যায়
কমলা হয়া অইলো পড়িয়া ।
(অই আহা রে)
সেই কমলা নিয়া দেওয়ানে
চান্দোরোত্ বান্দিলো
তাতো দ্যাকো দুরাচার দেওয়ানে
কইন্যাক না ছাড়িলো ।
(অই আহা রে)
কমলা উপে থাকে কইন্যা
দেওয়ানেরো আগে
খোরাশান হজরোতের কতা
শুনিয়া ন্যাও সক্কলে ।
(অই আহা রে)
উটিয়া বসিলো হজরোত্
চ্যাতোন পাইয়া
চইতোর পাকে চায়া দ্যাকে
সগলে গেইচে ছাড়িয়া ।
(অই আহা রে)

যকনে কইন্যার কতা
মোনোতে পড়িলো
অসমণি বুলিয়া বাশা
টলিয়ায় পড়িলো।
(অই আহা রে)
হুঁশোতে আসিয়া ফির
বাশা খোরাশান
পাগোলের হালে কইন্যাক্
উটকিয়া ব্যাড়ান।
(অই আহে রে)
তবে দ্যাকো খোরাশান হজরোত্
কোন বা কামো করে
পাগোলেরো হালে হজরোত্
যায় বা ঝুমে ঝুমে।
(অই আহা রে)
বাড়িঘর আজ ত্কতো
সউগ গেইচে ভুলিয়া
ছারভান বালীর নাম নিচে
দেলোতে গাঁতিয়া।
(অই আহা রে)
শওরে শওরে হজরোত্
ব্যাড়ায় রে ঘুরিয়া
এইদ্যান হালে কতো বচ্চোর
গ্যালো গুজারিয়া।
(অই আহা রে)
ওপোনীত হইলো রে হজরোত্
শওর কুপিয়াতে
কুপা নামে আচিল শাহা
কুপায়ার শওরে।
(অই আহা রে)
ঘরের মইদোত্ এ্যাকো কইন্যা
এজিয়া নামো তারে
দুইজোন দাসী সাতে নিয়া গেচিল তা
গাও বা ধুবার বুলে।
(অই আহা রে)
বড় দয়াবান আজা
কুপিয়ার শওরে

পাগলাখ্যানা বুলিয়া আজায়
        এ্যাকটা মহোল তৈয়ার করে।
        (অই আহা রে)
যতো পাগোল পায় আজায়
        সেই মহোলোত আকে
অউষোদ পাতি দিয়া পাগোলের
        ওগ বা ভালো করে।
        (অই আহা রে)
কতোদিন না হয় ভালো
        পাগোল নাদান
বসেয়া পালে আজায়
        এ্যাত্ দয়াবান।
        (অই আহা রে)
নাকে নাকে পাগোল জমো
        হইলো তার মহোলে
ব্যাটার সোমান বাশা
        পালেন তাই সক্কলে।
        (অই আহা রে)
সেইদিনে এজিয়া বালী
        পাগোলোক দ্যাকে যবুনার ঘাটে
তরাই করিয়া গ্যালো এজিয়া বালী
        সেই পাগোলের আগে।
        (অই আহা রে)
শোনেক রে বিদেইশা পাগোল
        তোর বাড়ি কোন শওরে
পাগোলেরে হালে ব্যাড়াও ক্যান
        শওরে বন্দরে।
        (অই আহা রে)
খোরাশানে কয় বাড়ি হইলো মোর অসমণি নগোরে
ছারভান বুলিয়া নাম বলিনু তোমারে।
হাসিয়া উটিলো কইন্যা
        দাসী দুইয়ো রে জোন
ছারভান বালী বুলিয়া নাম
        নাই শুনি ককোন।
        (অই আহা রে)
বুজিনু এই পেমের পাগোল হইলো
        ছারভান বালী বুলিয়া কইন্যা

তারে আশেক ছিল।
(অই আহা রে)
ফির পোচে শোন পাগোল
বউ কি আচে তোরে
মায়ের কি নাম তোমার
কথা বুজাও মোরে।
(অই আহা রে)
মায়ের নাম মোর ছারভান বালী
বউ হয় তাই মোরে
এই কতা শুনিয়া কইন্যা
মুক চিপিয়া হাসে।
(অই আহা রে)
নেশ্চয় নেশ্চয় এই বা পাগোল
পেমের পাগোল হইলো
ছারভান বালী বুলিয়া নাম
সউগ কতাতে কইলো।
(অই আহা রে)
তরাই যায়া কইন্যা
বাপের আগোত্ বলে
আইল্চে পাগোল এ্যাক
যবুনার বাতাতে।
(অই আহা রে)
দেওয়ান উজির আর
আবেদাল্লী কয়জন
জলদি করি অই পাগোলোক্
পাকড়েয়া ধরি আন।
(অই আহা রে)
আনিয়া হাজুর করিল
কুপা বাশার আগে
দুইটা এ্যাকটা কতা কুপা বাশা
পুচ করে পাগোলোকে।
(অই আহা রে)
কোন শওরোত্ বাড়ি তোমার
বাপ কাইবেন বলো
অল্পো বয়সোত্ কিসের জন্যে
পাগোল হয়া ফেরো।
(অই আহা রে)

বাপ হইলো মোর ছারভান বিবি
কয়া দিনু তোরে
সেই বিবি ডাকাইচে মেকে
যবুনারো ঘাটে।
(অই আহা রে)
সেনাত্ত হইলো পাগোল
দরোয়ানিক হুকুম করে
পাগোলখ্যানাত্ নিয়া পাগোলোক্
বন্দী করিব্যারে।
(অই আহা রে)
আনিলো দাক্তার আর
কতো করিরাজ
চিকিস্মা করিলো শুরু
পাগলোক্ ভালো করিবার।
(অই আহা রে)
দিনে আইতে করে চিকিস্মা
কইবরাজ কতোজোন
বেশি ছাড়া সেই বা ওগ
না কমে ককোন।
(অই আহা রে)
ছয়মাসের চায়া ভাইরে
আদিক বেশি হইলো
তা দ্যাকিয়া কুপা বাশা
ভাবিতে নাগিলো।
(অই আহা রে)
ছয় মাস আকে পাগোলোক্
বন্দী যে করিয়া
ভালো না হইলো পাগোল
কসেরো নাগিয়া।
কিবা জওয়াব দেইম মুই
হক আল্লাজির আগে
দেওয়ানেরো আগোত্ কয়
উপেয় কিবা আগে।
বামোন নিয়া আইসো দ্যাকি
গণিয়া দ্যাকিরো
কি ওগে ধইরচে পাগোলোক্
সেনাত্ত করিবো।
(অই আহা রে)

আনিলো বামোন দেওয়ান
    আজারো দরবারে
গণিয়া দ্যাকিলো বামোনে
    ওগ নাই যে তারে।
    (অই আহা রে)
খোরাশান নামে বাশা
    চীনেরো শওরে
বারো তকতের বাশা আচিল
    কনু যে তোমারে।
    (অই আহা রে)
ছারভান বিবির উপে বাশা
    দেওয়ানা হইয়া এই
    (অই আহা রে)
বাশায় কয় দ্যাকো বামোন
    দ্যাকোনা গণিয়া
কোন জাগাত্ আচে ছারভান বিবি
    কাই দিবে আনিয়া।
    (অই আহা রে)
না পাইবেন ওহে আজা
    ছারভান বালীর তবে
কমলা উপে আচে বালী
    দেওয়ান আজোর ঘরে।
    (অই আহা রে)
তোমার থাকি দেওয়ান আজা
    এ্যাকশো গুণে ভারী
এ্যামোন শক্তি নাই তোমার
    কমলা নিবেন কাড়ি।
    (অই আহা রে)
কি কইরবে কুপা আজা রে
    ভাবে মোনে মোনে
এই পাগোলেকে্ আনিয়া মোর
    পাপের বোজা ভারী হইচে।
    (অই আহা রে)
পেমের পাগোল হইচে খোরাশান
    পেম ছাড়া ভালো নাহিন হবে
সাদায় সাদায় দ্যাকো সেই কুপা বাশা
    কোন বা কামো করে।
    (অই আহা রে)

এ্যাকজোন করিয়া সোনদোর বেটিছাওয়া রে
দ্যায় বা পাগোলের আগে
আলদা ঘরেতে্ আকে সেই কইন্যাক্
পাগোল ভালো করিব্যারে ।
(অই আহা রে)
গাও খোষ্টেয়া ডাকায় কইন্যা
এ্যাকলায় পায়া বাসোর ঘরে
বুকের কাপড়া হোস্কেয়া কইন্যা
দ্যাকায় ইশারাতে ।
(অই আহা রে)
না দ্যাকে খোরাশান হজরোত্
কইন্যার দিকি চউক তুলিয়া
না পায়া ছারভান বালী
পড়ে তাই টালিয়া ।
(অই আহা রে)
কতো কতো সোন্দোর নারী
গতে হয়ায় গ্যালো
কেহু পাগোলের পাগলামি
কমব্যারে না পাইলো ।
(অই আহা রে)
চউক তুলিয়া নাহি দ্যাকে
নাহি কাড়ে আও
ভাইবব্যার নাগিলো আজা
নোরোলে বসিয়া হায় ।
(অই আহা রে)
দানা পানি না খায় আজা
পাগোলের চিনতাতে
দিনে দিনে তার শুকপ্যার নাগিলোশ রীল
কি হইলো কপালে ।
(অই আহা রে)
এ্যাকোদিনো এজিয়া কইন্যা
বাপের আগোত্ বলে
কিসের জন্যে কান্দেন বাপধন
বসিয়া নেরোলে ।
(অই আহা রে)
শোন কইন্যা এজিয়া বালী
কয়া বুজাও তোরে ।

খতো পাগোল কইরচো ভালো
সউগ বরবাদ হইলো মোরে।
(অই আহা রে)
নিয়া আনু সেই পাগোলোক
যবুনার ঘাটো হাতে
পত্তা আইতে এ্যাকজোন বেটিছাওয়াক
আকে নেরোর ঘরে।
(অই আহা রে)
সারা আইত্ কত্তোন হয় মা
না দ্যাকে চক্কু তুলে
সারা জেবনের ন্যাকির পাল্লা মা
বরবাদ হইলো মোরে।
(অই আহা রে)
পাগোল না হইলে ভালো
কি জওয়াব দেইম হক আল্লার দরবারে
এজিয়ায় কয় নাহি কান্দেন বাপধন
কয়া বুজাও তোরে।
(অই আহা রে)
সাতদিনো আকো পাগোলেকে
মোর বা মহোলে
সাতদিনের ভেতরোতে বাপধন
পাগোল ভালো হইবে।
(অই আহা রে)
শোন মাও মোর নিজিয়া বালী
পাগোলেকে দিনু তোরে
সাতোদিনের বদলে মাও মোর
সাতমাস আকো ঘরে।
(অই আহা রে)
এজিয়ায় কয় শোন বাপধন
কতা শোনা মোরে
বিয়াকোনা পড়েয়া দেও মোর
অই পাগোলের সাতে।
(অই আহা রে)
না আকিম তাক ঘরে
কলেমা পড়েয়া দেও
দশ জোনার সাইক্কাতে।
(অই আহা রে)

কি কইরবে কুপা বাশা
কড়ালোত্ বন্দী হইচে
পড়েয়া দিলো বেটির বিয়া
অই পাগোলের সাতে ।
(অই আহা রে)
আচিলো এজিয়া বালী
তাই নানান শাস্ত্রো জানে
পান্জি পুতি খুলিয়া দ্যাকে
এই পাগোল কিসে তুষ্টি হবে ।
(অই আহা রে)
যে কইন্যার সাতোতে থাইক্পে
ছিয়া ছাবেদ ফুল
সেই কইন্যাকে দ্যাকিয়া শাহা
হইবে রে আকুল ।
(অই আহা রে)
ছিয়া ছাবেদ ফুলে কইন্যায়
জোগাড় বা করিয়ায় নিলো
বাসোর ঘরোত্ যায়া কইন্যা
হাউসের বিচনা সাজাইলো ।
(অই আহা রে)
নানা জাতের পাতোর ভাইরে
আরও কতো যে মল মল
আদ্দুর হাতে দাইক্লেও মন্দির
করে ঝল মল ।
(অই আহা রে)
আংরার চায়াও কালো কইন্যা যদিকেল
যায়ো সেই মহোলে
পাতোরের ওশনাইতে সেই কইন্যা
চাঁদের নাহান জ্বলে ।
(অই আহা রে)
শিংগার করিল্ অইনা কইন্যা
মোনের মোতোন করিয়া
ছারভান বালীর নাম আকে
ফটোগোত্ ন্যাকিয়া ।
যেটেই পাইলে সেত্তেই দিলে
ফটোক যে বসাইয়া
অসমণি ছারভান বুলি

নাম থুইলে ন্যাকিয়া ।
(অই আহা রে)
ছাবেদ ছিয়া ফুল কইন্যায়
আঁচোলোত্ বান্দিলো
সামনোতে আকিয়া ফুল
বিচ্নাতে বসিলো ।
(অই আহা রে)
দাসীর ঘরোক্ ডাকেয়া কয়
পাগোল আনিব্যারে
দাসী বান্দি আনিল পাগোলোক
কইন্যারো হুকুমে ।
(অই আহা রে)
দুয়ারোত্ যায়া পাগোল
দ্যাকে যে চাহিয়া
কইন্যার আঁচলোত্ ফুল আচে এ্যাক
টগ্গোর হইয়া ।
(অই আহা রে)
যকোনে গ্যালো পাগোল
মাজিয়ারো পরে
সামোন হাতে ফুলে কইন্যায়
দিলো পাচেত্ে ফ্যালে ।
(অই আহা রে)
আইসো আইসো বুলিয়া কইন্যা
হাত বাড়েয়া দিলো
আহা মোরে পাণের পতি
এ্যাত্ দুক্কো দিলো ।
(অই আহা রে)
পাতেরের ঘুতিতে কইন্যা
আইগনের নাহান জ্বালে
ছারভান বালীর নাম পাগোলে
দ্যাকিলো ফটোকে ।
(অই আহা রে)
ছারভান ছারভান বুলিয়া পাগোল
ধরিলো জড়েয়া
গালাধরি এজিয়া বালী ন্যায়
বুক্কোতে তুলিয়া ।
(অই আহা রে)

এ্যাক্কোবারে হইলো মত্‌তো
এজিয়াকে পাইয়া
আসোল ছারভান বালীক
গ্যালো রে ভুলিয়া।
(অই আহা রে)
য্যামোন চাতোক পকি
ফুলের মদু তোলে
অই মোত যইবোনের মদু
খায় দোনো জোনে।
(অই আহা রে)
মেলোন হইলো দুইজোন
খুশি খোশালিতে
ছারভান বালী বুলিয়া পাগোল
বুজিলো মোনোতে।
(অই আহা রে)
আহা মোরে ছারভান বালী
কি দোষ পাইয়া
ঘাটেতে ফ্যালেয়া মোকে
আসিনু ঘুরিয়া।
(অই আহা রে)
মিষ্টি করতে এজিয়া
আইতে্‌ কাটেয়া দিলো
আতোর গোলাপ দিয়া গায়
গাও বা ধোয়া দিলো।
(অই আহা রে)
পেন্দইলো সাহেনা পেষাগ
বাশাই বরাবর
পন্তার ব্যালায় দিয়া পটাইল
কাছারি দরবার।
(অই আহা রে)
দ্যাকিয়া কুপা আজা
হাসিয়ায় উটিলো
বেটির ওপোযোক্ত জামাই
আল্লায় মিলায়িলো।
(অই আহা রে)
হাত ধরি কুপা আজায়
বসায় তক্‌তো পরে

সঁপিলো কুপিয়ার বাশাই
হজরোতেরো আগে।
(অই আহা রে)
বাওয়া এ্যালা দ্যাকো এইসব কতা
অইলো ভালে ভালে
খোরাশান হজরোতের কতা
শুনিয়া ন্যাও সক্কলে।
(অই আহা রে)
এ্যাক দেবোসে খোরাশান হজরোত্
শইদরোকে বলে
তিনোদিনের ছুটি চাও বাপজন
থাকিমো অন্তোষ পুরের মাজে।
বিদ্যায় নিয়া খোরাশান হজরোত্
থাকেন মহোলে
গর্বপতী হইচে এজিয়া বালী
আল্লারো হুকুমে।
(অই আহা রে)
সাদের কতা কয় নজিয়া
বসিয়া স্বামীর আগে
বড় মাদ হইচে পতি
হরিণের গোস্ত খাইতে।
(অই আহা রে)
এ্যাকো দুই করিয়া সোয়ামি
সাতো মাসো গ্যালো
দারুণ যমে আসিয়া মোর
ঘাড়োতে বসিলো।
বিদ্যায় দিনু পাণের পতি যাও
শিকার করিবার।
(অই আহা রে)
তিনোদিনের বাদে আইস্পেন সোয়ামি
অবাগিনীর কোলে
(অই আহা রে)
বিদ্যায় হয়া খোরাশান হজরোত্
গ্যালো শিকার করিব্যারে
তিরিশ হাজার সুন্ন নিয়া গ্যালো
বেরবোন এ্যাক জংগোলে।
(অই আহা রে)

কাপেলা করিয়া সুন্নগণ
শুতিয়া নিদ বা গ্যালো
এ্যাকলায় খোরাশান হজরোত্
চ্যাতোনে থাকিলো।
(অই আহা রে)
আইত্ দোপোরে দুই বা পতি রে।
বসিলো গাচের পরে
নরমাদা বুলিয়া নাম তার
শোন ভাই সক্কলে।
(অই আহা রে)
মাদায় ডাকেয়া কতারে
নরের আগোত্ বলে
ওরে কোন জেনে আইলচে আইজ
শিকার করিব্যারে
(অই আহা রে)
হাঁটো এ্যালা চলিয়া যাই হামরা
অইন্যে দ্যাশের মাজে
জাগিলে এই আকুস্মি আজায়
বন্দী করিয়ায় নিবে।
(অই আহা রে)
নরে কয় শোন রে মাদা
নাহি জানো তুমি
চীন শওরের আজা বা হয়
খোরাশান নামো শুনি
(অই আহা রে)
মাদায় কয় ঘরোত্ তার বুজি
বেটিছাওয়া গইচে গরবোপতী
সেই জইন্যে আইলচে খোরাশান
শিকরোতে চলি।
(অই আহা রে)
নরে কয় দুই বেটিছাওয়া ঘরোত্ তার
শান মাদি বলি
অমসণি ছারভান বুলিয়া
পহেলা তার নারী।
(অই আহা রে)
কমলা উপে আচে ছারভান
দেওয়ান আজার ঘরে

খোরাশানের দেওয়ান হইচে আজা
চীনেরো মুলুকে ।
(অই আহা রে)
এ্যাক দেবোসে খোরাশান রে
গেচিল বিয়া করিব্যারে
বসের ভেত্‌রোত্‌ আচিল ছারভান বালী
আজায় নাহি দ্যাকে ।
(অই আহা রে)
কইন্যার উপ দ্যাকিয়া খোরাশান
ব্যাহুঁশোত্‌ অইলে পড়ি
সুন্নসেনা আসি কইন্যাক
নিলো ঘিরাও করি ।
(অই আহা রে)
ফুল বা উপ ধারণ করি কইন্যারে
দেওয়ানের হাতোত্‌ হইলো বন্দী
কমলা হয়া আচে কইন্যা
হয়া তাই কয়াদি ।
(অই আহা রে)
দিনে আইতে কান্দে সেই কইন্যা
সোয়ামি সোয়ামি বুলিয়া
এজিয়া বালী পায়া খোরাশান
গেইচে ছারভানোক ভুলিয়া ।
(অই আহা রে)
এ্যাতেক কতা যকোন হজরোত্‌
পাইলো শুনিব্যারে
ছারভান ছারভান বুলিয়া খোরাশান
টলিয়া পড়িনো জমিনে ।
(অই আহা রে)
কনটই অইলো অসমণি ছারভান
দ্যাকিতে সোন্‌দোরী
চাঁদি ছাড়িয়া তামাক দ্যাকি
মুই গেইচো রে ভুলি ।
(অই আহা রে)
বাওয়া যকনে টালিয়া পইলো খোরাশান
তাম্বুরো ভেতোরে
সুন্নগণ জাগিয়া দ্যাকে বাশা
কান্দে জারে জারে ।
(অই আহা রে)

মাতায় পানি দিয়া বা বাশাকে
হুঁশ করেয়ায় নিলো
এ্যামিন ভাবে আইত্ বা খ্যানা
গুজারিয়ায় গ্যালো
বিয়ানা উটিয়া বা বাশা রে
শিকারো ছাড়িয়া
ছারভান ছারভান বুলিয়া বা কইন্যারে
ব্যাড়ায় যে কানদিয়া।
(অই আহা রে)
ব্যালা দোপোর কানে বাশা
নদী ফির বার বুলি গ্যালো
তপাতোত্ সুন্নসেনা সউগ
বসিয়ায় যে অইলো।
(অই আহা রে)
আল্লা যাকে দুক্কো দিবে রে।
কোন জেনের অদ করে
আচিলো জেনের কইন্যা এ্যাক
নুরানু ভানু নাম তারে।
(অই আহা রে)
দাসী শুদ্দায় নুরানু ভানু রে
আইনো যে জংগোলে
দ্যাকিয়া খোরাশান হজরোতোক
কান্দে জারে জারে।
(অই আহা রে)
যকোন উটিলো হজরোত্
অই যে নদী ফিরা করিয়া
জেন কইন্যার দাসী বান্দি আসি তাক
ঘাড়োত্ নিলো তুলিয়া।
(অই আহা রে)
বাও বা ভরে নিয়া গ্যালো বাশাকে
জেনেরো মুলুকে
তামান দিন উটকা পাটকা করি সুন্নসেনা গ্যানে
এজিয়া বিবির আগে।
(অই আহা রে)
খবোর পায়া এজিয়া বিবি
কান্দে জারে জারে
দ্যাকো যে নুরানু ভানুই কোন বা কামো করে।
(অই আহা রে)

নিঁঘুত ভাবে আকে বাশাক্
কইন্যারো মহোলে
হ্যান উপোবতী কইন্যা আর না হয়
জেন জাতির ভেতোরে।
(অই আহা রে)
এইনা ভাবে কতোদিন
গতো হয়া গ্যালো
আল্লারো তামেশা ভাই
পয়দা যে হইলো।
(অই আহা রে)
নুরানু ভানুর সাতে যেই বা দাসী ছিল
দ্যাকিয়া বাশার ছবি তামরা আশেক হইলো।
(অই আহা রে)
দুই বা দাসী কয় কতা
হাসিয়া হাসিয়া
ওটো নাগোর খাওবা মদু
নেরোলে বসিয়া।
(অই আহা রে)
হামরা দুইজোন হমো রে ফুল
তোমরা হইবেন অলি
মজা মারিয়া খান বা মদু
দুই বা ফুলোত্ বসি।
(অই আহা রে)
এই বা কতা যকোন দাসী
বলিতে আচিলো
হ্যান সোমে নুরানু ভানু সেই জাগাতে
আসিয়ায় পঁচিলো।
(অই আহা রে)
শোনেক শোনেক ওরে দাসী জাইত্
নাজ নাই ক্যান রে তোরে
নেমোক হারামি কইরব্যার চাও
থাকিয়া মোরো ঘরে।
(অই আহা রে)
ছুরি হাতোত্ নুরানু ভানু
চলিলো দইড়িয়া
দুই বা দাসীর দুই মোণ্ড
নেইম আইডা মুই কাটিয়া।

ভয় পায়া দুইবা দাসী
যায় রে পলাইয়া
হামরা দুইচনো পলাইয়া ধন
অইন্যে খায় বসিয়া ।
(অই আহা রে)
নিজে না পাইনো যদিকেন
তাকো নাহি দেবো
খিলিয়া বিষের শরপোত্
মারিয়ায় ফ্যালাবো ।
(অই আহা রে)
হলাহল জহোরের বিষ ভাইরে
যোগাড় বা করিয়ায় নিলো
ওপরোতে ভালোবাসা কইন্যাক
দ্যাকাইতে নাগিলো ।
(অই আহা রে)
এ্যাক দেবোসে নুরানু ভানু
বসিয়া বিচ্নাতে
কতো আমোদ কইরব্যার নাগিলো ভানু
বাশাক নিয়া কোলে ।
আমোদে মাতোয়ালা হয়া
ভানু যে নুরানু
দুই দাসীরো আগোত্ আলো ।
শরপোত্ আগোত্ আলো
(অই আহা রে)
এই সোযোগে দুই বা দাসী
অইযে বিষো যে মিশিয়া
ভালো এ্যাক শরপোত্ নিলো তাই
সাজোন করিয়া ।
(অই আহা রে)
ভালো শরপোত্ দিলো দাসী
নুরানু ভানুকে
বিষের শরপোত্ দিলো দাসীক
খোরাশানের হাতে ।
(অই আহা রে)
পেমোতে বেভোর হয়া
অই যে দাসী দুইয়োজন
এ্যাক চুমাতে চুমাতে চুমুলের শরপোত্

শ্যাষ করিয়ায় দ্যান।
(অই আহা রে)
যক্নে বিষের শরপোত্
গ্যালো রে ওদ্দেরে
আইগ্নের সোমান প্যাট তার
নাইগচে জ্বলিব্যারে।
(অই আহা রে)
মাও মাও বুলিয়া রে বাশা
গড়াগড়ি যায়
আহা মোরে ছারভান বিবি
অইলেন কোতায়।
(অই আহা রে)
বিদাতায় ন্যাকিচে বুজি
অঘাটেরো মরা
না পামো কাপোড় মাটি
না পামো জানাজা।
(অই আহা রে)
ক্যামোন বেন জেনের চলোন
কাই তাকো জানে
আহা মোর নুরানু ভানু
তুলিয়া ন্যায় মোক কোলে।
(অই আহা রে)
কি শরপোত খিলাইলেন কইন্যা
হয়া যে নিদয়া
পাও হাতে মাতে মোর
গ্যালো রে জ্বলিয়া।
(অই আহা রে)
তুলিয়া নিয়া বানু রে
কোলোতে টানিয়া
(অই আহা রে)
চইকের পানিতে হজরোতের গাও
গ্যালো রে ভিজিয়া।
(অই আহা রে)
দ্যাগদ্যাগিতে খোরাশানের মুকোত্
গোল্লা বাহির হইলো
চিমায় চিমায় দ্যাকো অকতো
মুকদিয়া পড়িতে নাগিলো।
(অই আহা রে)

দুই চইক হইলো রে ঘোলা
হাত বা হিঁয়াল হইলো
খানিক বাদে পাণ পকি তার
উড়িয়ায় না গ্যালো।
(অই আহা রে)
পড়িয়া অইলো খালি ধড়
জইমনের ওপোরে
হায় হায় করি নুরানু বিবি
ব্যাহুঁশে টলিয়া পড়ে।
(অই আহা রে)
এ্যামোনে পড়িনো কইন্যা
জিউ নাই তাঁর ধড়ে
এ্যাক ব্যাহুঁশোতে কইন্যা
ঊনত্রিশ দিনো থাকে।
ঊনত্রিশ দিন বাদে কইন্যা
হুঁশোতে আসিয়া রে।
(আহা বল)
কানদিয়া কানদিয়া বাশাক
তুলিয়া নিলো কোলে রে।
(আরে বল)
চাঁদের নাহার মুক গেইচে রে সোয়ামির
ছাইয়ের নাহান হয়া রে।
(আরে বল)
আচিলো গায়োত্ গোস্ত ভরা
গেইচে সউগ ফুলিয়া রে।
দুই বা হাতে মোচায় রে কইন্যা
গায়ের ধুলা বালা রে।
(আরে বল)
বিষের ত্যাজে সোনার বরোণ বাশা
পুড়িয়া হইচে ছাইও রে।
(আরে বল)
কি কইরবে নুরানু ভানু
কানদে জারে জারে রে।
(আরে বল)
দুইমাস ভরিয়া অনাহারী কইন্যা
কইন্যা গেইচেনো শুকিয়া রে।
(আরে বল)

কবার না পারে কতা
 দুই চউগ যায় মুজিয়া রে।
 (আরে বল)
পাণের সোয়ামির মহোব্বতে
 সউগ গেইচে ভুলিয়া রে
 (আরে বল)
গতোদিন মোর এই জেবোন
 থাকিবে এই ধড়ে রে।
 (আরে বল)
জেবোন থাইকতে সোয়ামিক
 ককনো না আকিম গোরে রে।
 (আরে বল)
এইনা ভাবে চাইরো মাসো
 গতো হয়া গ্যালো রে।
 (আরে বল)
অনাহারী দুক্কিনী কইন্যা
 পড়েন জামিনে রে।
 (আরে বল)
ব্যাহুঁশ হালে পাণের গো সোয়ামিক
 জড়ে যায় না ধরে গো।
 (আরে বল)
আল্লায় কয় দ্যাকেক রে জিবরিল
 সোয়ামির ক্যামোন মহোব্বত ধরে রে।
 (আরে বল)
চাইরো মাসের অনাহারি কইন্যা
 তাতো নাহিন ছাড়ে রে।
 (আরে বল)
নিজের জেবোন ছাড়িয়া যায় কইন্যার
 তাতো নাহিন ছাড়ে রে।
চালিয়া যাহো ওরে জিবরিল
 খোয়াব দ্যাকাও তারে রে।
 (আরে বল)
যেটেই আচিল ছোলেমান পয়কমবর
 বাশ্শাক নেউক সেই জাগাতে রে
 (আরে বল)
হুকুম পায়া যায় বা জিবরিল
 শ্যাত্ মাচিরো উপে রে।
 (আরে বল)

কইন্যার কানোত্ পড়িয়া রে মাচি
এনা কতা কয় রে।
(আরে বল)
পতিক নিয়া যাও রে কইন্যা
ছোলেমানের আগোত্ রে।
(আরে বল)
পাইরবে তাই তোমার ভাতারোক্
জেন্দা করিবারে রে।
(আরে বল)
এই স্বপ্পোন দ্যাকিয়া রে কইন্যা
উটিয়ায় বসিলো রে।
(আরে বল)
নাপদিয়া উটিয়া রে কইন্যা
সোয়ামিক নিলো ঘাড়োত্ রে।
(আরে বল)
দিনে আইতে ঘোরে রে কইন্যা
মরা সোয়ামিক নিয়া রে।
(আরে বল)
ইতিউতি চাইরো পাকে কইন্যায়
ছোলোমান নবিক উটকায় রে।
এইদ্যান ভাবে বারো বচ্চোর
গতো হয়ায় গ্যালো রে।
(আরে বল)
মরা সোয়ামির গোট রে খসিয়া
খালি হাড় অইলোরে।
(আরে বল)
সেই না হাড় নিয়া বান্দিলো রে।
(আরে বল)
হাড় নিয়া হাটে রে কইন্যা
ডাকায় নবিজিকে রে।
(আরে বল)
ত্যারো বাচ্চোর বাদে রে কইন্যা
আচোল হোসকেয়া দ্যাকে রে।
(আরে বল)
জোড়া জোড়া অচিল হাড় তাই
জোড়া খুলিয়া গ্যালো রে।
(আরে বল)

তাক দ্যাকিয়া সতী রে কইন্যা
ব্যাহুঁশোতে পড়িলো রে।
(আরে বল)
বাও ভরে আইসে রে জিববিল
পর বা নিয়া হাতে রে।
(আরে বল)
শোন শোান সতী রে কইন্যা
না কানদিও আরও রে।
(আরে বল)
এই বরি বাঁচিপে তোমার সোয়ামি
আল্লা হইচে যে সদয় রে।
(আরে বল)
এই বা পড়ে হাড় নিয়া কইন্যা
বসিবে ধিয়ানে রে।
(আরে বল)
খেটেই আচে ছোলেমান নবি
পর খাইবে সেইও খ্যানে রে।
(আরে বল)
উটিয়ায় বসিলো রে কইন্যা
হিসাব করিয়ায় দ্যাকে রে।
(আরে বল)
চইদ্দো বচ্চোর পুন্নিত হইচে
মোর সোয়ামির আনিবারে রে।
(আরে বল)
খুচড়া হাড়ো নিয়া সোয়ামির
বসিলো পরোতে রে।
(আরে বল)
ছাড়িয়া সেউ জমিন পরে
ওটো সরগো মুকে রে।
(আরে বল)
চউতা আসমানোত্ ছোলেমান
বসিয়া তকতো পরে রে।
(আরে বল)
ওপোনীত হইলো সেই পর
তকতের পাওয়ের নিচে রে
(আরে বল)
বসিয়া আচে ছোলেমান নবি

হক আল্লার ধিয়ানে
(আরে বল)
কইদ্‌ব্যার নাইগ্‌চে নুরানু বিবি
তকতের পায়া ধরিয়া রে।
(আরে বল)
তাতো সেই ছোলেমান নবি
না দ্যাকে মাতা তুলিয়া রে।
(আরে বল)
দইবোবাণী দিলো রে জিবরিল
নবিজিরো আগে রে।
(আরে বল)
কাইদ্‌ব্যার নাইগ্‌চে সতী কইন্যা
যার কান্‌দোনোত্‌ আরোশ ঢোলে রে।
(আরে বল)
গইরোব করিয়া সেই কইন্যার ডাকে
জওয়াব না দ্যাও ক্যানে রে।
(আরে বল)
এ্যাকশ হাজার গোনা ন্যাকিল আল্লায়
জওয়ার নাহি দিবার ফলে রে।
(আরে বল)
এই কতা শুনিয়া নবিজি
দড় বড়েয়া ওটে রে।
(আরে বল)
তওবা তওবা বুলিয়া নবিজি
কান্‌দে জারে জারে রে।
(আরে বল)
গোনা মাপো করো হক আল্লা
আকিরি নবির বদোলেরে।
(আরে বল)
সেই নামের বরকোতে হক আল্লা
এই গোনা মাপ করিবে রে।
(আরে বল)
আল্লায় কয় শোন রে দোস্ত
আমি মাপ না করিলে রে।
(আরে বল)
অই কইন্যায় কল্লে মাপ
তোমার গোনা কাটিয়ায় যাইবে রে।

(আরে বল)
কাইন্‌তে কাইন্‌তে দয়ার নবিজি
কইন্যাক টানিয়ায় না তোলে রে।
(আরে বল)
মাপ করো সতী রে কইন্যা
অপরাদ হইচে মোরে রে।
(আরে বল)
তুমি না করিলে মাপো
আল্লায় নাহিন করে রে।
(আরে বল)
কইন্যায় কয় শোন নবিজি
মোর নবিটার কতা রে।
(আরে বল)
দোয়া করো আল্লায় আগে
মোর মারা পতি জেন্দা করো রে।
(আরে বলা)
পতি যদিকেল জেন্দা হয় মোর
তোমার দোওয়াতে রে
তেহইলে তোমার গোনা কাটা যাইবে
হক আল্লার দরবারে রে।
(আরে বল)
দুই হঁটুয়া পাতিয়া নবিজি
হায় রে মুনাজাতো বা করে
ওগো আল্লা মাবুদ মওলা
দোয়া ন্যাহো মোরে রে।
(আরে বল)
আল্লায় কয় শোন রে বা আগে
যাও বা কইন্যার পতি
খালি হাড়োত্‌ মরা বা পতি
ক্যামুনি জেন্দা হরে।
(আরে বল)
ছোলেমানের গায়ের গোস্ত
যাদিল পারে বা কাটিয়া দিতে
তেহইলে অই কইন্যার পতিকে পাই
জেন্দো করিতে।
এই কতা শুনিয়া ছোলেমান
কান্দে বা জারে জারে

আহা আল্লা মাবুদ মওলা
কি বলিলে মোরে।
দুক্ক না করিয়া ছোলেমান
গোস্ত কাটিয়ায় ফ্যালে।
খালি হাড় পায়া ছোলেমান গো
কান্দে বা জমিনে
সেই গোস্ত দিয়া বা ছোলেমান গো
হাড় বিচায় জমিনে।
মাতার চাদোর দিয়া বা নবি বা নবিজি
নাশ বা বিচায়া দিলো
কুম্বা এজনিল্লা বুলিয়া নবি
চদোরোত্ ফুঁকো দিলো।
আল্লার হুকুমে বা মরা নাশ গো
জোড়া বা নাগিয়া গ্যালো।
আল্লায় কয় শোন রে ছোলেমান
জবান বা শোনো মোরে
কন্টই হাতে দুই চউক মোরদার গো
আনিয়া দেমো তারে।
তুমি যদিন তোমার দুই চক্কুগো
পারো তুলিয়া দিতে
সেই চক্কু বা বসেয়া মোরদার গো
চউকের বা আলো দিবে।
কান্দিয়া কান্দিয়া ছোলেমান নবি
চউক বা তুলিয়া দিলো।
সেই চউকে মোরদান বা উপ গো
তইয়ার হয়া গ্যালো।
দুই কান কাটিবার আদেশ গো
হয় আল্লায় করিলো।
এই দ্যান ভাবে মোরদান দ্যাহো গো
সাজিয়া তইয়ার হইলো
আল্লার ফির দুইবোবাণী গো
ছোলেমানে শুনিলো।
কনটই আচে মোরদান উহু গো
আনিয়া দ্যাহো তারে।
তিসিন্ নিয়া বাচিবে মোরদা গো
হায়াত পাইবে তারে।
এই কতা শুনিয়া সতী কইন্যা গো

হক আল্লাকে বলে
যতোদিন হামার আচে দিনু হায়াত্ গো
তার অদ্দেক দিনু পতিকে।
যিদিন হইবে মরোণ গো
মরিমো ন্যাক সাতে
এই ভাবে হক আল্লাজি গো
কোন বা ময়া করে।
অচম্বিতে ওত্তোরে আগুন গো
দাউ দাউ করিয়া জ্বলে।
ছোলেমান আর সতী কইন্যা গো
কেহুই নাহি সেখানে
খালি ছোলেমানের হাড় কয়খানা গো
পড়িয়া আচে জামিনে।
আগুন দ্যাকিয়া ভয় পাইলো কইন্যা গো
দ্যাকে আগুনের দিকে
এ্যামোন সোমে হক আল্লাজি গো
দুই জোনার উহ্ দ্যায় কালেবে।
লায়লাহা বুলিয়া বা দুই মোদ্দা গো
উটিয়ায় বসিলো
ধেরে ধেরে দয়ার বা নবি গো
কইন্যার আগোত্ বলে।
না কাঁপেন না কাঁপেন কইন্যা গো
ভয় নাই যে তোমারে
আমার অপরাদ মাপ করিয়া কইন্যা গো
পতিকে নিয়া যাও ঘরে।
ফিরিয়া দ্যাকিলো সতী কইন্যা গো
দুইজোন জোন্দা হইচে
লায় লাহা বুলিয়া বা কইন্যা গো
দুই বা সেজ্জা করে।
বাও বা ভরে ধরিয়া জিবরিল গো
বাশা আর কইন্যাক সাতে
পলোকে থুইয়া গ্যালো কইন্যাক গো
আপোনারো মুল্লুকে।

অসমণি কইন্যা
দ্বিতীয় খণ্ড

বাওয়া সোয়ামিকে নিয়া নুরানু ভানু
থাকে বা খুশিহালে
চইদ্দো বচ্চোরের মোনের আগুন মাটো হইলো
এ্যাক আইতের মেলোনে।
(অই আহা রে)
দ্যাকো ভাইরে বিদাতার খ্যালা
কাই বুজিবার পারে?
সতী বেটিছাওয়াক দুক্কো দিবার বুলি
সাজিয়ায় তইয়ার হইচে।
(অই আহা রে)
সেই আইতোতে খোরাশান হজরোত্
শুতিয়া যে বিচনাতে
খোয়াবোতে দ্যাকে কমেলা ছারভান
নাইগ্চে কান্দিবারে।
(অই আহা রে)
গালা ধরিয়া কান্দে বা ছারভান
বুক বা ভেজে জলে
তোমার নাগিয়া নাতো
মোন মোর বান্দিনু পাষাণে।
(অই আহা রে)
চইদ্দো বচ্চোর কাটানু পতি
বুক্কোত্ পাষাণ দিয়া
সোন্দোর বেটিছাওয়া পায় আচেন
শুকোতে মজিয়া।
(অই আহা রে)
আর এ্যাক আইত্ থাকেন যদিকেল
নুরানু ভানু কোলে
এ্যাকশো বচ্চোর জ্বইল্বেন তেহইলে
হাবিয়া দোজোগে।
(অই আহা রে)

বিয়ার আইতে গেইলেন সোয়ামি
        বিদুয়া করিয়া
আর কতোদিন থাইক্‌পো হামি
        কাংগালিনী হইয়ে।
        (অই আহা রে)
আর সাতদিন থাকিম পতি
        তোমার মুক চাহিয়া
আটদিন বাদে নিজেরে জেবোনে
        ফ্যালাইম রে মারিয়া।
        (অই আহা রে)
এই স্বপ্নোন দ্যাকিয়া রে কুমার
        কান্‌দে জারে জারে
আহা মোর ছারভান বিবি
        তুই আচিস্‌ কি বেপোদে।
        (অই আহা রে)
কান্‌দন শুনিয়া নুরানু ভানু
        তুলিয়া নিলো কোলে
মোচাইল তাই দুই চউকের পানি
        পেঁদনের কাপড়ের আচোলে।
        (অই আরা রে)
কি হইচে কি হইচে পতি
        কও না ভাংগিয়া
না কইলে মোনের কতা
        মরিম গালাত্‌ খড়েতোর দিয়া।
        (অই আহা রে)
শোনেক শোনেক নুরানু ভানু
        কও যে ভাংগিয়া
নিজের দ্যাশোত্‌ যাবার চাও মুই
        কও যে ভাংগিয়া।
        (অই আহা রে)
নিজের দ্যাশোত্‌ যাবার চাও মুই
        বিদ্যায় দেও করিয়া
        (অই আহা রে)
এ্যাক আইত না থাকিম আর
        তোমারো বিচ্‌নাতে
আইজা হাতে তোমার বিচনা
        হারাম হইলো মোরে।
        (অই আহা রে)

এই কতা শুনিয়া নুরানু রে
কানদে জারে জারে
ফোরার সাতে না মারিল ক্যান
দয়ার বাপো মায়ে।
(অই আহা রে)
চইদ্দো বচ্চোর হাতে নাতো
মুই এই দুক্কো করিনু
কিসোক এ্যালা বিদ্যায় চান সোয়ামি
মুই কি অপরাদ করিনু।
(অই আহা রে)
মাতার ক্যাশ দিয়া সতী কইন্যা
পাও ধরে চাপিয়া
যেনা দ্যাশোত্ যাইবেন পতি
মোকে যাও রে নিয়া।
(অই আহা রে)
হজরোতে কয় থাকো কইন্যা
বারো বচ্চোর বসিয়া
বারো বচ্চোর পূন্নিত হইলে
দ্যাকা করিম আসিয়া।
(অই আহা রে)
এই কতা শুনিয়া কইন্যারে
ব্যাহুঁশোতে পড়ে
পাষাণ করিয়া ব্যাটাছাওয়ার মোর
বিদাতোয় তইয়ার করে।
(অই আহা রে)
তবে দ্যাকো নুরানু ভানু
উটিয়ায় বসিলো রে।
(অই আহা রে)
বারো বচ্চোর থাকে রে কইন্যা
বসিয়া এ্যাকেলা রে।
(আরে বল)
নিজের সতীয়ানা রে কইন্যা
যদিকেন ঠিকো থাকে রে।
(অই আহা রে)
তেহইলে তুমি পাইবেন কইন্যা
বারো বচ্চোর বাদে।
(অই আহা রে)

বিদ্যায় হয়া খোরাশান হজরোত্
আইলো তাই বাহিরে রে ।
(আরে বল)
উলটি উলটি সতী কইন্যা
পড়ে পতির পায়ে রে ।
(আরে বল)
না যান না পাণের পতি
ছাড়িয়া এ্যাকেলা রে ।
(আরে বল)
মারিয়া যাও পাণের পতি
এ গালা টিপিয়া রে ।
(আরে বল)
পাও বা জড়ে ধরি অই বা কইন্যা
পড়ে যে নুটিয়া রে ।
(আরে বল)
পাও বা ঝাংড়া দিয়া হজরোত্
ফ্যালেয়া দ্যায় তাক তপাতে রে ।
ঘুরিয়া ঘুরিয়া সতী কইন্যা
জাড়েয়া ধরে দুই পাও রে ।
(আরে বল)
না যান না যান ওরে পতি
দোয়াই নাগে আল্লোর রে ।
(আরে বল)
তোমার মায়ের মাতাখ্যান পতি
দোয়াই নাগে আল্লার রে ।
(আরে বল)
তোমরা যদিকেল ছাড়ি যান পতি
তেহইলে না বাঁচিম জেবোনে রে ।
(আরে বল)
তরে দ্যাকো খোরাশান হজরোত্
কোন বা কামো করে রে ।
(আরে রে)
ধরিয়া কইন্যার চুলের মুটিয়া
বান্দিলো পইয়ের সাতে রে ।
(আরে বল)
বাইরে হয়া হয়া বা হজরোত্
ছেচড়িয়া দউড় মারে রে ।
(আরে বল)

ছিঁড়িয়া মাতার চুল কইন্যায়
দউড়ায় পাচে পাচে রে ।
(আরে বল)
ঘাটাত্ যায়া ধরে পাও তার
না যান ছাড়িয়া রে ।
(আরে বল)
তোমার দ্যাশোত্ যামো সোয়ামি
এ ভিক্কা করিয়া রে ।
(আরে বল)
দিশপায়া খোরাশান ধরে
(কইন্যারো দুই পায়ে রে ।
(আরে বল)
বিচমিল্লা বুলিয়া রে হজরোত্
কইন্যার গাওয়োত্ ফুঁক মারে রে ।
কাঁইপতে্ কাঁইপতে সতী কইন্যা
ব্যালের গাচো হইলো রে ।
(আরে বল)
ব্যালের গাচ করিয়া কইন্যাক
ছাড়িয়া যায় ঘাটাত্ রে ।
(আরে বল)
ব্যালের গাচের নাহান হয়া কইন্যা
হালা চুলা করে রে ।
(আরে বল)
কতা কইতে না পারে কইন্যা
গাচের আগাল খসিয়া পড়ে রে ।
(আরে বল)
হাত দিয়া ধাক্কা দিয়া হজরোত্
জমিনে ঠ্যাকনা মারে রে ।
(আরে বল)
গালাতক্ এ্যাকে থ্যাকনায়
জমিনে জারিয়া গ্যালো রে ।
সেইদিন হাতে সতী কইন্যা
কান্দিতে নাগিলো রে ।
(আরে বল)
কইন্যারো কাঁদ্নোতে দ্যাকো
এনা নালা হইলো রে ।
(আরে বল)

সেই নালা দিয়া চউকের পানির
ছোরোত্ যে চলিলো রে ।
(আরে বল)
(ভাইরে) এইসব কতা এ্যালা
অইলো ভালে ভালে
খোরাশান হজরোতের কতা
শুনিয়া ন্যাও সক্কলে ।
(অই আহা রে)
ওরে হাঁইট্তে হাঁইট্তে যাবার নাগিলো হজরোত্
ব্যালগাচ করিয়া
দিনে আইতে এ্যাকাকার করি
হজরোত্ চলিলো হাঁটিয়া ।
(অই আরে রে)
ওরে দেইক্তে দেইক্তে দুইয়ো মাস রে ।
গতো বা হয়া গ্যালো
এজিয়া বালীর দ্যাশোত্ যায়া
ওপোনীত হইলো ।
বসিয়া আচে অইনা রে আজা
দরবারেরো মাজে
ছালাম করিল যায়া খোরাশান
নিজে শ্বইশরের পায়ে ।
(অই আরে রে)
দাঁয়ান্দেকে দ্যাকিয়া আজার
আনোন্দিতো মোন
হাত ধরিলো অনতোয় পুরে
করিলো গমোন ।
(অই আহা রে)
ভাতারের নাগিয়া এজিয়া
পাগলি যুগলি হইয়া
খাওয়া দাওয়া আরাম বিরাম
গ্যালো তাই ভুলিয়া ।
(অই আহা রে)
খবোর পটে দিলো ভাইরে
এজিয়ারো আগে
ঘুরিয়া আইল্চে তোমার সোয়ামি
তোমাক দ্যাকিব্যারে ।
(অই আহা রে)

ঝাংড়া দিয়া উটিল কইন্যা
পেঁদনের কাপড়া গ্যালো খসি
স্বামী স্বামী বুলিয়া কইন্যা
তয় দণ্ডে গ্যালো চলি ।
(অই আহা রে)
ওপোনীত হইলো রে কইন্যা
নিজেরে বাপের আগে
শরোমোতে তার বাপ দ্যাকো
কইন্যার পাচে পাচে হাঁটে ।
(অই আহা রে)
গালা ধরিয়া পাণো সোয়ামিক
তুলিয়া নিলো রে কোলে
এ্যাকসাতে বসিল দোনজোন
ফুল বিচনারো মাজে ।
(অই আহা রে)
আইত্ যকোন অদ্দেক গ্যালো
কইন্যায় মোনের কতা কয়
বহুদিনের হাতাশে সোয়ামি
জল ঢালিয়ায় দেও ।
(অই আহা রে)
হজরোতে কয় শোন রে কইন্যা
ইগ্লা কতা না কইস আর কামজ্বালা
ছয় মাসের জন্যে কামজ্বালা
হারাম হয়া গেইচে ।
বিদ্যায় দেও ওগো সোন্দোরী
না সয় মোর দেরি
নিজ বা দ্যাশোত্ যাইম মুই
কও বা সইত্যে করি ।
(অই আহা রে)
শ্বশুরের আরোত্ শাহা
পত্রো ন্যাকিয়া দিলো
পত্রো পায়া শ্বশুর শউড়ি
ভাবিতে নাগিলো ।
(অই আহা রে)
ওরে দ্যাগ্ দ্যাগিতে গ্যালো আইত্
পোরভাত্ যে হইয়া

বিয়ানা উটিয়া বাশা
হুকুম দ্যায় করিয়া ।
(অই আহা রে)
হাতি ঘোড়া ওহে দেওয়ান
সাজোন করিয়ায় দেও
নিজের দ্যাশোত্ যাইবে দামাদ্
আগবাড়েয়া দেও ।
(অই আহা রে)
খোরাশানে কয় না নেইম মুই
হাতি-ঘোড়া নোকজন
এ্যালাম বিদ্যায় দেও বাজান
করিমো গমোন ।
(অই আহা রে)
শোন বাওয়া ও জামোতা
কয়া বুজাও তোরে
দাসী করিয়া দিনু বেটিক
নিয়া যাও তার সাতে ।
ওরে বিদ্যায় হয়া গ্যালো শাহা
শ্বইশরের হাতো হেতে
নিজের বেটিক তুলিয়া দিলো
জামোতারো হাতে ।
(অই আহা রে)
কি কইরবে আইনা রে আনি
কান্দিয়া কান্দিয়া
ধরিয়া তাই জামাইর হাত্
বেটিক দ্যায় সঁপিয়া ।
(অই আহা রে)
বাওয়া হাঁটিয়ায় চলিলো বাশা
কইন্যাক নিয়া সাতে
কতোদিন বাদে গ্যালো বাশা
চীনেরো মুল্লুকে ।
(অই আহা রে)
নোকে মুকে শোনে বাশা
দিচে আইন পাস করিয়া
দ্যাশের মইদে অতিত্ আইলে
তকনে দিবে তাক তাড়াইয়া ।
(অই আহা রে)

এই কতা শুনিয়া রে বাশা
ভালো কাপড়া ছাড়ে
পিন্দিয়া ভালো কাপড়া তাই
ফকিরের ইপ ধরে ।
(অই আহা রে)
ফইকরানি করিয়া নিলো
এজিয়া বালীকে
দিনে আইতে করে ভিক্কা তাই
শওরে বন্দোরে
এ্যাকদিন গ্যালো দোনো জোন
দেওয়ান আজার ঘরে ।
(অই আহা রে)
বসিয়া বাইরা বাড়িতে
ভিক্কা চায় রে জোরে
ভিক্কা দ্যাকো না দেয় দেওয়ান আজা
দুইটা পইসা দ্যায় তাই ফকিরোকে ।
(অই আহা রে)
যক্নে দুই পইসা দেওয়ান আজা
ফইক্রোকে দিলো
হুক্ হুক্ করিয়া ফকির
কানদিতে নাগিলো ।
(অই আহা রে)
কি কইররে মোনের কতা
গোপোনেতে আকে
সেই কতা কইলেন যায়া দরোয়ান
দেওয়ান আজার আগে ।
অতি চলোক দেওয়ান আজা
ঠগেরো সদ্দার
মোনে কয় নেশ্চয় হইবে
খোরাশান হজরোত্ তার নাম ।
(অই আহা রে)
এই বুলিয়া দেওয়ান আজা
আইন করিয়ায় দিলো
এই মুলুকোত্ ফকির পাইলে তাক
আনিয়া কাছারিত্ হাজুর করিয়া দিবে ।
(অই আহা রে)

সেই দিনে সেই ফকির দ্যাকো
        গ্যালো মবোস্তলে
ঢোলাই করিয়া দিলো আজা
        শওরে বন্দোরে।
        (অই আহা রে)
কি কইরবে নগোরবাসী
        সগ্‌লে ভাবে মোনে মোনে
এ্যাকটা ফকির দিবের পাইলে
        হাজার ট্যাকা মেলে।
        (অই আহা রে)
এ্যাকদিন দ্যাকো খোরাশান হজরোত্‌
        বউক নিয়া সাতে
এ্যাক বাড়ি উটিয়া ফকির
        লায়-লাহা-জিকির ছাড়ে।
        (অই আহা রে)
নোবি আচিল বাড়ির মালিক
        নোবোতে পড়িয়া
ফকির ফইকরানি দো জোনোক
        নিলো রে বান্দিয়া।
        (অই আহা রে)
হাজুর করিয়া দিলো ফইকরানি ফইকরোক
        বাশার দরবারে
ফইক্‌রে দ্যাকে দেওয়ান আজা
        বসিয়া তক্‌তো পরে।
        (অই আহা রে)
কান্‌দিয়া ব্যাহুঁশোতে পড়ে
        তক্‌তো যে দ্যাকিয়া
এইগ্‌লা দুক্কো ওগো আল্লা
        কপালোত্‌ আকচিলু ন্যাকিয়া।
        (অই আহা রে)
বাশা ভাবে নেশ্চয় হইবে
        মুল্লুকের তাবেদার
ফকিরেরো নামোতে আচিল
        চীন শওরে তার।
        (অই আহা রে)
হুকুম দিলো দেওয়ান আজা
        দেওয়ানেরো আগে

বন্দী কর ফকির ফইক্‌রানিক
        গারোদখ্যানার ঘরে ।
দুই যুয়ান নেগাবান তার
        দুয়ারোত্ পয়োরা আকে
কোন পাকে ফকির ব্যাটা যেন
        বাইর হবার না পারে ।
        (অই আহা রে)
কি কইরবে ফকির ব্যাটা
        কান্দে জারে জারে
মুই খাও পোড়াভাত
        মোর মুলুকোত্ দেওয়ান বাশাই করে ।
        (অই আহা রে)
কটই আচে ছারভান বিবি
        কমেলা উপ হইয়া
মরোণ কালে দেও দ্যাকা
        জেবোনে যায় ছাড়িয়া ।
        (অই আহা রে)
আল্লায় যাকে বাঁচায় ভাইরে
        কাই মারিবার পারে
হক জিনিসের মাইর নাই
        হক আল্লায় বলে ।
        (অই আহা রে)
আচিলো ফইকরানির সাতে
        এজিয়া বিবি নাম
এজিয়ারে আগোত্ আজা
        কানদিয়ায় যে কন ?
        (অই আহা রে)
শোন গো এজিয়া বালী
        বিদ্যায় দেও করিয়া
ভাইবতে্ ভাইবতে্ জেবোন মোর
        যাইবে যে চলিয়া ।
        (অই আহা রে)
এই যে চীনের শওর
        জাইনবে আমার
যে ব্যাটা তক্‌তোত্ বইস্‌চে
        দেওয়ান আচিল মোর ।
        (অই আহা রে)

বিয়া কইরব্যার বুলি গেচনু মুই
        ছয়দুনোক বিয়া করি
অসমণি ছারভানোর বিয়া করি
        আইসপ্যার নাগাচিনু বাড়ি ।
        (অই আহা রে)
ঘাটাতে কইন্যার উপ
        নজোরোতে দ্যাকিয়া
ব্যাহুঁশোতে আচনু মুই
        জইমেনোতে পড়িয়া ।
        (অই আহা রে)
সেই সোমে দেওয়ান ব্যাটা
        ছলোনা করিয়া
মোর কইন্যা অসমণিক
        নিচে রে কাড়িয়া ।
        (অই আহা রে)
তকতে বসি হইচে আজা
        দেওয়ান ব্যাইমান
মুকের আগোত্ করে বাশাই
        না বাঁচিবে জান ।
শুনিয়া এজিয়া বালী
        কয় বা পতির আগে
কিসের জন্যে এই কতা
        আগোত্ না বলিলে?
        (অই আহা রে)
এ্যালা সেই ছারভান বালী
        কোন বা জাগাত্ আচে ?
কমলা উপে আচে কইন্যা
        অই দেওয়ানের হাতে ।
        (অই আহা রে)
নাহি কান্দেন পাণের সোয়ামি
        নাহি কান্দেন আর
পলোকে তোমার সোয়ামিক
        করিমো উদ্ধের ।
        (অই আহা রে)
আচিলো এজিয়া বালী
        দ্যাকিতে সোন্দোরী
জেনের বেটির সাতে কইন্যার

আচিলো দোস্ত দাসী।
(অই আহা রে)
সইয়ের বাপ হয় তাওই
বাপের বাপজেন করি.
বাপের কাচে কতো মোনত্রো
নিচিল দ্যাকো তাই শিকি।
(অই আহা রে)
ছাড়িয়া মাইন্‌ষের উপ তাই
হাওয়াত্ মিশিয়া গ্যালো
পলোকে দেওয়ান আজার ঘরোত্
ওপোনীত হইলো।
(অই আহা রে)
শুতিয়া আচে দেওয়ান আজা
শাহী মহোলের পরে
এ্যাক হাজার পওরা ঘোরে
ঘরের চইতোর পাকে।
দেইক্‌তে দেইক্‌তে মিশিল কইন্যা
হাওয়ারো না সাতে
চাপিয়া বসিয়া কইন্যা
আজারো বোগোনে।
(অই আহা রে)
দ্যাকে যায়া এজিয়া বালী
আকারো বোগোলে
শুতিয়া আচে দেওয়ান আজে
কমলা নিয়া বুকে।
(অই আহা রে)
বাওপাকে শুনিয়া তার
আনি পাটেশ্বরী
পঁচিশ হাত দুইখ্যান জিন্‌জির
শিতানোর্ত আচে পড়ি।
• (অই আহা রে)
কি কইরবে এজিয়া বালী
গোসাতে জ্বালিয়া গ্যালো
সেই জিন্‌জির নিয়া এজিয়া
ভিড়িয়ায় বান্দিলো।
(অই আহা রে)
হাত-পাও বান্দিলো আজার

নোয়ার সিঁড়ির সাতে
আনিকে বান্দিলো তাই
মজবুতেরো সাতে।
(অই আহা রে)
কি কইরবে এজিয়া বালী
এ মোনতোর পড়িয়া
আজার হাত পাহারার গাত্
ফুঁক দ্যায় তাই তাকিয়া।
(অই আহা রে)
ব্যাহুঁশোতে পহরাগণ
পড়িয়ায় যে অইলো
ঘাড়োতে তুলিয়া আজাক
গারোদখ্যানাত্ গ্যালো
(অই আহা রে)
ভাতারের পাওয়ের জিন্জিরখ্যানা
দিলো রেথসেয়
দোবরা করিয়া আরিয়া।
(অই আহা রে)
ভিড়িয়া বান্দিলো আজাকে
নোহার সিঁড়ির সাতে
বাইশমণি পাতোর তুলিয়া দিলো
দুষ্টা আজার বুকে।
(অই আহা রে)
ফকিরেরো ছিঁড়া কাপড়া
আজার বুকেত্ দিলো
আজার কাপড়া নিয়া তাই
ভাতারোক্ পেন্দাইলো।
(অই আহা রে)
ভাতারোক নিয়া এজিয়া
আনির ঘরোত্ গ্যালো
খুলিয়া আনির হাত-পাওয়ের বান্দোন
তুলিয়ায় বসাইলো।
(অই আহা রে)
চিনব্যার পারিলো আনি
এই মোর সোয়ামি নয়
চোর ব্যাটা বুলিয়া আনি
গাইল তাকে দ্যায়।
(অই আহা রে)

গাইল শুনি এজিয়া বালী
উটিলো জ্বলিয়া
দুই গ্যালোতে মাল্লে চড়
গাল গ্যালো ফাটিয়া।
(অই আহা রে)
ঘাড় ধরিয়া শোতাইলে আনিক
ভাতারের বোগোলে
মইদোতে আকিয়া আনিক
কইন্যা শুতিলো বোগোলে।
(অই আহা রে)
ভাতারোক কয় যতো গোস্বা ন্যাও
নিবারণ করিয়া
কামিলা বইতাল মাগির
এ্যাক্কেবারে সাদ দেও মিটিয়া।
(অই আহা রে)
তওবা তওবা কয় আজা
এই কতা শুনিয়া
হারামিতে না যাইয়া মুই
মাপ দেও করিয়া।
ক্ষেমা করো এজিয়া বালী
আনির দোষ নাই
কাইল বিয়ানা নেমোক হারামের
করিমোর সাজাই।
(অই আহা রে)
কি কইরবে এজিয়া বালী
ভাতারের তওবা শুনিয়া
মোনোত গোস্বা যতো আচিল তার
গ্যালো তাই ভুলিয়া
(অই আহা রে)
আইত্ বা গ্যালো দিন বা হইলো
অইদ উটিয়া ভাই পুরে
পাগলা ঘণ্টাত্ মাল্লে বাড়ি
ব্যালা দোপরের আগে।
(অই আহা রে)
পাগলা ঘণ্টার বাড়ি শুনিয়া
যতো নগোরবাসী
কেউবা দউড়িবার নাগিলো

ছাড়িয়া পেঁদনের নেংটি ।
(অই আহা রে)
কেউবা দউড়িবার নাগিলো
অধোয়া হাত নিয়া
কেউবা দউড়িবার নাগিলো
চউক মুক মুচিয়া ।
(অই আহা রে)
হাজার হাজার নগোরবাসী
আসিয়ায় জড়ো হইলো
দ্যাকিয়া পুরানা আজাক ।
কাঁইপ্যারে নাগিলো ।
(অই আহা রে)
গালাত্ কাপড়া বান্দি
জোড় হাত্ করিয়া
জইমনোতে পাড়িয়া অইলো
মাতা নিচ করিয়া ।
(অই আহা রে)
শোনেক রে কমজাত্ নগোরবাসী
কামিনা শুয়তান
মোকে ফ্যালেয়া আইলেন
ওরে নেমোকহারাম ।
(অই আহা রে)
কামিনা কমজাত্ নগোরবাসী
এ্যাত্য় ঢং জানো
ব্যাটার সোমান হয়া তোমার
আমাকে না চেন ।
(অই আহা রে)
চউক ম্যালো মাতা তোলো
জমা তোমার আগে
কাটিয়া সগলেরে মোও
নটকাইম মুই দরবার ।
(অই আহা রে)
শুনিয়া নগোরবাসী
কান্‌দে জারে জার
আকো মারো যাহা করো
আচি তোমার পায়ের তলে ।
(অই আহা রে)

গউজ্য়া উটিলো আজা
বাগের সোমান
কউই রে জল্লাদ বুলি
মারিলো কার রান ।
(অই আহা রে)
না আকিম মুই এ্যাকজোনাকো
আমারো মুল্লুকে
চীনের মুল্লুকোত্ আইজ
আগুন দেইম মুই জ্বলে ।
(অই আহা রে)
ডাক শুনি জাল্লাদ ব্যাটা
থর থরে কাঁপে
ছোরা দ্যাকিয়া নগরবাসীরও
দড় দড়েয়া পড়ে ।
(অই আহা রে)
কান্দি কান্দি সগলে দ্যাকো
গড়াগড়ি যায়
বেপোদের সোমায় সগলে মিলি
বাপ বুলি ডাকায় ।
(অই আহা রে)
কান্দা কাটির শোরগোল
মহোলোতে গ্যালে
মহোল হাতে এজিয়া বালী
তাক শুনিবার পাইলো ।
(অই আহা রে)
তাওসি হাঁটিয়া যায় এজিয়া
বেপোদ জানিয়া
দ্যাকে পোজ্জাগণ কাঁইদ্ব্যর নাইগচে
জইম্নোতে পড়িয়া ।
(অই আহা রে)
এজিয়ায় কয় শোন পতি
কি হইলো তোমারে
পোজ্জার ওপরোতে ক্যানে
এ্যাত্ গরোম হইলে ।
আজায় কয় শোন আনি
থাকো নও করিয়া
মাইন্ষের অকতোতে চীন শওর আইজ

দেকম যে ভাসাইয়া ।
(অই আহা রে)
তক্নে আজায় এজিয়াক
আনি যে বলিলো
মাপ বুলিয়া সগলে মিলি
পাও সাপটে ধরিয়া ।
(অই আহা রে)
মাও করো মাও জননী
ব্যাটা যে বুলিয়া
মাপ হয়া মাইরবে ব্যাটাক
ক্যামোন বা করিয়া ।
(অই আহা রে)
ব্যাটা তোমার নাই জানোনী
এইনা পিতিমি মাজে
আইজকা হাতে হামরায় ব্যাটা
মাও হন হামারে ।
(অই আহা রে)
এই কতা শুনিয়া এজিয়ার
মোনে দয়া হইলো
আজার আগোতে কতা
কবার যে নাগিলো ।
(অই আহা রে)
ক্ষেমা করো ওহে আজে
দোষ নাই এমারে
তোমার কপালোত্ নেইক্চে আল্লা
বিয়ার যে আইতে ।
(অই আহা রে)
যে জোন হইলো দুষি
তারে বিচের করো
দুষিকে ছাড়িয়া ক্যানে
পোজ্জাক আগে মারো ।
(অই আহা রে)
এই কতা শুনিয়া আজায়
দুই চক্ষু ফুলিয়া
চিতা বাগের নাহান আজা
উটিলো গাজ্জিয়া ।
(অই আহা রে)

ওটো রে নগোরবাসী
না কান্দিও আর
ক্ষেমা করিয়া দিনু মুই
তোমার অপোরাদ ।
(অই আহা রে)
যে জোনে ধরিলো মোরে
ভিক্কা করিতে
বন্দী করিয়া করো হাজুর
পলোকের ভেতোরে ।
(অই আহা রে)
শোনার সাতে নগোরবাসী
উটিয়া দউড় দিলো
বানদিয়া সেই মহাপাপীক্
হাজুর যে করিলো ।
(অই আহা রে)
তার পাচে করিলো হুকুম
যাও গারেদখ্যানার ঘরে
ফকির উপে দেওয়ান ব্যাটা
বন্দী কারাগারে ।
(অই আহা রে)
এ্যামোন করি আইনবে ব্যাটাক
বন্দী যে করিয়া
চউকের পাজলানের সাতে সাতে দিবেন
হাজুর করিলে ।
(অই আহা রে)
দউড়িয়া নগোরবাসী
গারোদখ্যানাত্ গ্যালো
দেওয়ানোক দ্যাকি নগোরবাসী
গোসাতে জ্বলিলো ।
(অই আহা রে)
গালাতে নাগেয়া জিন্জির
টানিয়ায় যে নিলো
য্যামোন করি মরা কুত্তাক্
ফ্যালে দিবার গ্যালো ।
(অই আহা রে)
পস্তার ওজনের ঘাটা তামারা
এ্যাক পাজলানোতে গ্যালো

ছিঁড়িয়া গালার হার
খাসি খালার নাহান হইলো ।
(অই আহা রে)
হাজুর করিলো যকোন
বাশার দরবারে
গোসাতে বাশার শরীল
নাগিলো কাঁপিতে ।
(অই আহা রে)
হুকুম দিলো অইনা রে বাশা
কোটালেরো তরে
এ্যাকদিনে মারিলে মোনের সাদ
না মিটিবে মোরে ।
(অই আহা রে)
নম্‌বা এ্যাকটা সিঁড়ি গাড়ো
নাকারী ঘরের আগে
নোয়ার ব্যায়ার ব্যাটন বান্দো তাকে
গালা আরও পায়ে ।
(অই আহা রে)
কতো জোন আচে মুচি
আমারো মুল্লুকে
কার কার আচে শুয়ার
তাক নিয়া আইসো দরবারে ।
(অই আহা রে)
বারাইলো এ্যাকে ঘর মুচি
চীনেরো শওরে
হাইস করি সেই মুচি ব্যাটায়
এ্যাকেটা শুয়ার পালে ।
(অই আহা রে)
বান্দিল দ্যাকো সেই শুয়ার আনি
আর এ্যাকটা সিঁড়িতে
কোটালোক্ হুকুম দিলো তকোন
জ্বলিয়া গোসাতে ।
(অই আহা রে)
নিত্তি পাল্লা ন্যাও দেওয়ান
জোগাড় করিয়া
পত্তাদিনে এ্যাক স্যার গোস্ত
দিবেন নাপিয়া ।
(অই আহা রে)

দুদ দই যা দিবেন
খাবের বুলি তাকে
খাতে সেই পাপী ব্যাটা
না মরে অলপোদিনে।
(অই আরে রে)
সেই কাটা ঘাওয়োত্ তার
অই স্যার নুন মাপিয়া
কাটা ঘায়োত্ নাগেয়া দিবেন
পটি যে বান্দিয়া।
(অই আহা রে)
এ্যামুনি দ্যাকো করিলো সাজা
দেওয়ান আজার তরে
ঘুরিয়া ফির হুকুম দিলো আজায়
যে জোনে আইন্‌চে ধরে।
(অই আহা রে)
হুকুম দিলো অইনা রে আজা
শিক আনো উট্‌কিয়া
সেই শিক আইগ্‌নোত্ খুঁসি দিয়া
পরোম ন্যাও করিয়া।
(অই আহা রে)
দুই হাতোতে হাজার ট্যাকা
বান্দিয়ায় যে দিবে
নাল করিয়া গরোম শিক
মুকোত্ সন্দেয়া দিয়া।
যতোদিন না মইরবে ব্যাটা
এই কামো করিবে
নগোরবাসীক ডাকেয়া তুমি
এই কতা বলিবে।
(অই আহা রে)
যাও বাওয়া নগোরবাসী
তোমরাওলা সগ্‌লে যাও ঘরে
সাবধানে চইল্‌বেন সগলে
মোনো যেন থাকে।
(অই আহা রে)
বিদ্যায় হয়া নগোরবাসী
ঘরোত্ চলিয়ায় গ্যালো
মহোল বুলিয়া আজা তকোন

ঘাটা যে ধরিলো ।
(অই আহা রে)
এজিয়ার আগোত্ কয়
কটই মোর কমলা
যার জন্যে এ্যাত্ দুক্কো
দ্যাকো তার জনোম ভরিয়া ।
(অই আহা রে)
ঘরের ভেত্রোত্ গ্যালো বাশা
হাসিতে হাসিতে
দ্যাকে যে দেওয়ানের আনি
কান্দে জারে জারে ।
(অই আহা রে)
দ্যাকিয়া জ্বালিলো বাশা
আগুন য্যামোন
ক্যান রে বইতালী বেটিছাওয়া
তোর ভাতারোক্ না কন্নু বারোণ ।
(অই আহা রে)
জেবোনের জেবোন মোর
অসমতি ছারভান
পঁচিশ বচ্চোর তাকে
বন্দী করি যায় থোন ।
(অই আহা রে)
হুকুম দিলো ব্যালদারের আগোত্
ন্যাহোনা বান্দিয়া
করাটোত্ চিরিয়া তাকে
ফ্যালাব দুইখ্যানো করিয়া ।
(অই আহা রে)
বসিলো পালোঙ্কেত্ আজা
হাসি খুশি মোনে
সাইজব্যার নাগিলো ছারভান
বসিয়া নেরোলে ।
(অই আহা রে)
আচিলো আমাবইস্যার আত্রি
ঘুট ঘুটা আন্দার
ছারভান ছারভান বুলিয়া আজায়
ডাকায় বারে বার ।
(অই আহা রে)

ওটো ছারভান ধরো উপ
কমেলা ছাড়িয়া
তোমার সোয়ামি তোরে জন্যে
মরে বুজি কান্দিয়া ।
(অই আহা রে)
পঁচিশ বচ্চোর হাতে কইন্যা
এ দুক্কো করিনু
কপালোত্ আচিল বুলিয়া
ঘুরিয়া দ্যাকা পাই ।
(অই আহা রে)
কি কইরবে অসের ছারভান
অসের হাসিমুকে
ছাড়িয়া তকোন কমেলা উপ
নিজের মুত্তি ধরে ।
(অই আহা রে)
আঁদার আইতোতে য্যামোন
দেওয়ায় চিলকি মারে
তাই ধেরান জনিয়া কইন্যা
খাড়া হইলো সোয়ামির আগে ।
(অই আহা রে)
মহোল হাতে ছয় মাইল ভাইরে
ওশনাই হয়া গ্যালো
এ্যাত্ উপ আল্লা তাল্লায়
অসমণির গাওয়োত্ দিলো ।
(অই আহা রে)
দ্যাকিয়া ছারভান বিবিক
কোলোত্ তুলিয়া নিলো
পঁচিশ বচ্চোরের দুক্কো
তাতে নেবারণ হইলো ।
(অই আহা রে)
সুকোতে আইজ্জো করে বাশা
দুই বা কইন্যাক নিয়া
নুরানু ভানুর কতা তাই
গ্যালো রে ভুলি য়া ।
(অই আহা রে)
না যায় বাইরোতে আজা
তাই না করে বিচার

ছারভানের উপে মত্তো হয়া
দেওয়ানের ওপরোত্ দিলে বিচেরের ভার ।
(অই আহা রে)
এ্যালা এইসব কতা
ছাড়ান দিয়া যাই হেতা
নুরানু ভানুর দুক্কের কিছু
শোনেন কতা হে ।
(অই আহা রে)
যেইদিনো খোরাশান শাহা
ব্যালগাচ করি কইন্যাক আকিল সেতা
সিদিন হাতে কান্দে কইন্যা
কয়া কতো কতা হে ।
(আরে ও দেওয়ানো হে
আরে মাদব)
কান্দা কইন্যা গাচ উপে
ঝর ঝর করি চউকের পানি পড়ে
চউকের পানিতে দ্যাকো
হয়া গ্যালো নালা হে ।
(আরে ও দেওয়ানো হে
আরে মাদব)
(ভাইরে) দ্যাগ্দ্যাগ্ কইরতে গাচ বড় হইলো
সেই গাচোতে ফুল ধরিলো
ধরিলো সেই গাচোত্ ব্যাল
ঝকে আরও ঝকে হে ।
(আরে ও দেওয়ানো হে
আরে মদাব)
যিদিন গাচোত্ ফুল ধরিলো
যইবোন জ্বালায় জ্বলিয়া উটিনো
বাইরগবার না পারে তাই
ভাতারের শাওশারাপে হে ।
(আরে ও দেওয়ানো হে
আরে মাদব)
কাঁইদব্যার নাগিলো কইন্যা ব্যাল উপে
কইন্যা গ্যালো গোসাতে জ্বলে
গাচ হাতে অইনা কইন্যা
বইসে ফুলের মাজে হে ।
ফুলের মইদোতে বসিয়া কইন্যা
কান্দে সোয়ামির নাম ধরিয়া

কইন্যার চউকের পানিতে
চউক যায় ভিজিয়া হে।
(ভাইরে) অই শওরোতে এ্যাক
কাটুরিয়া আচিলো
দুই বেটি তার ঘরোত্ হইলো
বারো বচ্চোর বসে যোবোতি হইলো হে।
কাটুরিয়া গরিব আচিলো
কাট ব্যাচেয়া জেবোন বাঁচাইলো
দুক্কো করিয়া কাটুরিয়ায়
পালেন দুই বেটিকে হে।
এ্যাকদে বোসে দুই বইন তামরা
প্যাটের ভোকে হুঁশহারা
প্যাটের ভোকোতে দোন বউন যায়
ব্যাল পাড়িব্যারে হে।
দুই বইন যায় হাত ধরিয়া
ফুলোত্ বসি দ্যাকে কইন্যাক্ নজোর করিয়া
প্যাটের ভোকোতে কান্দে কইন্যা
ঝর ঝর করিয়া হে।
গাচতলোত্ দুই বইন গ্যালো
চইত মাসের অইদের তাপ হইলো
ঠাণ্ডা হবার বুলি বইসে দুই বইন
অইনা গাচের তলোতে হে।
ছোট বইলে ডাকেয়া কয়
শোনেক দিদি মোর মোনে কয়
এ্যাতার বড় হইনো দোনবইন
হামার বিয়া ক্যানে না হয় রে।
যদিকেল বাপে বিয়া দিতো
প্যাটের ভোক নিবিয়া যাইতো
আর কতপা দিন থাইক্‌পো হামরা
প্যাট-শুটকি নাগিয়া হে।
বড় বইনে কয় শোনেক দিদি
বাপ হইলো মোর গরিব বুলি
গরিব বুলিয়া হামাক
না করে কেউ বিয়া হে।
ছোট বইনে কয় শোনের দিদি
এ শওরোত্ নাই ফইক্‌রের বাড়ি
ফাইক্‌রের হাতে বাপে হামাক

দ্যায় না ক্যান তুলিয়া হে
ভোকের জ্বালা বড় জ্বালা
সাতদিনে খাই এ্যাকে ব্যালা
শুনচি বাপের মুকে
ফইকরে খায় দুই ব্যালা হে।
এ্যাতেক কতা দুই বইনে কয়
ওপোর হাতে কইন্যায় শুনব্যার পায়
গালাতে আচিল কইন্যার
নক্কোট্যাকার হারো হে।
সেই হার খসেয়া হাতে
ফ্যালেয়া দিলো দুই বইনের আগে
মালা দ্যাকি দোন বইন
কাঁপে দল দল করি হে।
এই জংগোলের ভেত্‌রোতে
নোকজনে না আইলো না বসোত্‌ করে
নক্কোজনে হার আইলো
কোন বা জাগা হাতে হে।
ওপরোতে চায়া দ্যাকে
কইন্যা বসি এ্যাক ফুলের মাজে
চউক হাতে পানি কইন্যার
দড়দড়েয়া পড়ে হে।
কউন্যায় কয় তোমরা দোন বইন
সাত দিনের উপোবাসে জুড়চেন কান্দোন
চইদ্দো বচ্চোর হাতে মোর
ওদ্দোরোত্‌ না যায় খানা হে।
চইদ্দো বচ্চোর অনাহারে
বসিয়া কান্‌দো নেরজোন বোনে
চউকের পানিতে মোর
হয়া গেইচে নালা হে।
এই কতা শুনিয়া দোন বইন
কান ধরিয়া কয় তকোন
না খামো খানা আর
থাইক্‌তে জেবোন হে।
চইদ্দো বচ্চোর না খায়া
তাতো আচো ফুলোত্‌ বসিয়া
এই গাচের ব্যাল না খামো হামরা
হাঁটো যাই চলিয়া হে।

গালার মালা হাতোত্ নিয়া
গ্যালো দুই বইন বাড়িত্ চলিয়া
দিলো নক্কোট্যাকার হার
বাপোকে ডাকেয়া হে।
(ভাইরে) যকোনে হার করি কাটুরিয়ায় দ্যাকে
হায় হায় করি দলদলে কাঁপে
শুনচি এ্যাকখ্যান মালা
সাত বা আজার ধনো হে।
তোম্‌রা দুই বইন কটই গেইলে
এই সোনার মালা কাইবেন দিলে
নক্কোট্যাকা দাম হইবে মালার
বুজনু মুই অনুমানে হে।
মালা হাতোত্ নিয়া কাটুরিয়া
বউয়োক স্যালায় কয় ডাকিয়া
আইজকা হাতে গ্যালো দুক্কো
এই জলোম ছাড়িয়া হে।
চলিয়া যায় আজার বাড়ি
এই মালা নিয়া আইসো বিকইর করি
বসিয়া খামো হামরা
সারা জেবোন ভরি হে।
(ভাইরে) যকোন খড়িকাটায় এই কতা কয়
হাইসতে হাইতে দ্যাকো বউয়ে মালা নিয়া যায়
এ্যাকদিনের ঘাটা বউয়ে
হাঁটিয়া গ্যালো এ্যাক পহোরে হে।
গ্যালো খড়িকাটনি আজার মহোলে
দ্যাকে আনি বসিয়া আচে
পাঁচজোন দাসী হাওয়া করে
আনার উপোতে ঘর ঝলমল ঝলমল করেহে।
দুই বা হাতে ছালাম করে
খাড়া হইলো খড়িকাট্‌নি জোড় হাতে
দ্যাকিয়া দয়ার আনি
নাগচে পুচিব্যারে হে।
কি কামে কুতা যাও
জোড় হাতে ক্যানে খাড়া হও
কি কতা কও বেটি
হামাক কও না ভাঙ্গিয়া হে।

শোনেক মাও মোর পাটেশ্বরী
বেপোদোত্ পড়ি আইচো মুই তোমার বাড়িত্
সোনার মালাখানা
কইব্যার বুলি বিকরি হে।
যকোন মালা হাতোত দিলো
দ্যাকিয়া আনি ধন্দো নাইগ্লো
এদ্যান চমোত্কার মালা নাই
এই বা জগোতে হে।
মালার মইদে নজোর করে
সোন্দোরী কইন্যার ছবি দ্যাকে
ছবি দ্যাকিয়া আনি
ধন্দো নাগিয়া আইলো হে।
হ্যানসোমে আজার কুমার
মাও জননীর আগোত্ যায়
মালা দ্যাকিয়া কুমার
মাও জননীক বলে হে।
দ্যাকো মালা দেও তো মোরে
এদ্যান মালা নাই দ্যাকো কোন কালে
মালা হাতোত্ নিয়া কুমার
দ্যাকে ভালো করিয়া হে।
হ্যান উপবতী নারী উপ দ্যাকিয়া মরি মরি
কুন্দতে বানাইচে যেন সোনার পুতুলা হে।
মায়ের আগোত্ কিচু না কয়া
তা দ্যাকিয়া অই বা আনি
না কয় কোন কতা হে।
নক্কোট্যাকা গণিয়া দিলো
খড়িকাটনি বিদ্যায় হইলো
মালাত্ ছবি দ্যাকিয়া কুমার
পাগোল হয়া গ্যালো হে।
বাওয়া কি কইরবে আজার কুমার
ভাবে মোনে মোনে
দিনে আইতে কইন্যা ছবি
দ্যাকে তাই আউটালে।
(আরে ও আহা রে)
সেউ জাগা হাতে গ্যালো কুমার
বাউরা যে হইয়া
বাঁশের বাঁশি এ্যাক কুমারে

নিলো যে বানাইয়া ।
(আরে আহা রে)
বাঁশি বাজেয়া আজার কুমার
ফেরে তাই জংগোলে জংগোলে
বাউরা হয়া ব্যাড়ায় কুমার
ইতি হাতে উতি হাতে ।
(আরে আহা রে)
এ্যাকদিন দ্যাকো আজার কুমার
জংগোলোতে গ্যালো
নিরালা বসিয়া বাঁশি তাই
বাজবারে নাগিলো ।
(অই আহা রে)
বাঁশির সুর শুনিয়া কইন্যা
ফুলের ওপোরোত্ বসিয়া
সারা শরীলে যইবোনের জ্বালা তার
ওটে যে জ্বলিয়া ।
(অই আহা রে)
কি কইরবে যোবোতি কইন্যা
তাই সবারে না পারে
কবার নাগিলো গান এ্যাক তাই
বসিয়া ফুলোতে ।
(অই আহা রে)
গান শুনিয়া দ্যাকো রে কুমার
ভাবে রে মোনে মোনে
এই নেরজোন জংগোলোত্ কাইবেন
গান শুনাইলো মোরে ।
(অই আহা রে)
ডাইনে বাঁয়ে দ্যাকে কুমার
আগে আরও পাচে
কোন দিকি না দ্যাকি নোজন
ভাবে মোনে মোনে ।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)
ওপরোতে দ্যাকিলো কুমার
কাল্লা যে তুলিয়া
শিমলা ফুলের নাহান এ্যাক কইন্যা
আচে রে বসিয়া ।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)

ডগমগ করে সেই কইন্যা রে
জবাফুলের মোত
আহা রে পাণের কইন্যা
তোকে ক্যামোন করিয়ায় পাবো ।
(মরি হায় হায়, হায় ওরে)
হাতের বাঁশিকোনা ফ্যালে দিলে কুমার
গুয়ামরি হাসিয়া
উটিল দ্যাকো তাই ব্যালের গ্যাচোত্
কমোর যে বান্দিয়া ।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)
কুমারে কয় হায় মোর আল্লা
পড়নু কি বেপোদে
পাণের পতি বাঁচি থাইক্তে মোর
সতী বুজিকেল মারে ।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)
ছাড়িয়া দ্যাকো সেই কইন্যার উপরে
নিজের ভ্যাশ যে বদলেয়া
ব্যালের গাচোত্ সতী কইন্যা
অইলো যে মিশিয়া ।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)
দ্যাকিয়া সেই আজার কুমার
সেত্তেই পইলো যে টলিয়া
আহা মোর পাণের কইন্যা
তুই গেলু মোক ছাড়িয়া ।
(মরি হায় হায় হায় ওহে)
কাই বেন জানে কেটা তুই
দেও দানোব কি পরি
নেশ্চয় নেশ্চয় হবু কইন্যা তুই
স্বর্গের বিদ্যাধারী ।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)
সেই দিন হাতে কুমার দ্যাকো
বসিল্ সেই গাচের তলে
এ্যাক বইস্নাতে অইনা কুমার ভাই
এ্যাক্কেবারে বারো বচ্চোর থাকে ।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)
চেকোন ব্যালের গাচ আচিল ভাইরে
মোটা হয়ায় যে গ্যালো

শিপাতে কুমারের গাও
খিচিয়ায় ধরিলো।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)
নিজের শল্লের কুমারে
না আকে খবোর
সউগ সোমে কুমারে কয় খালি
কইন্যা আইসপে ককোন?
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)
এ্যাতেক দ্যাকিয়া কইন্যা
ভাবে মোনে মোনে
আহা রে পানিয়া মরা মোর
দয়া নাই রে তোরে।
(হায় হায় ও, ওহে)
ছিঁড়িয়া গাচের ব্যাল এ্যাক
ট্যাক ভাঙ্গিলে হাতে
তুলিল দ্যাকো নিজের ছবি
ব্যালেরো ওপোরে।
(হায় হায় ও, ওহে)
নুরানু ভানু ন্যাকিয়া ব্যালোত্
সাগোরোত্ ভাসেয়া দিল
মেন্নতি করিয়া কতা ক্যাবোল
কবার যে নাগিলো।
(হায় হায়ও, ওহে)
সইত্তেরে ব্যাল হবু হবু উজান ধরিয়া
যে দ্যাশোত্ আচে পতি ধরা দিবু যাইয়া।
(হায় হায় ও, ওহে)
হুকুম পায়া ব্যাল যায় উজান ধরিয়া
দুই মাস তক ব্যাল দ্যাকো যায় ভাসিয়া।
(হায় হায় ও, ওহে)
আসিলো এ্যাক সদাগর ভাই
বাণিজ্জো করিয়া
চইদ্দোডিংগা আচিল সাতে তার
যায় নদী ঘিরাও করিয়া।
(হায় হায় ও, ওহে)
ভাইসপ্যার নাগিলো ব্যাল
নদীরে ওপোরে
মানিক বুলিয়া সদাগরে হাতে

তুলিয়ায় নিলো হাতে।
(হায় হায় ও, ওহে)
ঘুরি ঘুরি সদাগরে দ্যাকে
খেয়ালো করিয়া
দ্যাকিয়া কইন্যারো ছবি তাই
গ্যালো রে ভুলিয়া।
(হায় হায়, হায় ওহে)
এই কতা শুনিয়া সদাগর
বেলোম নাই যে করে
মাজির ঘরোক ডাকেয়া কতা
বইল্‌বারে নগিচে।
(হায় হায়, হায় ওহে)
চাপাও চাপাও ডিঙ্গা এই ঘাটোতে
এ্যালায় চলি যাও মুই কইন্যার খোঁজে।
এ্যকটা ব্যাল যেটেই হাতে ভাসি আইল্‌চে
সেত্তেই বুজিল কইন্যার বাগান আচে
সেই বাগানেতে্ গেইলে কইন্যার দ্যাকা হইবে।
ছাড়িলো মাজিমাল্লা সউগ ধনমাল্লা তার
পাগলা হয়া যায় নালোচে কইন্যার।
ছোট এ্যাকনা ডিঙ্গি নিলো সাতে করিয়া
দুইজোন মাজি যায় তার বইটা টানিয়া
দুই মাসের মোতোন নউকা যায় বাইয়া
ব্যালগাচের তলোত্ নউকা গ্যালো চাপিয়া।
ওরে যে দ্যাশোত্ আচিল কইন্যা রে
ও কইন্যা ব্যালের নাহান হইয়া
সেই দ্যাশোত্ গ্যালো সদাগর পাগোল হইয়া।
হায় হায় রে দ্যাকিয়া সেই ব্যালগাচ
সদাগর কন্দে জারে জারে
কোন বা দ্যাশোত্ আচে নুরানু ভানু
মোক সেই খবোর কাইবেন আনিয়া দিবে?
সেইদিন দ্যাকো নুরানু ভানু
কোন বাময়া ছাদে
ধরিয়া তাই নিজের মুত্তি
বসিলো গাচেরো ওপোরে।
দ্যাকিয়া কইন্যারো ছবি
সদাগর চমোতকারো হইলো
ডাকেয়া মাজির ঘরোক্ (ও মোর সদাগর)
বলিতে নাগিলো।

ওরে দ্যাকো দ্যাকো মাজিগণ
দ্যাকনা খেয়ালো করিয়া
কইন্যার উপের আলোতে তামান জংগোল রে
গেইচে যে ভরিয়া।
হায় রে দারুণ বিদি কি হইলো কপালে
দুই মাজিক আকিয়া সদাগর গো
যায় বা নদীর বাতাতে গো।
ওপোনীত হইলো সদাগর
ব্যালগাচের তলে
দ্যাকে কোনঠাকার বা এ্যাকজোন ব্যাটা ছাওয়া
গাচের তলোত্ বসি কইন্যারো ধিয়ানে গো।
বাওয়া কি কইরবে দ্যাকে সদাগর
সাজিয়া তইয়ার হইলো
ধইরবার বুলি কইন্যাকে সদাগর গো
গাচোতে উটিলো।
(অই আহা রে)
বাতাসের সাতে মিশিলো কইন্যা
বিপোদো জানিয়া
ব্যাহুঁশোতে সদাগর পড়ে
ব্যাটাছাওয়াটার গাওয়োতে টলিয়া।
(অই আহা রে)
সাপটেয়া ধরে যোবোরাজে
সদাগরের গালা
এ্যাত্দিন সিন্নিয়া রে কইন্যা
মোকে দিলু তুই দ্যাকা।
(অই আহা রে)
শতে শতে চুমা দ্যায় তার
কপালোত্ আর মুকে
বারো বচ্চোর হাতে বসি আচো কইন্যা
অই যে তোমারো ধিয়ানে।
(অই আহা রে)
মুইপকেয়া ধরিল শাহা সদাগরের বুকে
ঝাংড়া দিয়া সদাগরে তাক গালোতে চড় মারে।
চড় যায় সদাগর দ্যাকো হসোতে আসিলো
সদাগরোক দ্যাকি কতা পুচিতে নাগিলো।
এই জাগার যিগলা কতা
নিলো রে শনিয়া

মোনে মোনে সদাগরে নিলো
বুদ্দি যে করিয়া ।
(অই আহা রে)
অই ব্যালগাচ দ্যাকো সদাগরে
গোড়োতে কাটিয়া
ডিংগাতে নিলো গাচ
বোজাই যে করিয়া ।
(অই আহা রে)
এইনা গাচোত্ গ্যালো কইন্যা
গায়েব হইয়া
যিদিন ধইরবে মুত্তি
সেইদিন ধরিস থাপা দিয়া ।
(অই আহা রে)
আল্লার হুকুম ভাইরে
কাই বেন অদো করে
যে ব্যালোত্ আচিল কইন্যার ছবি
সেই ব্যাল ভাসিয়া গ্যালো ।
(অই আহা রে)
যাবার নাগিলো দ্যাকো সেই ব্যাল
উজানো ধরিয়া
সাতদিনোতে গ্যালো সেই ব্যাল
চীন শওর বুলিয়া ।
(অই আহা রে)
সদাগরে কাটিয়া গাচ রে
চইদ্দো ডিংগাত্ নিয়া
নিজের মুল্লুকোত্ ঘুরিয়া যায় ।
নাওই করিয়া ।
(অই আহা রে)
এ্যাক দেবোসে খোরাশান হজরোত্
বসিয়া দরবারে
হাওয়া খাবার বুলি গ্যালো হজরোত্
অই যে নদীরো বাতাতে ।
(অই আহা রে)
দেওয়ানোক নিয়া হজরোত্
বসিয়া নদীর বাতাতে
শিশু ঘড়িয়াল ভাসে ভাইরে
তারে তামশা দ্যাকে ।
(অই আহা রে)

হ্যানকালে দ্যাকে হজরোত্
নজোর করিয়া
ব্যাল এ্যাক আইস্প্যার নাইগ্চে ভাসি
নদীর উজান মুক ধরিয়া ।
(অই আহা রে)
ধেরে ধেরে চাপিল ব্যাল
খোরাশানের আগে
মাইন্ষের সোমান চলে ঢেউ
তাতো ব্যাল নাই রে সরে ।
(অই আহা রে)
আজায় কয় শোন দেওয়ান
দ্যাকো চউক ম্যালিয়া
ব্যাল এ্যাক চাপিয়া আসি
তাই যায় না ক্যান ভাসিয়া ।
আনো দ্যাকি ওহে দেওয়ান
অওই হাতে ব্যাল যে তুলিয়া
কিসের জন্যে না যায় ব্যাল
অই জাগা হাতে ছাড়িয়া ।
তুলিল দ্যাকো সেই ব্যালখ্যানি
আজার হুকুম পাইয়া
হাতোত্ নিয়া খোরাশান শাহায়
দ্যাকে ভালো যে করিয়া ।
সোন্দোর কইন্যার ছবি
নুরানু ভানু তার নাম
এ্যাতোদিন বাদে কইন্যার কতা মোনোত্ পড়ি
আজা টলিয়ায় পড়েন ।
(আরে ওহে)
আহা মোর নুরানু ভানু
এ্যাতো দুক্কো পাইলে
এই চইদ্দো বচ্চোর মোক
ঘাড়োত্ করি উবাইলে ।
(আরে ওহে)
যিদিন হাতে থুইচো তোক
ব্যাল উপ করিয়া
সোন্দোর বেটিছাওয়া পায়া তোর কতা
গেইচো রে ভলিয়া ।
(আরে ওহে)

মোর পায়ের খালের জুতা
দ্যাও যদিল তোক করিয়া
তাতো তেহইলে থাকিম মু তোর
ধারোতে পড়িয়া।
(আরে ওহে)
মরি গেচনু বাঁচাচিস্ মোক
কতো কষ্টো করিয়া
এ্যাতো দুক্কো দিনু তোক
বুজপ্যার না পারিয়া।
(আরে ওহে)
ছাড়ো ছাড়ো ব্যালের মুত্তি
সাদোন দিনু কাটিয়া
ছাড়িয়া সেই ব্যাল মুত্তি
বইসো এ্যালা নিজ মুত্তি ধরিয়া।
(আরে ওহে)
কইন্যার উপে করো আরাম
ফুলের ওপরোত্ বসিয়া
তোক আইনবার বুলি যাইম মুই
অই যে চউদল সাজাইয়া।
(আরে ওহে)
যকোন দ্যাকো খোরাশান শাহায়
এই কতা বলিলো
ছাড়িয়া দ্যাকো ব্যাল মুত্তি তাই
মানুষ উপ ধরিলো।
(আরে ওহে)
আচম্বিতে সদাগরের নাওয়োত যেন
আগুন উটিল জ্বলিয়া
মাজি মাল্লা পড়িল টলিয়া
কইন্যার উপ দ্যাকিয়া।
(আরে ওহে)
কইন্যা দ্যাকি সদাগর ব্যাটায়
ধরিল যায়া চাপিয়া
মইদের নউকাত্ নিয়া কইন্যাক্
বসিলো চাপিয়া।
(আরে ওহে)
বেপোদ দ্যাকিয়া অইনা কইন্যায়
কতো ভ্যাশোক্ করে

সদাগরে দ্যাকো ভাইরে
কিচুই তাক না মানে।
(আরে ওহে)
এ্যাক সোমে ধরে হাতখ্যানি
আর এ্যাক সোমে ধরে গালা
কোন সোমে দুই দুধ ধরি
মুক্কোত্ মারে চুমা।
(আরে ওহে)
কইন্যায় কয় হায় মোর আল্লা
এই কি ভাতারের দয়া
এ্যাতো বাদে উদ্ধের করি
মোক সদাগরের হাতোত্ দ্যায় তুলিয়া।
(আরে ওহে)
শোনেক শোনেক শোনেক সদাগর
কও সইত্যে করিয়া
তিন মাস বাদে মানের হাউস মুই
নেশ্চয় দেইম পুরা করিয়া।
(আরে ওহে)
তিন মাসের ভেত্রোতে সদাগর
বাপ হইস তুই মোরে
ইয়ার ভেতরোত্ মোর গাওয়োত্
হাত না দিবু ওরে।
সদাগরে কয় এই তিনো মাস
কাদ্দিনে বেন যাইবে
এ্যালাও যে বাড়ি যাইতে মোর
ছয়মাসো নাগিবে।
(আরে ওহে)
আল্লায় যাকে বাঁচায় ভাইরে
কাই মারিবার পারে?
বাঁচাইলো এজ্জোত্ আল্লায়
সদাগরের হাত্ হাতে।
(আরে ওহে)
চইদ্দো ডিংগা যায় সদাগর
নাওই যে করিয়া
ডাকুনি বুড়ির ঘাটোত্ ডিংগা
নাগিলো যে যাইয়া।
(আরে ওহে)

হুকুম করে সদাগরে
মাজির ঘরে আগে
বান্দো নউকা ঘাটোতে।
বাণিজ্জো করিতে।
হুকুম পায়া মাল্লাগণ
নউকা যে বান্দিনো
এ্যাক দুই করিয়া যে সদাগরের
সাত বা দিনো গ্যালো।
(আরে ওহে)
ডাকিনীরো ব্যাটা এ্যাকো
চাদরাহা নাম তারে
দ্যাকিয়া দ্যাকিয়া অওশন ভানুক
আশেক হয়া গেইচে।
(আরে ওহে)
মোনে মোনে কয় চাঁদো
কি কইর্‌বেব এ্যাকোন
কোন ছলে সদাগরোক্
পটেয়ায় বা দেমো।
(আরে ওহে)
এ্যাক দেবোসে চাঁদরায় সদারোক বলে
ট্যাকায় পাঁচ ট্যাকা নাব চীনেরো শওরে।
(আরে ওহে)
হেঁটেই হাতে এ্যাক কোশ
চীনের আজার বাড়ি
নউকা এত্তেই থুইয়া তোমরা
সদাগরের বাড়িত্ যাও চলি।
(আরে ওহে)
কতা শুনি সদাগরে
না পারে বুজিতে
মাজি মাল্লাক নিয়া মাতে
যায় বা আজ বাড়িতে।
(আরে ওহে)
দশজোন মাজিকে থোয়
কইন্যারো পাহারা
ছাড়িয়া কইন্যাকে সদাগর
করিলো আজ বাড়িতে যাত্‌রা।
(আরে ওহে)

হ্যানকালে চাঁদরায় কোনবা কামো করে
জিয়াপোত্ করিলো চাঁদে মাল্লাগণের তরে
(আরে ওহে)
কইন্যাকে আকিয়া রে মাল্লা
যায় বা চাঁদের বাড়ি
অইন্নো পাক হাতে ঘুরি আসি চাঁদ
কইন্যাকে নিলো কাড়ি ।
(আরে ওহে)
ধরিয়া কইন্যারো হাত জোরে নিয়া গ্যালো
আনু ঝানু হয়া কইন্যা কান্দিতে নাগিলো ।
(আরে ওহে)
বসিয়া আচিল মাল্লাগণ বাইরা বাড়ির পরে
শুনিয়া কইন্যারো কান্দা দউড়িয়ায় না আইসে ।
(আরে ওহে)
দ্যাকে কইন্যাক আইন্বার চাঁদে
জুলুম যে করিয়া
বন্দুক হাতে মাল্লাগণ
নিলো রে ঘিরিয়া ।
(আরে ওহে)
হাতোত্ আচিল চাঁদের
আড়াই হাত এ্যাক ছুরি
এ্যাক্কে চোটে নয়জোন মাল্লার
কাল্লা দিলে তাই কাটি ।
(আরে ওহে)
আচিলো এ্যাকজোন মাল্লা
তাই পলেয়ায় চলিলো
ডিংগাতে যায়া মাল্লায়
নাও ভাসেয়া দিলো ।
(আরে ওহে)
কাইন্তে কাইন্তে মাল্লা যায়
দরিয়ার বাতা দিয়া
চীনের আজার কোটানে তাক
নিলো আটোক করিয়া ।
(আরে ওহে)
এ্যালা দ্যাকো ইগলো রে কতা
আইলা ভালে রে ভালে

সদাগরের কতা কিচু
শোন ভাই সক্কলে।
(আরে ওহে)
বসিয়া আচিল চীনের আজা
দরবারেরো মাজে
ছালাম করে সদাগরে দ্যাকো
দো হাতো তুলে।
(আরে ওহে)
আইন্নো জাগার সদাগর মুই
শোনেক জাঁহাপনা
হুকুম করো করো কিচু
মাল বেচাকেনা।
(আরে ওহে)
শুনিয়া চীনেরো আজায়
অসিদ ফাড়িয়ায় দিলো
তামিদ নিয়া সদাগর তকোন
ঘাটোতে চলিলো।
দ্যাকে যায়া এ্যাকজোন মাল্লা
কানদে জারে জারে
এই কন্যা নাই দ্যাকিয়া সদাগরে
টলিয়ায় পড়ে যে জমিনে।
(আরে ওহে)
আল্লায় কয় শোন সদাগর
চাঁদো যারো নাম
জুলুম করিয়া নিয়া গেইচে তাই
তোমারো জেবোন।
(আরে ওহে)
আচিলো দশজোন মাল্লা
তাই নয়জোন কাটিয়াচে
জেবনের ভয়োতে মুই
আনু যে পলায়ে।
(আরে ওহে)
শুনিয়া সদাগর দ্যাকো
ঘুরিয়ায় চলিলো
চীনের বাশার আগোত্ সদাগরে
নালিশ করিলো।
(আরে ওহে)

কবিলা আচিল মোর
নউকারো ওপোরে
তোমার পোজ্জা চাঁদোয় তাক
জুলুম করিয়া নিচে।
(আরে ওহে)
শোনার সাতে চীনের বাশায়
(পাইক পটেয়া দিলো)
কইন্যা ভায় চাঁদো সাহাক্
হাজুর করিলো।
(আরে ওহে)
আজায় কয় শোন চাঁদো
কইন্যাক কইট্ই পাইলে
ছোটোর সোমে কইরচো বিয়া
বউ হয় যে মোরে।
কাপোড় ধুবার বুনি বউ মোর
নদীর ঘাটোত্ গ্যালো
জোর করি সদাগর ব্যাটায়
নউকাতে তুলিল।
(আরে ওহে)
কাইটচে মোর নয়জোন মানুষ
গোসা দিলো হয়া
অপরাদ করিয়া ক্ষেমা
বিচের দেও করিয়া।
(আরে ওহে)
সদাগরে কয় শোন আজা
অদমের নেবেদন
কইন্যাকে কন স্বামী কেটা?
কি কয় এ্যাখোন?
(আরে ওহে)
আজায় পোচে শোন রে কইন্যা
কেটা হয় তোর স্বামী?
এই হয় না অই হয়
কও তাক সইত্য করি
(আরে ওহে)
যকোন খাড়া হইলো কইন্যা
চীনের বাশার আগে
চিনব্যারে পারিলো কইন্যা

সোয়ামি তাহারে।
(আরে ওহে)
কইন্যা কয় শোন বাশা
কও যে তোমারে
মুক ঢাকিয়া কয় কতা
শাড়িরো আঁচোলে।
(আরে ওহে)
কারে হাতোত্ না দ্যান তোমরা
এই নেবদন
তোমার মহোনোত্ আকিয়া আগে
এজ্জোত্ বাঁচেয়া ন্যান।
(আরে ওহে)
কন দ্যাকি সোয়ামির নাম কি?
আকিবো ন্যাকিয়া
সেজোন আসিলে দেইম
তার হাতোত্ তুলিয়া।
(আরে ওহে)
চীন শওরোত্ আচে বাশা
খোরাশান হজরোত্ নাম
তারে করিলা হও
নুরানু ভানু নাম
(আরে ওহে)
ব্যাল গাচ হয়া মুই
বারো বচ্চোর কাটানু
তিন মাস আগে সদাগরের হাতোত্
বন্দী হয়া গেনু।
(আরে ওহে)
এই কতা শুনিয়া বাশা
হ্যাট বা মাতে থাকে
নুরানু ভানু চলিয়া গ্যালো
অন্তোষ পুরের মাজে।
(আরে ওহে)
কাছারি ভংগো দিয়া আজা
মহোলোতে গ্যালো
নুরানু ভানু বুলিয়া আজায়
চিনব্যারে পারিলো।
(আরে ওহে)

দুই বিবি আচে ঘরোত্
এজিয়া-ছারভান
এ্যাক্কেবারে দুইজোনের কতা
ভুলিয়ায় যে যান।
(আরে ওহে)
দুক্কেতে কাটিয়া কইলো কইন্যার
এ বিশো বচ্চোর
শ্যাষের সোমে সঁতার দিনু
সুকেরো সগোর।
(আরে ওহে)
নুরানু ভানুর গব্বোতে ভাই
তিন বা ব্যাটা হইলো
খুশির সাতে তামার দিন
যাবারে নাগিলো।
(আরে ওহে)

[বন্দনা গান]
পোততোমে বন্দিনু পোবু হে[১]
চরোণ দুইখ্যানি
তার পাচে[২] কনদিনু মুই
নবিজির চরোণখ্যানি।
(হায় ওহে)
ও, ও, মা জননী
নবিজির চরোণখ্যানি।
(হায় ওহে)

ডাইনে স্বরের সতী বন্দী হে
বায়ে গঙ্গা দেবী
ওরে দয়া করিয়া আইসো মোর জননী
বেপোদোতে[৩] পড়্চি আমি।
(হায় ওহে)

তুমি যদিকেল না করো দয়া মা
এই পুতরোকে তোমার
তুমি কিনা জানো মা মোর
জননী হও মোর।
(হায় ওহে)

আইসো মা মোর স্বরের সতী
অতে করিয়া ভর[৪]
ছত্তিশকুটি দ্যাবোতা[৫] মা
তাবেতে[৬] তোমার।
(হায় ওহে)

তোমার নামো নিয়া মা মোর
বেনা নিনু রে হাতে
মস্তগোত বসিয়া মা মোর

গান জোগেয়া দে[৭]
ও মোর জননী
গান জোগেয়া দে ।
(হায় ওহে)

তোমার ব্যাটায় পায় যদি নজ্জা মা
ভরা সবার মাজে
কিবা জবাব দিবু তুই জননী
দ্যাবোগণের আগে ।
(হায় ওহে)

আইসো মা মোর কালপাতারি[৮] মা
তোমার ছাওয়ার আগে
দশজোনে কইরচে সবা মা
তোমরা দ্যাকো নিজো চউকে ।
(হায় ওহে)

ওরে চন্দরো নামে এ্যাক আজা
তোমার বরো পায়া
দ্যাবোগণেক কচ্চিল বন্দী
বেশ্যামেত্রের বোনোত যায়া ।
(হায় ওহে)

সেইদ্যান[৯] করি বান্দি করি দেও মা
হেঁটেই মানুষ যতোজন
মোর গান শুনি যেন জননী
ধন্দো হয়া অন[১০] ।
(হায় ওহে)

ওরে নাম ধরি বনদোনা কইতে মা
সোমায়[১১] চলিয়া যায়
কুটি কুটি ছালাম নিবু মা
ও ছালাম দ্যায় যে ব্যাটায় ।
(হায় ওহে)

ওরে দ্যাবোগণেক ছালাম দিনু মা
জানেয়া দিবেন তারে

চউপাকে বেড়িয়া থাইকপে মোক[১২]
ও জননী বইসো ভেতোরে।
এ্যাতো-শো বনদোনা কইতে মা
যাই করিবে মানা
গাদিনী তার নানি রে
গাদা তারে নানা।

(হায় ওহে)
সগলে মিলি[১৩] আইসো জননী
আসোরোত চলিয়া
দয়া করিয়া অদোম ছাওয়াক্
কোলোত নেও তুলিয়া।
(হায় ওহে)

তোমার গান ও জননী
তোমরায় যাইবেন কয়া
আসোরোত্ ধরিনু গান
তোমার নামটি নয়া।
(হায় ওহে)

পালা শুরু
জিরাত শওরোত আচিল রে
নিমাই আজা নাম
বাগে আর ছাগলে এ্যাক
নদীতে পানি খান।
(হায় ওহে)

ওরে চোর চুড্ডা[১৪] নাহি রে
তাহারো মুল্লুকে
গরিব বুলিয়া সেই বা আজায়
নাহি জানে কাকে।
(হায় ওহে)

তিন আনির ছোট আনি হে
তাহার গব্বের পরে
তাজেল বাহাদুর জলমে দ্যাকো
চাঁদ বরাবরে।
(হায় ওহে)

যিদিন[15] দ্যাকো অইনা ছাওয়া হে
জইমনোতে পড়িলো
সেইদিন হাতে[16] নিমাই আজা তাক
আইজ্জো[17] ভারো দিলো
ও মোর বিদাতা —
আইজ্জো ভারো দিলো ।
(হায় ওহে)

দিনে দিনে বাড়ে বাহাদুর
মায়েরো কোলেতে
পুরী হাতে[18] তাজেল বাহাদুর
না যায় রে বাইরোতে[19]
ও মোর বিদাতা —
না যায় রে বাইরোতে ।
(হায় ওহে)

বারো বচ্চোর হইলো রে বাহাদুর
দ্যাকিতে দ্যাকিতে
নিমাই আজা ডাকেয়া কতা
ব্যাটার আগোত্ বলে ।
ও মোর বিদাতা —
ব্যাটার আগোত বলে ।
(হায় ওহে)

শোনেক বাওয়া[20] তায়জল বাহাদুর
মুই বলো তোমারে
আইজা হাতে[21] জিরাতের বাশ্শাই
সঁপিনু তোমারে
ও মোর বিদাতা —
সঁপিনু তোমারে ।
(হায় ওহে)

এই কতা শুনিয়া বাহাদুর
হাসে মোনে রে মোনে
ছায়েদ বুরিয়া দোস্ত এ্যাক তার
বামোত্ খাড়া হইচে[22] ।
ও মোর বিদাতা—

বামোত খাড়া হইচে
বাপের আগোত[২৩]
মেন্নতি করিয়ার[২৪]
শোন বাপধন অদমের মেন্নতি
শোন মোন দিয়া।
(হায় ওহে)

মুই বসিম আজ তকতোত
দোস্ত থাইকপে[২৫] মোর চায়া
কোন নজ্জাতে[২৬] করিম মুই বাশ্‌শাই
দোস্তকে আকিয়া
ও মোর বিদাতা —
দোস্তকে আকিয়া।
(হায় ওহে)

তকোন দ্যাকো নিমাই আজা রে
ভাবে মোনে মোনে
দুই ভাগ করিয়া আইজ্জো
দিলো দুই জোনাকে
ও মোর বিদাতা —
দিলো দুই জোনাকে।
(হায় ওহে)

তায়জলে কয় শোন বাপজন
মোর বা কতা ন্যাও
দোস্তর নামোতে আইজ্জো
ন্যাকিপড়ি দ্যাও[২৭]
ও মোর বিদাতা —
ন্যাকিপড়ি দ্যাও।
(হায় ওহে)

মুই বা থাকিম উজির হয়া হে
খুলিয়া কও তোমারে
তিসিন্নিয়া[২৮] জাইনবে মাইনষে মোক
দয়ালু-দাতা বইলে।
(হায় ওহে)

এই কতা শুনিয়া নিমাই হে
মাতা হালেয়া থাকে
ন্যাকিয়া দিলেন তামান আইজ্জো
ছায়েদেরো নামে
ও মোর বিদাতা —
ছায়েদেরো নামে ।
(হায় ওহে)

উজির হয়া থাইকপ্যার নাগিলো[২৯] তায়জল
ছায়েদের দরবারে
কিছুদিন বাদে নিমাই আজা
এ দুনিয়া ছাড়ে
ও মোর বিদাতা —
এ দুনিয়া ছাড়ে ।
(হায় ওহে)

এ্যাকদিন দ্যাকো ছায়েদ রে
দোস্তর আগোত কয়
হুকুম দ্যাহো[৩০] ওগো দোস্ত
মোক বিয়া করিতে হয়
ও মোর বিদাতা —
মোক বিয়া করিতে হয় ।
(হায় ওহে)

শোনেক দোস্ত আসোল কতা
কও বা তোমারে
পিরিত্ করিয়া বেটিছাওয়া জাতি[৩১]
জেবোন বদে শ্যাষে[৩২]
ও মোর বিদাতা —
জেবোন বদে শ্যাষে ।
(হায় ওহে)

বেটিছাওয়া জাতি অবিশ্বেসী
জাইনবেন মোনে মোনে[৩৩]
বেটিছাওয়া জাতিকে হামরা
না আনিমো ঘরে[৩৪]
ও মোর বিদাতা —
না আনিমো ঘরে ।
(হায় ওহে)

তাতো দ্যাকো ছায়েদ বাশ্‌শা
আরোজ করে বাহাদুরের আগে
বড় হাউস[৩৫] হইচে মোর দোস্ত
বিয়া যে করিতে
ও মোর বিদাতা —
বিয়া যে করিতে ।
(হায় ওহে)

এ্যাতেক শুনিয়া বাহাদুর দ্যাকো রে
ওটি নিয়া রে হাতে
গণিয়া দ্যাকে অইনা ছায়াদ
মইরবে বেটিছাওয়ার হাতে[৩৬]
ও মোর বিদাতা —
মইরবে বেটিছাওয়ার হাতে ।
(হায় ওহে)

পাও ধরিয়া কান্দে বাহাদুর
বিয়া না করিবে
তোমাকে মারি ফ্যালাইবে তাই
মোর কিবা হইবে
ও মোর বিদাতা —
মোর কিবা হইবে ।
(হায় ওহে)

ওরে ইগলা কতা[৩৭] দ্যাকো ছায়াদ
ফ্যালেয়ায় ভালা দিলো
ওরে জিরাতের পোজ্জা[৩৮] এ্যাকো
মহিপাল নাম ছিল
ও মোর বিদাতা —
মহিপাল নাম ছিল ।
(হায় ওহে)

তারো ঘরোত কইন্যা এ্যাক
দ্যাকিতে সোনদোরী
আচিল সেই কইন্যার নাম
পিয়ারজানো বুলি
ও মোর বিদাতা —
পিয়ারজানো বুলি ।
(হায় ওহে)

ঘটোক পটেয়া[৩৯] দ্যাকো ছায়াদ রে
বিয়া করিলো তারে
ওরে আচিলো সেই পিয়ারজান
অসতী ছোট কালের
ও মোর বিদাতা —
অসতী ছোট কালের ।
(হায় ওহে)

ওয়ে বাড়ির আগোত্[৪০] এ্যাক যুগী
চুনের ব্যবসা করে
তার সাতে পিয়ারজান কইন্যা
গোপোনে নটপটি[৪১] করে
ও মোর বিদাতা —
গোপোনে নটপটি করে ।
(হায় ওহে)

যিদিন করিলো বিয়া
পিয়ারজানের তরে
বাহাদুরের চউকের পানি
বুক ভাসেয়া চলে
ও মোর বিদাতা —
বুক ভাসেয়া চলে ।
(হায় ওহে)

ওরে সেই যুগী কয় কতা রে
পিয়ারজানের আগে
ছাড়িয়া না যান কইন্যা রে
এই অদোম বনদুকে[৪২]
ও মোর বিদাতা —
অদোম বনদুকে ।
(হায় ওহে)

মুই এ্যাকটা পাণ দ্যাও রে
বিষোতে মাকিয়া
বাসোর ঘরোত এই পাণ দিবেন
তোমার সোয়ামিক খিলিয়া[৪৩]
ও মোর বিদাতা —
সোয়ামিক খিলিয়া ।
(হায় ওহে)

সুবুদ্ধি আচিল কইন্যার
কুবুদ্ধি ধরিলো
মারিতে সোয়ামিক তার
সাজিয়া তইয়ার হইলো
ও মোর বিদাতা —
সাজিয়া তইয়ার হইলো ।
(হায় ওহে)

বিয়ের পাণ দিলো রে কইন্যার
আঁচলোত বান্দিয়া
সাজবার নাগিলো[৪৪] বাসোর ঘর তাই
হাসিয়া হাসিয়া
ও মোর বিদাতা —
হাসিয়া হাসিয়া ।
(হায় ওহে)

হ্যানকালে[৪৫] দ্যাকে বাহাদুর
গণিয়া পড়িয়া
আইজ আইতোতে[৪৬] মইরবে দোস্ত
বিষের পানো খাইয়া
ও মোর বিদাতা —
বিষের পানো খাইয়া
(হায় ওহে)

কথা :
একদিন তাজেল বাহাদুর তার দোস্তের হাত ধরি কয়—দ্যাকো দোস্ত, তোমরা এ্যাকলায় বাসোর ঘরোত থাইকপ্যার[৪৭] পাবার নন, মুইয়ো তোমার সাতে থাকিম ।
ছায়েদে কয়—দ্যাকো দোস্ত, দুনিয়াত্ এইদ্যান কি কোন নেয়ম আচে[৪৮] ? যদি কেল থাকিলে হয় তে হইরে না কতোজোন থাকিল হয় । বাসোর ঘরোত্ মুই বউ নিয়া থাকি তার সাতে মুই কতো জাতের অংতামশা করিম; আর তোমরা সেত্তেই থাইকপেন[৪৯] ক্যামোন করি । হামার হাউস সদ্দায়[৫০] না সউগে বন্দো কির আকা নাইগবে ?
তাজেল কয়—ক্যা দোস্ত, মুই যদিকেল তোক গোটায় আইজ্জোটা ন্যাকি-পড়ি দিবের পারো, তে হইলে তোমরা কি আর মোক বাসোর ঘরোতে আইকপার পাবার নন[৫১] । তাই কইন্যাক্ ভায় তোমরা থাকেন এ্যালা মশোরীর আদখ্যানের দিকি[৫২], আর মুই থাকিম এ্যালা আর আদ খ্যানোত্, তাতে তোমরো ক্ষতি হবার নয়[৫৩], এ্যালা ক্ষতি হবার নয়[৫৪] । তোমার মোনোত্ যেটা এ্যালা নাগে সেইটায় করেন[৫৫] । মুই উতি দেইক্প্যারে নও[৫৬] ।

দোস্তর কড়ালে ছায়েদ রে
বন্দী হয়া গ্যালো
বাহাদুরের আগোত কতা
বলিতে নাগিলো ।
আল্লা আল্লা বুলিয়া ছায়েদ রে
দোস্তক নিয়া রে সাতে
যেটেই আচিল[৫৭] পিয়ারজান কইন্যা
গ্যালো তার মহোলে ।
হায়রে হায় গ্যালো তার মহোলে ।

মহোলোত আচিল পিয়ারজান কইন্যারে
পাইলো দ্যাকিবারে
দ্যাকো দ্যাকো পনচো দাসী
সোয়ামি কিবা করে ।
হায়রে হায় সোয়ামি কিবা করে ।
(ওরে হায় রে হায়)

(হায়রে ওরে দোস্তক দ্যাকিয়া পিয়ারজান
ব্যাজার ভালা হইলো)
গোসা করিয়া ছায়েদোক্ কতা
কবার যে নাগিলো ।
হায় রে হায় কবার যে নাগিলো ।
(ওরে হায় রে হায়)

ওরে নাজ নজ্জা নাই[৫৮] স্বামীরে
তোমারো অনতোরে
ক্যামোন করিয়া থাকিম মুই
অইনা বাসোর ঘরে ।
হায় রে হায় অইনা বাসোর ঘরে ।
(ওরে হায় রে হায়)

ওরে নাজ নজ্জা নাই স্বামীরে
তোমারো অনতোরে
ক্যামোন করিয়া থাকিম মুই
অইনা বাসোর ঘরে ।
হায় রে হায় অইনা বাসোর ঘরে ।
(ওরে হায় রে হায়)

দোন দোস্ত শুতিয়া নিদ গ্যালো
অই পালোঙ্ক ওপোরে
পিয়ারজান কইন্যা ক্যাবোল
সোয়ামির আগোত বলে।
কি হায়রে হায় সোয়ামির আগোত বলে।
(ওরে হায় রে হায়)

আইসো আইসো পাণের সোয়ামি
বইসো মোর বোগোলে
সাজেয়া আনচি[৫৯] পাণের খিলি
তুলিয়া দেও তোর মুকে।
কি হায়রে হায় তুলিয়া দেও তোর মুকে।
(ওরে হায় রে হায়)

দোস্তকে না কয়া ছায়েদ
বিদ্যায় ভালা হইলো
ওরে পিয়ারজান কইন্যার পালোঙ্কে
শুতিয়া নিদ বা গ্যালো।
কি হায় রে হায় শুতিয়া নিদ বা গ্যালো।
(ওরে হায় রে হায়)

ওরে আইত দোপোরে[৬০] দ্যাকো বাহাদুর
চ্যাতোন ভালা পাইলো[৬১]
ওরে না দ্যাকিয়া দোস্তকে তাই
কানদিতে নাগিলো।
কি হায় রে হায় কানদিতে নাগিলো।
(ওরে হায় রে হায়)

ওরে ডাইনে বাঁয়ে দ্যাকে বাহাদুর
নজোর করিয়া
না দ্যাকিয়া পাণের দোস্তক তাই
উটিলো কানদিয়া।
কি হায় রে হায় উটিলো কানদিয়া।
(ওরে হায় রে হায়)

ওরে ধেরে ধেরে[৬২] উটিয়া বাহাদুর
ঘরের বাইরোত গ্যালো

পাণের দোস্ত ছায়েদোক্
উটকাইতে নাগিলো[৬৩] ।
কি হায় রে হায় উটকাইতে নাগিলো ।
(ওরে হায় রে হায়)

ওরে হ্যানকালে দ্যাকো কইন্যা
বেলোম না করিলো[৬৪]
ওরে ভাতের ঝারি নিয়া কইন্যা
ক্যাবোল পনতে ম্যালা দিলো ।
কি হায় রে হায় পনতে ম্যালা দিলো ।
(ওরে হায় রে হায়)

যেটেই আচিল[৬৫] দ্যাকো যুগী
যায় বা ধেরে ধেরে
তপাত হাতে[৬৬] যুগী ব্যাটা
পাইলো দ্যাকিবারে ।
কি হায়রে হায় পাইলো দ্যাকিবারে ।
(ওরে হায় রে হায়)

ওরে ব্যাতের ছড়ি নিয়া যুগীরে
খাড়া হয়া অইলো
চুলের মুটিয়া ধরিয়া কইন্যার
বাড়ি বাইড়াইতে নাগিলো ।
কি হায় রে হায় বাড়ি বাইড়াইতে নাগিলো[৬৭] ।
(ওরে হায় রে হায়)

ওরে বাড়ি খায়া দ্যাকো কইন্যা
ওরে কানদে হাউ হাউ করে
ওরে পাও সাপটেয়া[৬৮] যুগী ব্যাটাক
নাইগচে বলিবারে ।
কি হায় রে হায় নাইগচে বলিবারে ।
(ওরে হায় রে হায়)

ওরে মাপ করো পাণের বনদু রে
ক্ষেমা[৬৯] করো মোরে
নউতোন সোয়ামি[৭০] বাসোর ঘরে
তাকে খোঁয়াইতে দেরি হইচে ।
(হায় মোর আল্লা, হায় হায় রে)

হাত বা ধরো পাও বা ধরো বনদুরে
না মারেন তোমরা মোরে
তোর ব্যাতের বাড়িতে বনদু রে
অকতো ওটে মোর মুকে[৭১]।
(হায় মোর আল্লা, হায় হায় রে)

ওরে সোয়ামি নিদ আইলচে[৭২] বাপ মাও নিদ আইলচে
আইসতে দেরি হইচে
ককোন বেন মোর পাণের সোয়ামি রে
বিচনা হাস্তেয়া দ্যাকে।[৭৩]
(হায় মোর আল্লা, হায় হায় রে)

না পাইলো মোক তাই রে
কইবে বাপ মাওয়ের আগে
ওরে মাইরবে দয়ার বাপে মোক
এনা শূলির ঘরে।
(হায় মোর আল্লা, হায় হায় রে)

যুগী কয়–
দ্যাকেক অসের কইন্যা, মুই তোর ও কানদোন শুনবার চাও না। আইডা হাতে তোক বিদ্যায় দিনু। তোর সোয়ামিক নিয়া তুই যা। আর মোক আইজ হাতে[৭৪] তুই বিদ্যায় দে।

কইন্যায় কয়–
বাশের শোবা করুল রে বনদু
পুরুষের শোবা বরুণ
ওরে মুকের শোবা দাঁত রে বনদু
কপালের শোবা রে সেঁদুর।
তাই মতোন[৭৫] জাইনবেন তোমরা
বেটিছাওয়ার শোবা[৭৬] বনদু রে
ওরে ছাড়িয়া না যান
অংগিলা[৭৭] বনদু রে।
ওরে মানুষ হনু বাপের ঘরোত
অবোল হইতে
যেও বাড়ি নাই খাও বনদু
সেই বাড়ি মারিলে রে।

ছাড়িয়া না যান
অংগিলা বনদু রে ।
ওরে ধরিরে চুলের মুটিয়া
নিজের মায়ার মোত
তাতো মুই ধরো পাও বনদু
নাহি ছাড়ো মোকে রে ।
ছাড়িয়া না যান
অংগিলা বনদু রে ।
সংসারোতে সুকি রে বনদু
যে নারীর ওপোপতি[৭৮]
তার চায়া[৭৯] সুকি হইচো মুই
করিয়া পিরিতি রে ।
ছাড়িয়া না যান
অংগিলা বনদু রে ।

যুগী কয়–
দ্যাকেক কইন্যা, মুই এ্যাকটা কতা কও যদিকেল মানিস্ তে হইলে নাগাইল পাবু[৮০], আর যদিকেল বা মানিস তে হইলে নাগাইল পাবার নইস ।
আইজা আইতোতে তোর সোয়ামিক মারবু । আর তোর সাজা হইলো যদিকেল কোনো ওজোড় না করি[৮১] তোর নাকটা কাটি দিবার পাইস, তে হইলে তোক মুই ছাইড়ব্যার নও ।

ওরে এ্যাকে হইলো নাংধুকড়ি বেটিছাওয়া[৮২]
আর হইলো অসতী
কাটিলো নিজের নাক
কিচু নাই রে ভাবি ।
কি হায় রে হায় কিচু নাই রে ভাবি ।
(ওরে হায় রে হায়)

(হায়রে) যুগী ব্যাটায় এ্যাতো বুদ্ধি
দিলো তাই বাতাইয়া
মরিবে সোয়ামিক তাই
এই ছোরা মারিয়া ।
কি হায় রে হায় এই ছোরা মারিয়া
(ওরে হায় রে হায়)

ওরে ছোরা হাতে দ্যাকো কইন্যা
যায় মহা ব্যাগে
তপাত হাতে তায়জল বাহাদুর

পাইলো দ্যাকিবারে।
কি হায় রে হায় পাইলো দ্যাকিবারে[৮৩]।
(ওরে হায় রে হায়)

ওরে কাঁইদবার নাগিলো তায়জল বাহাদুর
বনদুরো নাগিয়া
আহা রে পাণের বনদু
ক্যানে কল্লেন বিয়া[৮৪]।
কি হায় রে হায় ক্যানে কল্লেন বিয়া।
(ওরে হায় রে হায়)

ওরে মরিম মুই দোস্তর সাতে
যেটা আচে কপালে
আখেরে করিম মুই বাশ্‌শাই
দোস্তক নিয়া কোলে।
কি হায় রে হায় দোস্তক নিয়া কোলে।
(ওরে হায় রে হায়)

ওরে আগোতে যায়া দ্যাকো বাহাদুর
শুতিয়া নিদ বা গ্যালো
ওরে হ্যানকালে নাংধুকড়ি কইন্যা
ওপোনীত হইলো[৮৫]।
কি হায় রে হায় ওপোনীত হইলো।
(ওরে হায় রে হায়)

ওরে ছোরা নিয়া নাংধুকড়ি কইন্যা
শিতানোত্‌ খাড়া হইলো
কালীর পাটার ধেরান পতিক[৮৬]
বলিদান রে দিলো।
কি হায় রে হায় বলিদান রে দিলো।
(ওরে হায় রে হায়)

ওরে সোয়ামিক বলি দিয়া কইন্যা
অই যে মাটিতে বসিয়া
কাল্লা আচড়েয়া[৮৭] দ্যাকো কইন্যা
উটিলো কানদিয়া।
কি হায় রে হায় উটিলো কানদিয়া।
(ওরে হায় রে হায়)

তোলা মাটির কলা য্যামোন
আগা হলপল করে
অই ধেরা[৮৮] অসতীর মোনোত্
কতো কতা ভাগে।
কি হায় রে হায় কতো কতা জাগে।
(ওরে হায় রে হায়)

ওরে সতী নারীর পতি য্যামোন
মজ্জিদেরো চূড়া
ওরে অসতী নারীর পতি সেইদ্যান
ভাংগা নায়ের গুঁড়া।
কি হায় রে হায় ভাংগা নায়ের গুঁড়া।
কি হায় রে হায় সোয়ামির আগোত বলে।
(ওরে হায় রে হায়)

হুকুম দেও যাও স্বামী
বেটিক দ্যাকিবারে।
কি হায় রে হায় বেটিক দ্যাকিবারে।
(ওরে হায় রে হায়)

আজায় কয়–
দ্যাকেক আনি, নয়া বাসোর ঘরোত্ বেটিবেন কোন অপরাদ কইরচে, তারে জন্যে বুজিকেল জামাই বেটিক বিকেন কইচে সেই জন্যে তাই ইনানী বিনানী করি কাঁইদবার নাইগচে[৯২]। তোমার শরোম নাই[৯৩]? তোমরা ক্যামোন হটই যাবার চান ?

ওরে কি কইরবে অইনা রে আনি
ভাবে মোনে মোনে
বেটির ঘরোত্ যাবার না পায় তাই
নিমাই আজার ভয়ে।
ওরে আইত বা গ্যালো ফজোর হইলো
যাদুরে ওদোয় হইলো ভানু।
কি হায় রে হায় ওদোয় হইলো ভানু।
(তরে হায় রে হায়)

ওরে আল্লা আল্লা বুলিয়া আনি
উটিয়া খাড়া হইলো

কইন্যার মহোলোত যায়া
ওপোনীত হইলো ।
ওমা জননী ওপোনীত হইলো ।

ওরে ওটো মাও মোর পিয়ারজান
দুয়ার দেওরে খুলি[৯৪]
ওদ্যান করি কানদিস কিসোক মা
তাকে শুনবার আনু আমি ।
ওমা জানোনী তাকে শুনবার আনু আমি

ওবে দ্যাকো পিয়ারজান রে
কানদিতে কানদিতে
উদ্যাও করিল[৯৫] দ্যাকো কইন্যায়
কাঁপিতে কাঁপিতে ।
ও মোর জননী কাঁপিতে কাঁপিতে ।
(হায় ওহে)

ওরে দ্যাকে জামাই বলি দিচে
পালোঙ্কের ওপোরে
দ্যাকিয়া দ্যাকো অইনা রে আনি
হুক হুক করিয়া কানদে ।
ও মোর বিদাতা এই আচিল কপালে ।
(হায় ওহে)

দ্যাকে বেটির নাকো রে কাটা
অই অকতো পড়ে রে ধায়া
দ্যাকিয়া সেই যে আনি
পড়িল চকচান্দা খায়া[৯৬] ।
ও মোর বিদাতা এই আচিল কপালে ।
(হায় ওহে)

আরাট পায়া[৯৭] তায়জল বাহাদুর
কানদিয়া উটিলো
দোস্ত দোস্ত বুলিয়া বাহাদুর
ব্যাহুঁশ হয়া গ্যালো ।
ও মোর বিদাতা এই আচিল কপালে ।
(হায় ওহে)

কানাকানি দ্যাকো নিমাই রে
শুনিব্যারে পাইলো

ওরে সুকের মইদোত অইনা আল্লায়
কিবা দুক্কো দিলো রে ।
ও মোর বিদাতা এই আচিল কপালে ।
(হায় ওহে)

ওরে বেটির আগোত্ যতো কতা
নাইগচেন পুচিবারে
দ্যাকো উতি নাংধুকড়ি বেটিছাওয়ায়
কিবা বুদ্দি করে[৯৮] ।
ওরে মোর বিদাতা এই আচিল কপালে ।
(হায় ওহে)

নিজের সোয়ামিক নিয়া বাপধন
শুতিনু পালোঙ্কে
আইত দোপোরে[৯৯] উটিয়া দোস্ত
মোর সাতে জুলুম করে ।
ও মোর বিদাতা এই আচিল কপালে ।
(হায় ওহে)

ধরে আসি তাই মোর বা দুই হাত
আশেকোত মাজিয়া
মাইরব্যার বুলিয়া মোর এজ্জোত্
আইসে নাপো দিয়া ।
ওমোর বিদাতা এই আচিল কপালে ।
(হায় ওহে)

বিপোদোত পড়িয়া বাপধন
সোয়ামিক নিনু মুই জাগে
এ্যাকচোটে পাণের সোয়ামিক্
বলিদানো করে ।
ও মোর বিদাতা বলিদানো করে ।
(হায় ওহে)

ওরে যকোন বসে দিলে ছোরা
মোর সোয়ামির গলে
দুই হাত দিয়া ধন্নু[১০০] সেই ছোরা
না মারেন দোস্তকে ।

ও মোর বিদাতা না মারেন দোস্তকে।
(হায় ওহে)

ওরে গোসা করিয়া দ্যাকো জননী
বেলোম নাই যে করে
মোর নাক কাটিয়া দ্যাকো তাই
তপাতোত্ ফ্যালেয়া দিচে[১০১]।
ও মোর বিদাতা তপাতোত্ ফ্যালেয়া দিচে।
(হায় ওহে)

ওরে মারিল দ্যাকো এজ্জোত আমার
এই যে অদোম পাপী
জেবনের ভয়োতে বাপধন
চুপ হয়া রে থাকি।
ও মোর বিদাতা চুপ হয়া রে থাকি।
(হায় ওহে)

ওরে শুনতে আর মোতোন নিমাই আজা
কোদ্দে[১০২] জলিয়া গ্যালো
ব্যালদারের আগোত্ কতা
কবার যে নাগিলো[১০৩]।
ও মোর বিদাতা কবার যে নাগিলো।
(হায় ওহে)

ওরে হুকুম পায়া দ্যাকো ব্যালদার
বেলোম নাই যে করে
হাত-পাও বান্দি বাহাদুরের
নাইগচে টানিবারে।
ও মোর বিদাতা নাইগচে টানিবারে।
(হায় ওহে)

ওরে হাত জোড় করিয়া দ্যাকো তাই
আজার আগোত্ বলে[১০৪]
শোন বাশ্‌শা আলোমপানা
মুই বলো তোমারে।
হায় রে হায় মুই বলো তোমারে।

ওরে যতগুলা মানুষ আচে আজা
এই বা আসমান তলে
ওরে শতো অপরাদ হইলো আজায়
তারো বিচার করে।
ও মোর জননী তারো বিচার করে।
(হায় ওহে)

কি দোষ কইরচো ওগো আজা
খুলিয়া কও আমারে
সেই দোষের বিচার কি নাই
এই ভবো মাজারে।
ও মোর বিদাতা এই ভবো মাজারে।
(হায় ওহে)

ওরে এই কতা শুনিয়া আনি
গমগীন দ্যাকো হইলো
ব্যালদারের আগোত্ কতা
কবার যে নাগিলো।
ও মোর বিদাতা কবার যে নাগিলো।
(হায় ওহে)

আজায় কবার নাগিলো–
দ্যাকো ব্যালদারম ইয়াক আর আইজা মারা হবার নয়। আইজা গারোদখ্যানাত না কয়েদ করি আকি তামান জাগাতে ঢোল পিটি দিয়া কও, কাইলকা পনতার ব্যালার সোমে ইয়ার বিচার হইবে। তামান মানুষজোন সেই বিচার দেইকপ্যার বুলি আইসে[১০৫]।

আমি অদম খড্ডা উজির নাম
বারাইপাড়ায় বাড়ি হামার
আজারহাট মোকাম।
আমি অদম ॥
কি কইরবে নিমাই আজা
ভাবে মোনে মোন
আমি অদম ॥
শওরে শওরে নিমাই
ঢোলাই করি দ্যান।
আমি অদম ॥

ঢোলাই শুনি যতো লোকজন
ওপোনীত হন ।
আমি অদম খড্ডা উজির নাম ।
বারাইপাড়ায় বাড়ি হামার
আজারহাট মোকাম ।
আমি অদম ॥

দোপোর সোমে[১০৬] নিমাই আজা
দরবারোত্ হাজির হন ।
আমি অদম ॥
দেওয়ানেরো আগোত নিমাই
হুকুম ভালা দ্যান ।
আমি অদম ॥

কনটই আচে[১০৭] সেই আসামি
সামনোতে আন ।
আমি অদম খড্ডা উজির নাম ।
বারাইপাড়ায় বাড়ি হামার
আজারহাট মোকাম ।
আমি অদম ॥

ওপোনীত হইলো রে আসামি
ভরা সবার মাজে ।
আমি অদম ॥
দুই চউকের পানি তায়জলের
বুক ভাসিয়া চলে ।
আমি অদম ॥

আয় আল্লা মাবুদ সাঁই
এই আচিল কপালে[১০৮]
আমি অদম খড্ডা উজির নাম ।
বারাইপাড়ায় বাড়ি হামার
আজারহাট মোকাম ।
আমি অদম ।

গোসা করি নিমাই আজা
সগ্গইরে আগোত্ কন[১০৯] ।
আমি অদম ।

শোন শোন পোজ্জা পাইট
মোরে নেবেদন ।
আমি অদম ॥
এই যে আসামি দ্যাকো
চেরেরো নন্‌দোন্‌
আমি অদম খড্ডা উজির নাম ।
বারাইপাড়াই বাড়ি হামার
আজারহাট মোকাম ।
আমি অদম ॥
আইজায় বিচার ইয়ার
আইজায় খতোম ।
আমি অদম ॥
যে বিচার কইরমো আমি[১১০]
শোনদিয়া মোন ।
আমি অদম ॥

য্যামোন করি মারিল জামাই
নউতোন বাসোরঘরে ।
আমি অদম ॥
সেইদ্যান করি[১১১] মারিম দুষ্টাক মুই
পাতোরের আঘাতে
আমি অদম খড্ডা উজির নাম ।
বারাইপাড়ায় বাড়ি হামার
আজারহাট মোকাম ।
আমি অদম ॥
অদ্দেক শরীল তারে
মাটিতে পুঁতিয়া ।
আমি অদম ॥
এ্যাক মোণি[১১২] নোহার পাতোর
মারো না ফিকিয়া
আমি অদম ॥

এই কতা শুনিয়া তায়জল
জোড় হাত করিয়া কন ।
আমি অদম ॥
শোন বাশ্‌শা আলোমপনা
মুল্লুকের আজোন

আমি অদম খড্ডা উজির নাম ।
বারাইপাড়ায় বাড়ি হামার
আজারহাট মোকাম ।
আমি অদম ॥
নেইজ্জো বিচার[১১৩] কইরবেন তোমরা
অদীনেরো পর ।
আমি অদম ॥

বিনাদোষে ক্যানো মোরে
কল্লেন বন্‌দোন ।
আমি অদম ॥
তাই হইলো মোর বনদু
মুই হনু উজির তার
আমি অদম খড্ডা উজির নাম ।
বারাইপাড়ায় বাড়ি হামার
আজারহাট মোকাম ।
আমি অদম ॥
তামান আইজ্জো[১১৪] কইরচো দান মুই
কিচুই আকো নাই তার ।
আমি অদম ॥

কোন মুকে মারিম তাক
হচি কি নাদান ।
আমি অদম ॥
ক্ষমা করো ওগো বাশ্‌শা
শোন দিয়া মোন্‌
আমি অদম ॥
তোমার দামানদের কতা
শোন দিয়া মোন
আমি অদম খড্ডা উজির না॥
বারাইপাড়ায় বাড়ি হামার
আজারহাট মোকাম ।
আমি অদম ॥
তোমার বেটি পিয়ারজান তাই
কইরচে অসতী বরোণ ।
আমি অদম ॥

বাড়ির আগোত্ আচে এ্যাক
যুগীবো ননদোন[১১৫] ।
আমি অদম ॥
সেই যুগী তোমার বেটিক
কইরচে হরোন
আমি অদম খড্ডা উজির নাম ।
বারাইপাড়ায় বাড়ি হামার
আজারহাট মোকাম ।
আমি অদম ॥

যেই আইতোত শুতিয়া আইচনো[১১৬]
দোস্তক নিয়া কাচে ।
আমি অদম ॥
নিশা আইতোত্ নাই দোস্ত
উটকাই আশেপাশে[১১৭] ।
আমি অদম ॥
উটকাইতে উটকাইতে গেনু
যুগীরো বাড়িতে[১১৮]
আমি অদম খড্ডা উজির নাম ।
বারাইপাড়ায় বাড়ি হামার
আজারহাট মোকাম ।
আমি অদম ॥

যায়া দ্যাকি সেই জাগাতে
তোমার পিয়ারজান ।
আমি অদম ॥
ছড়ি হাতোত যুগী ব্যাটা
গর্জ্জিয়া খাড়া হন ।
আমি অদম ॥

ক্যানো দেরি হইলো বুলি
চুলের মুটিয়া ধরে
আমি অদম ॥
তুলিয়া নিয়া ছড়িখ্যানি
সাত বাড়ি মারে
আমি অদম খড্ডা উজির নাম ।
বারাইপাড়ায় বাড়ি হামার
আজারহাট মোকাম ।
আমি অদম ॥

দল দলে কাঁপে কইন্যা
সাত বাড়ি খায়া।
আমি অদম ॥
তাতে তাই যুগীর পাওয়োত্
পড়িলো টলিয়া।
আমি অদম ॥
যুগী ব্যাটায় কয় কতা
পিয়ারজানের আগে।
আমি অদম ॥
মারিয়া ফ্যালাও যদিকেল তোমার সোয়ামিক
তে হইলে নেইম তোক সাতে[১১৯]
আমি অদম খড্ডা উজির নাম।
বারাইপাড়ায় বাড়ি হামার
আজারহাট মোকাম।
আমি অদম ॥
কিড়া কাড়িল তোমার বেটি
যুগীরো সামোন।
আমি অদম ॥
তোমার বেটির নামখ্যানি
যুগী কাটিলো তকোন।
আমি অদম ॥
সেই নাক নিয়া ব্যাটায়
বৌন্দোত আকি দ্যান[১২০]।
আমি অদম ॥
বিষের পানো নিয়া পিয়ারজান
তকোন করিলো গমোন
আমি অদম খড্ডা উজির নাম।
বারাইপাড়ায় বাড়ি হামার
আজারহাট মোকাম।
আমি অদম ॥
চাতুরি করিয়া আমি
সেই পাণ বদোল কির।
আমি অদম ॥
নিজ হাতে বানেয়া পান
দোস্তক দিনু মুই খিলি
আমি অদম খড্ডা উজির নাম।
বারাইপাড়ায় বাড়ি হামার

আজারহাট মোকাম ।
আমি অদম ॥
এ্যালাও সেই বিষের পান
দ্যাকো না চাহিয়া ।
আমি অদম ॥
তোমার বেটি নিজ হাতে ভাতারোক্
ফ্যালাইচে মারিয়া ।
আমি অদম ॥
এই বুলিয়া তায়জল বাহাদুর
পান আনিয়া দিলো
আমি অদম ॥
সেই পান দ্যাকিয়া লোকজন
হায়বত নাগিয়া গ্যালো
আমি অদম খড্ডা উজির নাম ।
বারাইপাড়ায় বাড়ি হামার
আজারহাট মোকাম ।
আমি অদম ॥
চারিজোন লোক আজায়
পটাইয়া দ্যান[১২১] ।
আমি অদম ॥
গাচের ধোন্দোত্ যায়া তামরা
কইন্যার নাকো পান ।
আমি অদম ॥
নাক দ্যাকিয়া খতো লোকজন
খুশিতে ভরেন
আমি অদম খড্ডা উজির নাম ।
বারাইপাড়ায় বাড়ি হামার
আজারহাট মোকাম ।
আমি অদম ॥
দ্যাখিয়া নিমাই আজা
শরমোতে ভাগেন ।
আমি অদম ॥
সবা হাতে নিমাই আজা
ভাগিয়া চলেন ।
আমি অদম ॥
দেওয়ান তকোন আজ তকতোত বসি
বিচারো করেন ।
আমি অদম ॥

করাটোত্ চিরবেন বুলি যুগীক
হুকুম ভালা দ্যান
আমি অদম খড্ডা উজির নাম ।
বারাইপাড়ায় বাড়ি হামার
আজারহাট মোকাম ।
আমি অদম ॥
ব্যালদারে যায়া যুগীক
বাঁদিয়া ছাদিয়া ন্যান ।
আমি অদম ॥
খালাস দিলো তায়জলোক্ তকোন
নিদ্দুষি বুলিয়া ।
আমি অদম ॥
দোস্তর আগোত্ গ্যালো তায়জল
কান্দিয়া কান্দিয় ।
আমি অদম ॥

কাটের এ্যাক সনদুক তায়জল
নিলো যে বানাইয়া ।
আমি অদম ॥
সেই সনদুকোত্[১২২] পাণের দোস্তক
নিলো তাই ভরাইয়া
আমি অদম খড্ডা উজির নাম ।
বারাইপাড়াত বাড়ি হামার
আজারহাট মোকাম ।
আমি অদম ॥
কি কইরবে তায়জল বাহাদুর
ভাবে মোনে মোন ।
আমি অদম ॥
বিচমিল্লা বুলিয়া সনদুক
মাতাত্ তুলিয়া ন্যান ।
আমি অদম ॥

জংগোলে জংগোলে তায়জল
ভোরমিয়া ব্যাড়ান[১২৩] ।
আমি অদম ॥

দিনে আইতে যায় রে তায়জল
আরাম নাই রে করে

আমি অদম খড্ডা উজির নাম ।
বারাইপাড়ায় বাড়ি হামার
আজারহাট মোকাম ।
আমি অদম ॥
ভোকোতে না খায় রে ভাত
টিয়াসোতে পানি ।
আমি অদম ॥
দিনে আইতে দোস্তের জন্যে তাই
ব্যাড়ায় কানদি কান্‌দি ।
আমি অদম ॥

এইদ্যান ভাবে কতপা দিন
গতো হয়া যান ।
আমি অদম ॥
সেনদুকের ভেতোর হাতে নাশের
গোন্দ বাহির হন
আমি অদম খড্ডা উজির নাম ।
বারাইপাড়ায় বাড়ি হামার
আজারহাট মোকাম ।
আমি অদম ॥

এ্যাকে তো মরা নাশের বয়
সওয়া নাই রে যায়[১২৪] ।
আমি অদম ॥
তাতো দ্যাকো দোস্তর জন্যে তায়জল
কানদিয়া ব্যাড়ায় ।
আমি অদম ॥

উদ্যাও করি সনদুকের মুক
দোস্তর মুক দ্যাকেন
আমি অদম খড্ডা উজির নাম ।
বারাইপাড়ায় বাড়ি হামার
আজারহাট মোকাম ।
আমি অদম ॥

আহা রে পাণের দোস্ত
ছাড়িয়া গেইলেন ।
আমি অদম ॥

মানা কনু[১২৫] তোমাক দোস্ত
বিয়া না করেন।
আমি অদম ॥
না শুনিয়া মোর কতা
চাউল থাইকতে মইলেন[১২৬]।
আমি অদম ॥
যতোদিন হায়াতে আচো
এই জমির ওপোরে।
আমি আদম ॥
মাতাত্ করি উবাইম মুই
মরা নাশ তোমারে
আমি অদম খড্ডা উজির নাম।
বারাইপাড়ায় বাড়ি হামার
আজারহাট মোকাম।
আমি অদম ॥

এ্যালো দ্যাকো এইগলা কতা
অইলো ভালে ভালে
দ্যাকোনা তায়জল বাহাদুর
কিবা কামো করে।
ও মোর বিদাতা —
কিবা কামো করে হায় ওহে ॥
ওরে আল্লা আল্লা দয়ার নবি রে
মোনোতে জাপিয়া
মাতাত করি নিয়া সনদুক
যাবার নাগিলো হাঁটিয়া।
ও মোর বিদাতা।
যাবার নাগিলো[১২৭] হাঁটিয়া হায় ওহে ॥
দিনে আইতে যাবার নাগিলো তায়জল
আরাম নাই, যে করে
কতোদিনে গ্যালো তায়জল
জুলুংকার শওরে।
ও মোর বিদাতা —
জুলুংকার শওরে হায় ওহে ॥
সেই জাগাত্[১২৮] নাই মাইনষের বসোত্
সেত্তেই দেও দানোব আচে
জুলুম কইরতো তামরা সগলে
মানুষ জুনুষ দ্যাকিলে।

ও মোর বিদাতা ––
মানুষ জুনুষ দ্যাকিলে হায় ওহে ॥

ওরে আচিলো দানোবের আজা
বড়ই সুবিচার
পালোন করে তাই পোজ্জাগণোক্
ব্যাটা বরাবর ।
ও মোর বিদাতা ––
ব্যাটা বরাবর হায় ওহে ॥

যকনে দ্যাকিলো দানোব
তায়জলেরো তরে
শওরোত্ নিয়া গ্যালো তাই
হাসিতে হাসিতে ।
ও মোর বিদাতা ––

হাসিতে হাসিতে হায় ওহে ॥
হাজুর করিয়া দিলো দানোব[১২৯]
আজারো দরবারে
বসিয়া আচে জুলুংকার আজা
দরবারের ওপোরে ।
ও মোর বিদাতা ––
দরবারের ওপোরে হায় ওহে ॥

মানুষ দ্যাকিয়া আজার দেলোত্
দয়া ভালা হইলো
বোগলোত বসেয়া তাক
পুচ কইরবার নাগিলো[১৩০] ।
ও মোর বিদাতা ––
পুচ কইরবার নাগিলো হায় ওহে ॥

কি তোর নাম কনটই ঘর
যাইবে কোন জাগাতে
ঠিক ঠিক করিয়া কও কতা
কিবা নাম তোমারে ।
ও মোর বিদাতা ––
কিবা নাম তোমারে হায় ওহে ॥

জিরাত্ শওরোত্ ঘর
নিমাই আজার পিতা মোর
তারে ব্যাটা হও মুই
তায়জল বাহাদুরো।
(দারুণ বিদি এই আচিল হে)

ওরে পাণের দোস্ত ছায়েদ নাম
আচিলো মোর সাতে
ওরে সাতে করি নিয়া গেনু তাক
শ্বশুর বাড়িতে।
(দারুণ বিদি এই আচিল হে)

আচিল দ্যাকো সেই কইন্যা
এ্যমোন নাঙধুকুড়ি
এ্যাক যুগীর সাতে তাই
কইরচিল পিরিত[১৩১]।
(দারুণ বিদি এই আচিল হে)

সেইনা যুগী ব্যাটায়
চাতুরি করিয়া
পাণের দোস্ত ছায়াদোক্ তাই
ফ্যালাইলো মারিয়া।
(দারুণ বিদি এই আচিল হে)

মরা নাশ উবাও মুই
মাতাত্ রে করিয়া।
(দারুণ বিদি এই আচিল হে)

এইদ্যান করি যতো বিবোরণ
শুনিবারে পাইলো
সনদুক উদ্যাও করো বুলিয়া
জুলুংকার বলিতে নাগিলো।
(দারুণ বিদি এই আচিল হে)

উদ্যাও করো সনদুক দ্যাকো মুই
দোস্ত যে ক্যামোন
আল্লায় দিলে তাহার ধড়োত্
বসাইম মুই জেবোন[১৩২]।
(দারুণ বিদি এই আচিলো হে)
ওরে কি কইরবে তায়জল বাহাদুর
সনদুক খুলিলো

সনদুকের বেতরোত্ নাশ
হারেয়ায় যে গ্যালো ।
(দারুণ বিদি এই আচিল হে)

ওরে পড়ি আচে দুইখ্যান হাড়
পাইলো দ্যাকিবারে
জুলুংকার বাশ্শার আগোত্
নাইগচে বলিবারে ।
(দারুণ বিদি এই আচিল হে)
শোন বাশ্শা আলোমপনা
জবান শোন রে মোরে
দুইখ্যান হাড় সনদুকের ভেতরোত্ ক্যাবোল
পাইলো দ্যাকিবারে ।
(দারুণ বিদি এই আচিল হে)
(হায় রে) শোন হে তায়জল বাহাদুর
যাও নদীর ধারে
অই দুইখ্যান হাড় ধুইয়া আনো
মোরো না সামোনে ।
(দারুণ বিদি এই আচিলো হে)

হুকুম পায়া[১৩৩] দ্যাকো মল্লিক
বেলোম নাই যে করে
হাড় ধুবার জন্যে গ্যালো তায়জল
কালিদ্যাব সাগোরে ।
(দারুণ বিদি এই আচিল হে)
ওরে হাঁটুয়া পানিত[১৩৪] যায়া ক্যাবোল
হাড় ধুইতে ছিল
নামোতে আগো বইল[১৩৫] এ্যাক
থাপা মারিয়ায় নিলো ।
(দারুণ বিদি এই আচিল হে)
কি কইরবে তায়জল বাহাদুর
কানদিতে নাগিলো
মোনের দুক্কে দানোবের আগোত্
ঘুরিয়ায় চলিলো ।
(কি হায় রে হায় ফিরিয়া চলিলো)
এই কতা শুনিয়া দানোব
গজ্জিয়ায় উটিলো

বিশাশাও মাজির ঘরোক ডাকি
বলিতে নাগিলো।
(কি হায়রে হায় বলিতে নাগিলো)

যেটেই আচে[১৩৬] আগোব বইল
ধরিয়া না আনো
নিয়া সেই দুইখ্যান হাড়
দোস্তকে জিয়াব
(কি হায় রে হায় দোস্তকে জিয়ার)

ছোটবড় গুণিক বনদো
নবি ছোলেমান
নবিজির দোয়াই দিয়া
ধরিয়া না আন।
(ও মোর বিদাতা ধরিয়া না আন)
বিশাশও মাজি তকোন
জাল নিয়া রে ঘাড়ে
আগো বইল ধইরবার জন্যে গ্যালো
কালীদ্যাব সাগোরে।
(ও মোর বিদাতা কালীদ্যাব সাগোরে)
ওপোনীত হইলো মাজি
দরিয়ার কেনারে
হ্যানসোমে[১৩৭] কুমিরে এ্যাক
আগো বইলোক্ ধরে।
(ও মোর বিদাতা আগো বইলোক ধরে)
আগো বইলে খায়া কুমির
ডাবিয়ায় না গ্যালো
সপ্তমোন পাতালোত্ যায়া
আসোন করিলো।
(ও মোর বিদাতা আসোন করিলো)
এই খবোর দিলো মাজি
আজারো সামোনে
শুনিয়া তায়জল বাহাদুর।
(ও মোর বিদাতা নাইগচে কানিদিবারে)
কি কইরবে দ্যাকো তায়জল
বেলোম নাই যে করে
দরিয়ার বোগলোত্[১৩৮] যায়া

ঝাঁপ দিয়া তাই পড়ে ।
(ও মোর বিদাতা ঝাঁপ দিয়া তাই পড়ে)
আল্লায় কয় যাওতো জিবরিল
যাওতো বাও ভরে
দ্যাকোনা মরে তায়জল
কালীদ্যাব সাগোরে ।
(ও মোর বিদাতা কালীদ্যাব সাগোরে)
খোয়াজোক কয়া আইসো
ধরিতে তাহাকে
হাজুর করিয়া দ্যায় যেন তাক
পাতালো নগোরে ।
(ও মোর বিদাতা পাতালো নগোরে)

পাতালো নগোরোত আচে
বাসুদ্যাব আজা নাম
তার ঘরোত্[১৩৯] আচে কইন্যা
পাতানি ছারোভান ।
(ও মোর বিদাতা পাতানি ছারোভান)
সেই কইন্যার সাতে জোড়া
তাজেলেরো আচে
পাতালো নগোরোত্ তাক
পঁচে দেওয়া নাইগবে ।
(ও মোর বিদাতা পঁচে দেওয়া নাইগবে)
হুকুম পায়া দ্যাকো জিবরিল
চলে বাও ভরে
ছালামো আলেকুম দিয়া
খোয়াজোকো বলে ।
(ও মোর বিদাতা খোয়াজোকো বলে)
শোন খোয়াজ হুকুম আল্লার
কয়াদিনু রে তোরে
তায়জলোক্ পঁচে দেও[১৪০]
পাতালো নগোরে ।
(ও মোর বিদাতা পাতালো নগোরে)
বাওভরে গ্যালো খোয়াজ
তায়জলেরো আগে
এই খাইলার মইদোদিয়া তাক[১৪১]
পঁচে দেও পাতালো নগোরে ।

(ও মোর বিদাতা পাতালো নগোরে)
খোসাদা ময়দানো দ্যাকে
পাতালেরো নিচে
মানিক মুকতা দিয়া ঘর
গাঁইতচে থরে থরে।
(ও মোর বিদাতা গাঁইতচে থরে থরে)
ধেরে ধেরে যায় তায়জল
আজারো সামোনে
বসি আচে বাসুদ্যাব আজা
পাইলো দ্যাকিবারে।
(ও মোর বিদাতা পাইলো দ্যাকিবারে)

ডাইনে ছালাম করিয়া তায়জল
বামে খাড়া হইলো
দুই হাত জোড়া করিয়া
বলিতে নাগিলো।
(ও মোর বিদাতা বলিতে নাগিলো)
শোন বাশ্‌শা আলোমপনা
বাপের সোমান
তোমরা বাপ মুই ব্যাটা
শোন বাওয়া জান।
(ও মোর বিদাতা শোন বাওয়া জান)
দয়া করি এই অদোমোক্‌
ব্যাটা যে জানিয়া
বিপোদোত্‌ পড়িয়া আইলচো[১৪২]
ন্যাহোনা তরাইয়া।
(ও মোর বিদাতা ন্যাহোনা তরাইয়া)
আচিল দয়াবান আজা
বাসুদ্যাব আজা নাম
ওরে সাতজোন আনি ঘরোত্‌ তার
নাই পুতরো সনতান।
(ও মোর বিদাতা নাই পুতরো সনতান)
বাপজন ডাকাইতে আজা
মোসের ধেরান হইলো
যাদু যাদু বুলিয়া বাচাক্‌
কোলোত্‌ তুলিয়া নিলো।
(ও মোর বিদাতা কোলোত্‌ তুলিয়া নিলো)

থাকেক বাপো থাকেক হায় রে
অদমেরো ঘরে
ব্যাটার সোমান[১৪৩] করিয়া মুই
পালিমো তোমারে।
(ও মোর বিদাতা পালিমো তোমারে)

ব্যাটা বেটি নাই বাচা
এই সয়াল সংসারে
পাতালের আজইত্ত্ব আইজ
সঁপিনু তোমারে।
(ও মোর বিদাতা সঁপিনু তোমারে)
নিজের পেঁদনের যতো কাপড়
পেন্দাইলো তারে
তকতের আজা হইলো বাহাদুর
পাতালো নগোরে।
(ও মোর বিদাতা পাতালো নগোরে)

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. প্রথমে বন্দনা করিলাম প্রভু হে, ২. তারপর, ৩. বিপদে, ৪. রথে করিয়া ভর, ৫. দেবতা, ৬. অধীনে, ৭. গান জোগাইয়া দাও, ৮. হিন্দুদের দেবতার নাম, ৯. সেইরূপ, ১০. তন্ময় হয়ে যান, ১১. সময়, ১২. চারপাশে আমাকে ঘিরিয়া থাকিবে, ১৩. সকলে মিলিয়া, ১৪. চোরচোট্টা, ১৫. যেদিন, ১৬. সেইদিন হতে, ১৭. রাজ্য, ১৮. পুরী হতে, ১৯. বাহিরে, ২০. বাবা, ২১. আজ হতে, ২২. সোজা হয়েছে, ২৩. পিতার সম্মুখে, ২৪. মিনতি করে, ২৫. থাকবে, ২৬. লজ্জাতে, ২৭. লেখিয়া দাও, ২৮. তবেতো, ২৯. থাকতে লাগল, ৩০. হুকুম দাও, ৩১. মেয়েজাতি, ৩২. শেষে জীবনবধ করে, ৩৩. জানবেন মনে মনে, ৩৪. ঘরে আনব না, ৩৫. বড় আশা, ৩৬. হিসাব করে দেখে ছায়াদ মেয়েলোকের হাতে মরবে, ৩৭. এ সমস্ত কথা, ৩৮. প্রজা, ৩৯. ঘটক পাঠাইয়া, ৪০. বাড়ির সম্মুখে, ৪১. গোপনে পিরিতি করে, ৪২. এই অধম বন্ধুকে, ৪৩. স্বামীকে খাওয়াইয়া, ৪৪. সাজাইতে লাগিল, ৪৫. এমন সময়, ৪৬. আজ রাত্রিতে, ৪৭. বাসর ঘরে থাকতে পারিবেন না, ৪৮. নিয়ম আছে, ৪৯. তোমরা সেখানে থাকবে কেমন করে, ৫০. মনের আশা-আশঙ্কা, ৫১. ঘরে থাকতে পারবে না, ৫২. অর্ধেক দিকে, ৫৩. তাহাতে তোমার ক্ষতি হইবে না, ৫৪. আমারও এখন ক্ষতি হইবে না, ৫৫. মনে যখন যাহা করিতে ইচ্ছা হয় তাহাই করেন, ৫৬. আমি ওদিকে দেখিব না, ৫৭. যেখানে ছিল, ৫৮. লজ্জা নাই, ৫৯. সাজাইয়া আনিয়াছি, ৬০. রাত্রিদুপুরে, ৬১. জাগ্রত হইল, ৬২. ধীরে ধীরে, ৬৩. খুঁজিতে লাগিল, ৬৪. দেরি না করিল, ৬৫. যেখানে ছিল, ৬৬. দূর হইতে, ৬৭. আঘাত করিতে, ৬৮. পা জড়াইয়া, ৬৯. ক্ষমা, ৭০. নতুন স্বামী, ৭১. আমার মুখে রক্ত উঠে, ৭২. ঘুম আসিয়াছে, ৭৩. বিছানা হাতড়াইয়া দেখে, ৭৪. আজ হইতে, ৭৫. ঐ মতো, ৭৬. মেয়েলোকের শোভা, ৭৭. রঙ্গিলা, ৭৮. উপপতি, ৭৯. তার চেয়ে, ৮০. দেখা পাইবে, ৮১. আপত্তি না করিয়া, ৮২. যে স্ত্রীলোক উপপতি ছাড়া থাকিতে পারে না, ৮৩. দেখিতে পাইল,

৮৪. কেন বিবাহ করিলেন, ৮৫. উপস্থিত হইল, ৮৬. কালীর পাঠার মতো, ৮৭. মাটিতে মাথা ঠুকাইয়া, ৮৮. অইমতো, ৯২. করুণ সুরে কাঁদিতেছে, ৯৩. তোমার লজ্জা নাই, ৯৪. দরজা খুলিয়া দাও, ৯৫. খুলিল, ৯৬. বেহুঁশ হইয়া পড়িল, ৯৭. টের পাইয়া, ৯৮. ওদিকে দেখ উপপতিওলা কি বুদ্ধি করে, ৯৯. দুপুর রাত্রিতে, ১০০. ধরিলাম, ১০১. দূরে ফেলিয়া দিল, ১০২. ক্রোধে, ১০৩. বলিতে লাগিল, ১০৪. রাজার সম্মুখে বলে, ১০৫. সেই বিচার দেখিতে আসে, ১০৬. দুপুর সময়, ১০৭. কোথায় আছে, ১০৮. এই কপালে ছিল, ১০৯. সকলের সম্মুখে বলেন, ১১০. যে বিচার করিব আমি, ১১১. সেইরূপ করিয়া, ১১২. একমণি, ১১৩. ঠিক বিচার, ১১৪. সম্পূর্ণ রাজ্য, ১১৫. যুগীর ছেলে, ১১৬. শুইয়াছিলাম, ১১৭. আশেপাশে খুঁজি, ১১৮. খুঁজিতে খুঁজিতে যুগীর বাড়িতে গেলাম, ১১৯. তাহা হইলে তোমাকে সাথে লইব, ১২০. গাছের গর্তে রাখিয়া দেন, ১২১. পাঠাইয়া দেন, ১২২. সেই সিন্ধুকে, ১২৩. ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, ১২৪. সহ্য করা যায় না, ১২৫. নিঃশেষ করিলাম, ১২৬. আয়ু থাকিতে মরিলেন, ১২৭. যাইতে লাগিল, ১২৮. সেইস্থানে, ১২৯. হাজির করিয়া দিল, ১৩০. নিকটে বসাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ১৩১. পিরিতি করিয়াছিল, ১৩২. আল্লা রহম করিলে আমি তার ধড়ে জীবন দিব, ১৩৩. হুকুম পাইয়া, ১৩৪. হাঁটু-পানিতে, ১৩৫. প্রকাণ্ড বোয়ালমাছকে 'আগা বইল' বলা হয়, ১৩৬. যেখানে আছে, ১৩৭. এমন সময়, ১৩৮. নিকটে, ১৩৯. তার ঘরে, ১৪০. পৌঁছাইয়া দাও, ১৪১. এই গর্তের ভিতর দিয়া, ১৪২. বিপদে পড়িয়া আসিয়াছি, ১৪৩. পুত্রের মতো।

ছোকরানাচা গানের পালা
দ্বিতীয় খণ্ড

পাতালো নগোরোত্[১] আচে
বাসুদ্যাব আজা নাম
ওরে পালোক ব্যাটা[২] আচিল তার
তায়জল বাহাদুর নাম।
(ও মোর বিদাতা[৩] তায়জল বাহাদুর নাম)

যিদিন গ্যালো[৪] বাহাদুর
বাসুদ্যাব আজার ঘরে
মোনের খুশিতে বাশশা
উজান ধরিয়া চলে।
(ও মোর বিদাতা উজান ধরিয়া চলে)
পাতানি ছারভান নামে বেটি
বাসুদ্যাব আজার ঘরে
বারো বচ্চোর হইচে রে কইন্যা
বাপ-মায়ের ঘরোত[৫]।
(ও মোর বিদাতা বাপ-মায়ের ঘরোত)
মোনের খুশিতে দ্যাকো ছারভান
পাতালোত্ করে কিবা কাম
মহোলের ভেতরোত[৬] পালোং কইন্যায়
থরে থরে বিচান।
(ও মোর বিদাতা থরে থরে বিচান)
ওরে মোনের আশা করিয়া কইন্যা[৭]
শিংগারো করিয়া[৮]
চাতোক পাকির নাহান[৯] হয়া কইন্যা
অইলো তাই বসিয়া[১০]।
(ও মোর বিদাতা অইলো তাই বসিয়া)

ওরে ইদিগোতে[১১] বাসুদ্যাব আজা
করে কোনোবা কাম
সাগাই সোদরোক[১২] তকোন আজায়
জিয়াপোত্[১৩] করিয়া ন্যান।

ওরে বেটিছাওয়া ব্যাটাছাওয়া
দ্যাবদ্যাবী ডাকিনী যুগীনী
সগলোকে[১৪] করিলো দাওয়াত্
আনিয়া চিঠি ন্যাকি।
(ও মোর যাদুয়া আনিয়া চিঠি ন্যাকি)

ওপোনীত হইলো সগলে
তাইনা আজদরবারে
ওরে বইসপ্যার জন্যে আসোন দিলে
যার য্যামোন মিচালে।
(ও মোর যাদুয়া যার য্যামোন মিচালে)
ওরে দিন গ্যালো সইনজা হইলো[১৫]
মুন্সিক ডাকিয়া
পাতানি ছারভানের বিয়া
দিলো তাই পড়াইয়া।
(ও মোর যাদুয়া দিলো তাই পড়াইয়া)

ওরে হাত ধরি বাসুদ্যাব আজা
দামান্দোকে বলে[১৬]
যাও যাও যাও যাদু
মোর কইন্যারো মহোলো।
(ও মোর যাদুয়া কইন্যারো মহোলে)

ওরে দাসীর ঘরোক্ নিয়া রে দুলা
মহোলোত্ চলিলো
যেটেই আচিল[১৭] পাতানি ছারভান
মেত্তেই হাজুর করয়া দিলো।
(ও মোর যাদুয়া হাজুর করিয়া দিলো)

(বাওয়া পালোঙ্কোত্ বসিল দুলা
মোনেরো আনোনদে)
আসিলো পাতানি ছারভান
পাণের বাটা হাতে।
(ও মোর যাদুয়া পাণের বাটা হাতে)

বসিল দ্যাকো অইনা রে কইন্যা
নউতোন সোয়ামির বোগলে

সোনাহাত দিয়া পান কইন্যায়
তুলিয়া দিলো মুকে ।
(ও মোর যাদুয়া তুলিয়া দিলো মুকে)

ওরে পান খায়া দ্যাকো রে বাহাদুর
কইন্যার আগোত বলে[১৮]
শোনেক কইন্যা মোনের দুক্ষ
কয়া বুজাও তোরে ।
(ও মোর যাদুয়া কয়া বুজাও তোরে)
এ্যাতো দিনো হইলো রে ব'স মোর
বাপো মায়ের ঘরে
এই কিরা কাইরচো[১৯] কইন্যা
এলাহিরো আগে ।
(ও মোর যাদুয়া এলাহিরো আগে)
ওরে মোনের মোতোন করিম মুই বিদ্দা
বাপো মায়ের ঘরে
ছেউটি ছাওয়ার সোমে[২০] মইরচে বাপ-মাও
কাই পড়াইবে মোরে[২১]
(ও অসের কইন্যা কাই পড়াইবে মোরে)
তকনে কইচনো[২২] কিরা কারচি
মাতাত্ হাতো দিয়া
ন্যাকা-পড়া না কল্লে[২৩]
না করিম মুই বিয়া ।
(ও অসের কইন্যা না করিম মুই বিয়া)
মোর বরাতোত নাই[২৪] রে কইন্যা
মাও বাপ গ্যালো ইতিমো করিয়া
সেই কড়ালোত[২৫] আচো মুই
বন্দী যে হইয়া ।
(ও অসের কইন্যা বন্দী যে হইয়া)
ওরে এই মইতো দ্যাকো কইন্যা
ঠিক না আকিলে
কিবা জওয়াব দেইম মুই
হক আল্লার দরবারে ।
(ও অসের কইন্যা হক আল্লার দরবারে)
তুমি যদিকেল দয়া করো কইন্যা
অদমেরো তরে
তিসিন্নিয়া কড়াল মুক্তি

হইবে যে আমারে[২৬] ।
(ও অসের কইন্যা হইবে যে আমারে)
এই কতা শুনিয়া রে কইন্যা
ভাবিতে নাগিলো
সোনোত্ ধইরযো ধরিয়া রে কইন্যা
পরান রে বান্দিলো ।
(ও মোর যাদুয়া পরান রে বান্দিলো)
সিদিন হাতে[২৭] থাকে রে বাহাদুর
দোসরা জাগাতে[২৮]
ওরে এ্যাকলায়[২৯] থাকে কইন্যা
অই এ্যাকেলা পালোংগে ।
(ও মোর যাদুয়া এ্যাকেলা পালোংগে)
এইদ্যান করি কতপা দিন
গতো হয়া রে যায়
দ্যাকোনা তামোশা পয়দা
করিলো খোদায় ।
(ও মোর যাদুয়া করিলো খোদায়)
ওরে বাড়ি হতে এ্যাক মাইল হে
তপাতোত্ এস্কোল ছিল
সেই এস্কোলোত্ তায়জল বাহাদুর
পড়িতে নাগিলো ।
বারো বচ্চোর বাহাদুর
এস্কোল পাস করিলো[৩০]
কইন্যায় কয় মোনের আশা মোর
পুরা হয়া গ্যালো ।
(ও মোর বিদাতা পুরা হয়া গ্যালো)
এ্যাকদিন দ্যাকো রে ছারভান
সোয়ামির আগোত্ বলে
পুরেইম মুই মোনের আশা
বসিয়া ফুলোতে ।
(ও মোর বিদাতা বসিয়া ফুলোতে)
আজি হইলো তায়জল বাহাদুর
কইন্যাও খুশি হইলো
বিয়ানা হাতে[৩১] কইন্যার মহোল
সাজাইতে নাগিলো ।
(ও মোর বিদাতা সাজাইতে নাগিলো)
খাট-পালোং সাজায় কইন্যা

অংয়ের জামা জোড়া
ওরে সাইজবার নাগিলো কইন্যা
যেন কানচা সোনা।
(ও মোর বিদাতা যেন কানচা সোনা)
হ্যানকালে[৩২] চিঠি এ্যাকো
এস্কোল হাতে আইলো
চিঠি-পায়া তায়জল বাহাদুর
কইন্যার আগোত্ গ্যালো।
(ও মোর বিদাতা কইন্যার আগোত গ্যালো)
শোনেক কইন্যা পাতানি ছারভান
কয়া বুজাও তোরে
কিসোক বেন ডাকাইলে মোক
এস্কোলের মাস্টারে[৩৩]।
(ও মোর বিদাতা এস্কোলের মাস্টারে)
হাসিমুকে বিদ্যায় দিলো
পাতানি ছারভান
যাও সোয়ামি বিদ্যায় দিনু
সকাল সকাল আইসেন।
(ও মোর বিদাতা সকাল সকাল আইসেন)
বিদায় নিয়া তায়জল বাহাদুর
যায় আনোনদোতে
ওপোনীত হইলো যায়া
মাস্টারেরো আগোতে।
(ও মোর বিদাতা মাস্টারেরো আগোতে)
ওরে তামানদিন গ্যালো[৩৪] বইকাল হইলো
না আইলো ফিরিয়া
ঘাটার দিকি চায়া[৩৫] ছারভান
অইলো তাই বসিয়া।
(ও মোর বিদাতা অইলো তাই বসিয়া)
তবে দ্যাকো তায়জল বাহাদুর
পনতে ম্যালো দিলো
ঘাটাতে পাইকোড়ের গাচ
নজোরে দ্যাকিলো।
(ও মোর বিদাতা নজোরে দ্যাকিলো)
আচিল পাইকোড়ের নতা হে
নাইম্চে জমিনে
ওরে আচিল আলাদ সাপ এ্যাকো

কাটিলো মাতাতে।
(ও মোর বিদাতা কাটিলো মাতাতে)
ধায়া ধায়া ওটে বিষরে
বাহাদুরের গায়
ছারভান ছারভান বুলিয়া বাহাদুর
কানদিয়া হয়রান হয়।
ওরে কোনোমৌতে গ্যালো বাহাদুর
কইন্যারো সামোনে
বিষোতে অবোশ হয়া[৩৬] তাই
টলিয়ায় না পড়ে।
(ও মোর বিদাতা টলিয়ায় না পড়ে)
বসিয়া আচিল পাতানি ছারভান
পাইলো দ্যাকিবারে
আলু থালু ভ্যাশে[৩৭] রে কইন্যা
নাইগ্‌চে দউড়াইবারে।
(ও মোর বিদাতা নাইগচে দউড়াইবারে)
খানিক বাদে দ্যাকো কইন্যা
বুকে হাতো দিয়া
পাণের সোয়ামি তায়জল বাহাদুর
গেইচে রে মরিয়া।
(ও মোর বিদাতা গেইচে রে মরিয়া)
ওরে কাঁইদবার নাগিলো কইন্যা
পাগলি গুলার ভ্যাশে
তপাত হাতে দাসী-বান্দি
সেও কানদোন শোনে।
(ও মোর বিদাতা সেও কানদোন শোনে)
হাতা-হাতি[৩৮] খবোর দিলে
যেটেই বাপো মাও[৩৯]
শুনিয়া খবোর সগলে
উটিয়া দউড়ায়।
(ও মোর বিদাতা উটিয়া দউড়ায়)
ওপোনীত হইলো সগলে
বেটি দামানদের আগে
দ্যাকে বেটি কাইদবার নাইগচে
দামানদোক নিয়া কোলে।
(ও মোর বিদাতা দামানদোক নিয়া কোলে)

কইবরাজ ওজা দ্যাকো
আনে যে উটাকিয়া[৪০]
সগ্গই কয়[৪১] তোমার জামাই
গেইচে মরিয়া।
(ও মোর বিদাতা গেইচে মরিয়া)
মরোণ ভাবিয়া বাসুদ্যাব আজা
বেলোম নাই যে করে
ডাকেয়া তাই পাড়ার নোকজোন
কবোর খুঁড়বার বলে।
(ও মোর বিদাতা কবোর খুঁড়বার বলে)
কবোর খোঁড়া দ্যাকিয়া কইন্যায়
বাপের আগোত্ বলে
না দেইম[৪২] মুই সোয়ামি ধনোক
মাটি চাপা দিতে।
(ও মোর বিদাতা মাটি চাপা দিতে)
ওরে তবে দ্যাকো পাতানি ছারভান
করে কোনবা কাম
শা-চন্দন গাচ কাটি এ্যাক
নউকা বানেয়া ন্যান।
(ও মোর বিদাতা নউকা বানেয়া ন্যান)
ওরে তুলিয়া নিলো পাণের পতিক
সেই নউকার ওপোরে
পতিকে বাঁচপার জন্যে যাইবে তাই
নাগপুরো শওরে।
(ও মোর বিদাতা নাগপুরো শওরে)
ওরে নাগপুর শওরোত[৪৩] থাকে
নাগেরো সদ্দার
সেই জাগাতে[৪৪] যাইবে কইন্যা
করিতে তাই দিদার।
(ও মোর বিদাতা করিতে তাই দিদার)
ওরে দিনে আইতে যায় কইন্যা
আরাম নাই যে করে
ওরে কতোদিন বাদে গ্যালো কইন্যা
সইরোতো সাগোরে।
(ও মোর বিদাতা সইরোত্ সাগোরে)
দ্যাকো ভাইরে খোদার খ্যালা
কাই বুজিবার পারে

ওরে পদ্মার ওপরোত্[৪৫] পদ্মা দেবী
আসোন ভালা পাতে ।
(ও মোর বিদাতা আসোন ভালা পতে)
পদ্মাদেবী হইলো আজা
উনকুটি নাগের
দ্যাকিয়া কইন্যারো কানদোন
তাই সবারে না পারে ।
(ও মোর বিদাতা তাই সবারে না পারে)
কিসের জন্যে কনটই যাও মা
বাড়ি কোনোজাগাতে
শোতাইচো নউকাতে যে জোনোক্
কাইবেন হয়[৪৬] তোমারে ।
(ও মোর বিদাতা কাইবেন হয় তোমারে)
কানদি কানদি কয় ছারভান
মোন মাও জননী
বাসুদ্যাব আজার বেটি মুই
নাম ছারভানো পাতানি ।
(ও মোর বিদাতা নাম ছারভানো পাতানি)
সাপে কাটিয়া মাইরচে সোয়ামিক্
তাকে কোলোত নিয়া[৪৭]
যেটেই আচে নাগপুর শওর
সেই জাগাত্ যাও পতিক জিবারো বুলিয়া ।
(ও মোর বিদাতা পতিক জিবারো বুলিয়া)
বারো বচ্চোর হইচে রে পতি
মোকে বিয়া করে
পাতোর বুকোত্ দিয়া কাটাইচো[৪৮] দিন
তাকে পাবার বুলে[৪৯] ।
(ও মোর বিদাতা তাকে পাবার বুলে)
হাতের পান নাই খায় সোয়ামি)
এনা যৈবোন কালে
যিদিন হইবে মেলোন
সেইদিনে তাই মরে[৫০] ।
(ও মোর বিদাতা সেইদ্নে তাই মরে)
এই কতা কয়া ছারভান
কানদে জারে জারে
দয়া করো মাও জননী
দয়া করো মোরে ।

(ও মোর বিদাতা দয়া করো মোরে)
পদ্মাদেবী কয় কতা
ছারভোনেরো আগে
শোন মাও মোর ছারভান বিবি
জবান শেনো মোরে।
(ও মোর বিদাতা জবান শোনো মোরে)
তোমার সোয়ামিক কাইটচে মা
আগুনি বোড়া নাম
ওরে বাইচপে[৫১] তোমার সোয়ামি
শোন দিয়া মোন।
(ও মোর বিদাতা শোন দিয়া মোন)
পদ্মার নামে পাও যদিকেল মা
পূজা করিবারে
তে হইলে বাঁচে দেই তোমার সোয়ামিক্
এই সাগোরের মাজে।
(ও মোর বিদাতা এই সাগোরের মাজে)
তবে দ্যাকো পাতানি ছারভান
বেলোম না করিলো
দুই হাত করিয়া জোড়া
ছালাম করিয়ায় নিলো।
(ও মোর বিদাতা ছালাম করিয়ায় নিলো)
পূজা পায়া পদ্মা দেবীর
আনোনদিত্ মোনে
আগুনি বোড়ার আগোত্ কতা
নাইগচে বলিবারে।
(ও মোর বিদাতা নাইগচে বলিবারে)
শোন হে আগুনি বোড়া
জাবান শোন মোরে
ওরে তায়জল বাহাদুরের বিষ
তুলিয়া নে তোর মুকে।
(ও মোর বিদাতা তুলিয়া নে তোর মুকে)
হুকুম পায়া আগনি বোড়া
করে সেই রে কাম
উটিল দ্যাকো তায়জল বাহাদুর
নিয়া আল্লার নাম।
(ও মোর বিদাতা নিয়া আল্লার নাম)
সেত্তেই হাতে[৫২] দ্যাকো ছারভান

ফিরিয়া চলিলো
হ্যানকালে দ্যাকো বাহাদুর
শুতিয়া নিদ বা গ্যালো।
(ও মোর বিদাতা শুতিয়া নিদ বা গ্যালো)
নিদোতে দ্যাকে বাহাদুর
দোস্তোরো তরে
দোস্ত তার বন্দী হয়া আচে
দূরজোন কুমিরেরো প্যাটে।
(ও মোর বিদাতা দূরজোন কুমিরেরো প্যাটে)

এই স্বপ্নো দ্যাকিয়া বাহাদুর
ঝাঁপিয়া উটিলো
গোট-গোট করি সউগ কতা তার
মোনোতে পড়িলো[৫৩]।
(ও মোর বিদাতা মোনোতে পড়িলো)
দোস্তোর জন্যে দ্যাকো বাহাদুর
নদীতে ঝাপ দিলো
নদীত্ ঝাঁপ দিতে মোত এলাহি
হুকুম করিয়ায় দিলো।
(ও মোর বিদাতা হুকুম করিয়ায় দিলো)
এলাহির হুকুমে খোয়াজ
বাহাদুরোক্ কোলোত্ তুলিয়া নিলো
ওরে তাক দ্যাকিয়া পাতানি ছারভান
ব্যাহুঁশ হয়া পইলো।
(ও মোর বিদাতা ব্যাহুঁশ হয়া পইলো)
পড়িয়া অইলো ছারভান
নউকারো ওপোরে[৫৪]
দ্যাকো উতি খোয়াজ খিজির
কিবা কামো করে।
(ও মোর বিদাতা কিবা কামো করে)
ওরে গোট গোট করি যতো কতা
নাইগচে পুচিবারে
কাইনতে কাইনতে তকোন বাহাদুর
খোয়াজোকে বলে।
(ও মোর বিদাতা খোয়াজোকে বলে)
এ্যাতেক শুনিয়া খোয়াজ
আরাম নাই যে করে

কুমির কুমির বুলিয়া খোয়াজ
নাইগচে ডাকাইবারে।
(ও মোর বিদাতা নাইগচে ডাকাইবারে)
এ্যাক ডাক দুই ডাক
তিন ডাকো রে দিলো
চাইর ডাকের কালে কুমির
ভাসিয়া উটিলো।
(ও হায়রে ভাসিয়া উটিলো)
খোয়াজে কয় শোন কুমির
হুকুমো আল্লার
তোমার প্যাটাত[৫৫] আচে বনদো
ছায়েদো কুমার।
(ও হায়রে ছায়েদো কুমার)
খালাস করি দেও কুমির
ছায়েদেরো তরে
এলাহি তোমার ওপরে
এই না হুকুম করে।
(ও হায় রে এই না হুকুম করে)
হুকুম শুনি দ্যাকো কুমির
ওগলেয়া দিলো[৫৬]
এ্যাতো দিন বাদে বইল মাচ
ঝাঁপিতে নাগিলো[৫৭]।
(ও হায় রে ঝাঁপিতে নাগিলো)
ওরে বইল মাচোক হুকুম দিলো
খোয়াজো আপোনি
ওগলেয়া দিলো বইল মাচে
ছায়েদের হাড়খ্যানি।
(ও হায় রে ছায়েদের হাড়খ্যানি)
হাড় নিয়া দ্যাকো রে খোয়াজ
বেলোম নাই যে করে
ইন্নিলে আকিলো হাড়
এলাহির হুকুমে।
(ও হায় রে এলাহির হুকুমে)
হাগ হাতে হইলো দ্যাহো
হুকুম আল্লার
জিন্নিল হাতে[৫৮] উহু দ্যাকো
আইলো যে তাহার।

(ও হায় রে আইলো যে তাহার)
বাঁচিয়া উটিলো ছায়েদ
হুকুমে আল্লার
শুকুরের সেজ্জা কতো তাই
নাইগচে করিবার।
(ও হায় রে নাইগচে করিবার)
ওরে গলাগলি দোনদোস্ত
কানদিয়া হয়রান
খোয়াজো কয় শোন বাচা
শোনদিয়া মোন।
(ও মোর বিদাতা শোনদিয়া মোন)
কোন জাগাত্ যাইবে বাচা
কওতো আমারে
পলোকোতে[৫৯] পঁচেয়া দ্যাও মুই
যাইবে যেখ্যানে।
(ও মোর বিদাতা যাইবে যেখ্যানে)
বাহাদুরে কয় শোন পীর
আরোজে কদোমে
দ্যাকিবো তোমার মুল্লুক
এই কয় মোর মোনে।
(ও মোর বিদাতা এই কয় মোর মোনে)

তিসিন্নিয়া দ্যাকো অইনা রে খোয়াজ
করে কিবা কাম
দরিয়ার তলোতে পত
সাজোন করিয়া দ্যান।
(ও মোর বিদাতা সাজোন করিয়া দ্যান)
সেই ঘাটা দিয়া দোনজোন
যায় ধেরে ধেরে[৬০]
দোস্তকে পায়া বাহাদুর
হাসে মোনে মোনে।
(ও মোর বিদাতা হাসে মোনে মোনে)
ওরে দ্যাগদ্যাগিতে[৬১] দ্যাকো দুইজোন
কতো দূরোত্ গ্যালো
সামোনে শওর এ্যাক
দ্যাকিবারে পাইলো।
(ও মোর বিদাতা দ্যাকিবারে পাইলো)

ওরে ঝলোমলো করে শওর
দলান সারি সারি
সেই আইজ্জের আজা[৬২] হইলো
নামে শাহাবারী ।
(ও মোর বিদাতা নামে শাহাবারী)
বড় ধার্মিক আচিল আজা
বড় দয়াবান
পোজ্জাগণোক পালে আজায়
ব্যাটারো সোমান ।
(ও মোর যাদুয়া ব্যাটারো সোমান)
ওপোনীত হইলো দোনজোন
শওরের মাজারে
ঝলকমারী নামে কইন্যা
আচে তারো ঘরে ।
(ও মোর যাদুয়া আচে তারো ঘরে)
অওশন ভানু[৬৩] ছোট বইন
দুই কইন্যা ছিল
দাসীর ঘরোক নিয়া কইন্যা
ছরোবরোত গ্যালো ।
(ও মোর যাদুয়া ছরোবরোত্ গ্যালো)
আগোত্ যায় ঝলকমারী
পাচে যায় অওশন
হাঁসের নাহান ক্যাতবেয়া কইন্যা
জলের ঘাটোত যান[৬৪] ।
(ও মোর যাদুয়া জলের ঘাটোত যান)

ওপাত হাতে বাহাদুর ছায়েদ
পাইলো দ্যাকিবারে
দ্যাকিয়া অওশন ভানুক
না পারে টিকিতে ।
(ও মোর যাদুয়া না পারে টিকিতে)
হায় হায় করিয়া ছায়েদ
টলিয়ায় পড়িলো
এ্যাক ব্যাহুঁশে ছায়েদের দ্যাকো
তিনদিন কাটিয়া গ্যালো ।
(ও মোর যাদুয়া কাটিয়া গ্যালো)
মোনে মোনে ভাবে বাহাদুর

কি দুক্কো ঘটিলো
কইন্যাকে দ্যাকিয়া দোস্ত
পাগোল রে হইলো।
(ও মোর বিদাতা পাগোল রে হইলো)
ওরে আদ্দুর হাতে[৬৫] দুই বইনে
দ্যাকিতে পাইলো
দ্যাকিতে দুইজোনের তামশা
তিনদিন কাটিয়া গ্যালো।
(ও মোর বিদাতা তিনদিন কাটিয়া গ্যালো)
মোনে মোনে কবার নাগিলো বাহাদুর
কি দুক্কো ঘটিলো
কইন্যাকে দ্যাকিয়া রে দোস্ত
এদ্যান ক্যানে বা হইলো[৬৬]।
(ও মোর বিদাতা এ্যাদান ক্যানে বা হইলো)
ওটে পড়ে দুইজোন তামরা
পাইলো দ্যাকিবারে
অওশন ভানুক ডাকেয়া কতা
ঝলকমারীক বলে।
(ও মোর বিদাতা ঝলকমারীক বলে)

দ্যাকেক দিতি চায়া দ্যাকেক
এই ক্যামোন তামোশা
হাকামে দ্যাকিয়া[৬৭] দোনজোন[৬৮]
হইচে যে পাগেলা।
(ও মোর বিদাতা হইচে যে পাগেলা)
মরে বুজিক্যাল দুইজোন ব্যাটাছাওয়া
হামারো নাগিয়া[৬৯]
দোজোগোত্ হামরা মইরমো দুই বইন
তো মারে নাগিয়া[৭০]।
(ও মোর বিদাতা ও মারে নাগিয়া)
হাঁটেক দিদি[৭১] যায়া দ্যাকি
কিবা তামার মোনে
ওটে আর পড়ে ক্যানে
কি হইচে তামারে।
(ও মোর বিদাতা কি হইচে তামারে)
ওরে হাত ধরাধরি করি
দোন বইন যায় ধেরে ধেরে

যতো আচিল দাসী বান্দি
খ্যাদেয়া দিলো[৭২] রে দূরে।
(ও মোর বিদাতা খ্যাদেয়া দিলোরে দূরে)
ওপোনীত হইলো দোনো জোন
যেটেই বাহাদুর ছায়াদ
সামনোত যায়া[৭৩] যায়া দোনোজোনে
পুচ করে তামাক।
(ও মোর বিদাতা পুচ করে তামাক)
তরে তবে দ্যাকে অইনা রে ছায়াদ
বেলোম না করিলো
ইশারাতে গান এ্যাক
কবার তাই নাগিলো[৭৪]।
(ও মোর বিদাতা করার তাই নাগিলো)
ওরে গান এ্যাক কয় ছায়াদ
কইন্যার দিকি চায়া
দ্যাকি কইন্যা কিবা জওয়াব দ্যায়
এই গানো শুনিয়া।
(ও মোর বিদাতা এই গানো শুনিয়া)

কোন শওরোত[৭৫] বাড়ি কইন্যা রে
ও কইন্যা কোন শওরোত্ ঘর
কি নাম তোমার মাতাপিতার
কি নামো তোমার।
এই শওরোত্ বাড়ি বনদুরে
এই শওরোত্ ঘর
বাপের নাম হইলো শাহাবারী
অওশন ভানু নাম মোর।
কিবা কামে আইলেন কইন্যা রে
কইন্যা কও সইত্য করি
বাইরোতে আইলেন ক্যানে[৭৬]
এ্যামোনো যোবোতি।
আজার কইন্যা হও বনদুরে
বনদু ভয় কি আমারে
তোমাক দেইকতে আসনু মুই
এই জলের ঘাটে[৭৭]।
সইত্য করিয়া কও কইন্যারে
তোমার বাপ হয় রে ক্যামোন

ঘরোত্ আচে কিনা তোর
যৈবোনের সোয়ামি ধন।
বারো বচ্চোর বয়োস বনদু রে
বনদু বাপ মোরে ভালো
তোমাকে দ্যাকিয়া হইলো মোর
যৈবোনের জনজাল।
ছপোর কইরতে আসনু কইন্যা রে
তোমারো না দ্যাশে
তোমার জনজাল হইলে কইন্যা
কি উপায় আচে।
হাঁটেক বনদু হামার বাড়ি রে
তোমাক নেইম[৭৮] মুই সাতে
মোনের ভেতরোত্ তোমাক দেইম
জাগা রে করে[৭৯]।

ওরে এই কতা শুনিয়া তকোন
দোস্ত দুইয়োজোন
দুই কইন্যার সাতে দুইজোন
করিলো গমোন।
(ও মোর বিদাতা করিলো গমোন)
ওরে ধেরে ধেরে যায় চাইরজোন
অন্তষপুরের মাজে
তপাত হাতে[৮০] কইন্যার মায়ে
পাইলো দ্যাকিবারে।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
ওরে কোন বা ঠাকার[৮১] চায়ার ছাওয়াক্
আনে সাতে করি
ওরে তামার সাতে[৮২] মোর বেটি
কইরচে পিরিতি।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)

ওরে জাইত গ্যালো কুল গ্যালো রে
তাতে কি বেন ক্ষতি
ওরে এ্যালায় শুনিলে কইন্যায়
কাইট্পে[৮৩] খণডো করি।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)

ওরে দুই বেটি দুইজোনার
হাতো রে ধরিয়া

মাওয়োর আগোতে দুইজোন
পঁচিলো যে যাইয়া।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
ওরে ছালাম করিলো দুই দোস্তরে
আনির পাওয়োত হাতো দিয়া
মাওয়ের আগোত্ কবার নাগিলো কইন্যা
কানদিয়া কানদিয়া।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
শোন শোন মাও জননী
কয়া বুজাও তোরে
এই দুইজোন ছাড়া সোয়ামি নাই
হামারো কপালে।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
এই কতা শুনিয়া আনির
সুক্কে নাই রে আও
ওরে দুইজোনে দুইজোনোক নিয়া
মাও মোর বাসোর ঘরোত্ যাও।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
ওরে বারবার না দিবে মাও মোর
আকিবে খঁসিয়া[৮৪]
তোমার জন্যে তোমার বাপোক
বুজাইম মুই বসিয়া[৮৫]।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
এই কতা কয়া আনিরে
বেলোম না করিলো
মহোলের ভেতরোত যায়া আনি ক্যাবোল
পাগলি মাজিলো।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
ছিঁড়িল তাই মাতার চুল
পেঁদনের শাড়ি
অলোঙ্কার খুলিয়া আনি
তাই হইলো পাগোলিনী।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
দুয়ারোত আচিল[৮৬] ঘন্টা বান্দারে
আনি হাতোত্ তুলিয়া নিলো
মহাজোরে তিন বাড়ি
ডাঙ্কাতে বাইড়াইলো।

ওরে ডঙ্কার বাড়ি শুনিয়া আজার
জিউবা উড়ি গ্যালো[৮৭]
ভরা সবা ভংগোদিয়া
মহোলোত চলিলো।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
দ্যাকে আনি কাইদবার নাইগচে
ধুলাতে পড়িয়া
হাত ধরি তুলিয়া আনিক
ধুলা দ্যায় মুচিয়া।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
ওরে শোন আনি পাটেশ্বরী
কি হইলো তোমার
কিসের দুক্কোতে এদ্যান হলু
কহো সোমাচার।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
শোন আজা দুক্কের কতা
শোন দিয়া মোন
ওরে পাঁচজোন দাসী নিয়া গোচনু মুই
করিবারে চাঁদ।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
হ্যানকালে কইন্যার কতা রে
পড়ি গ্যালো মোনে
বারো বচ্চোর হইচে কইন্যা
সোয়ামি নাই তার ঘরে।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
নদীর বাতাতে[৮৮] কিরা কাইড়চো[৮৯] মুই
নদীকে সাক্কি থুইয়া
যাকে দ্যাকিস[৯০] তাকে দ্যাকি
বেটির দেইম রে বিয়া।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
হ্যানসোমে[৯১] দ্যাকো আজা
দ্যাকো মুইও চায়া[৯২]
দুইজোন সদাগর আইলো
নাওয়োত সোয়ার হইয়া।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
সোনদোর দুইজোন ছাওয়া রে
পুন্নিমারো চাঁদ

বেটি জামাই হইলো চাইরজোন
সোমানে সোমান[৯৩] ।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
হাত ধরিয়া নিয়া আনু তামাক
আমারো মহোলে
ওরে দুই বেটিক দুইজোনকে
তুলিয়া দিনু মুই হাতে ।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
মহাসুকে আচে বেটি
জামাইক কোলোত্ নিয়া
যা হয় এ্যালা করো আজা
তোমার মোনোতে ভাবিয়া ।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
এই কতা শুনিয়া আজা
ভাবিতে নাগিলো
মোনের মোতোন সোয়ামি বেটি
বাঁচিয়ায় না নিলো ।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)

ওরে আজি হইলো শাহাবারী বাশ্শারে
আনিরো সামোনে
ওরে পোজ্জা-পাইটের আগোত কতা
নাইগচে বলিবারে[৯৪] ।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
ওরে শোন রে নগোরবাসী
হুকুমো আমার
আইজ ব্যালা পনতার ওজনে
বেটিক বিয়ার করো না তৈয়ার ।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)

ওরে হুকুম পায়া দ্যাকো দেওয়ান
বেলোম নাই যে করে
শাশুড়ি নাউয়া ধোপাক
জিয়াপোতো করে ।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)

ওরে ওপোনীত হইলো সগলে
আজারো বাড়িতে[৯৫]

হুকুম দিলো শাহাবারী আজা
জামাই সাজাইবারে।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
ওরে হুকুম পায়া যতো গীদেলনী[৯৬]
বেলোম না করিলো
গাওধোয়া দিয়া তামরাগুলা[৯৭]
সাজোন করেয়া দিলো।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
ওরে হাজুর করাইলো[৯৮] দুইজোনোক
ভরা সবার মাজে
পড়েয়া দিলো বেটির বিয়া
বাশ্‌শায় আসিয়া নিজে।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)

ওরে দোয়া দিলো যতো নোকজন
দুইজোনেরো তরে
এ্যাক এ্যাক করি সগলে দ্যাকো
গ্যালো বাড়ির পরে।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
দোয়া দিয়া পোজ্জাগণ হে
সগলে গ্যালো বাড়ি[৯৯]
ওরে বাসোর ঘরোত্‌ নিয়া গ্যালো দুলা
অইনা দাসী বান্দি।
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
দুইজোনোক্‌ শাহাবারী আজা রে
বিচারো করিয়া।
আপোনারো আইজ্জো দিলো
দুই ভাগো করিয়া
(দারুণ বিদি এই আচিল রে)
ওরে সুকের ভেতরোত থাকে দুইজোন
দুই কইন্যাকে নিয়া
জলমের মোত[১০০] দুক্কো
গ্যালো রে নিবিয়া।
(ও মোর বিদাতা গ্যালো রে নিবিয়া)

এইনা ভাবে দুইয়ো রে দোস্ত
সুকের ভেতরোত[১০১] থাকে

কইন্যাকে ডাকেয়া কতা
নাইগচে বলিবারে।
শোন শোন ওহে কইন্যা
কয়া বুজাও তোরে
ম্যালাদিন[১০২] হইলো কইন্যা
নাই যাই হামরা শিকার করিবারে।
(ও মোর বিদাতা শিকার করিবারে)

টুল টুলানা হন কইন্যা[১০৩]
বিদ্যায় দ্যাহো মোরে
বিদ্যায় নিয়া যাও এ্যালা মুই
শিকার করিবারে।
(ও মোর বিদাতা শিকার করিবারে)
এই কতা শুনিয়া কইন্যা
বিদ্যায় ভালা দিলো
হাত্তি ঘোড়া নয় বা নস্কোর
সাজোন করিয়ায় নিলো।
(ও মোর বিদাতা সাজোন করিয়ায় নিলো)
ছায়েদে কয় শোন কইন্যা
জবান শোন মোরে
হাঁটিয়া হাঁটিয়া কইরমো[১০৪] শিকার
বলিনু তোমারে।
(ও মোর বিদাতা বলিনু তোমারে)

বিদ্যায় নিয়া দোন দোস্ত রে
ঘাটাতে চড়িলো
বেরবোন জংগোল[১০৫] বুলিয়া
দউড়াইতে নাগিলো।
(ও মোর বিদাতা দউড়াইতে নাগিলো)

দিনে আইতে যায় দোনোজোন
আরাম নাই যে করে
এ্যাকমাস বাদে[১০৬] গ্যালো দোনোজোন
বেরবোন জংগোলে।
(ও মোর বিদাতা বেরবোন জংগোলে)
ওপোনীত হইলো দোনজোন
জংগোলো কিনারে

এলাহি আমিন আল্লায়
কিনা খ্যালা খ্যালে।
(ও মোর বিদাতা কিবা খ্যালা খ্যালে)
ওরে বসিল যায়া দ্যাকো দোনেজোন
বটগাচের তলে
হ্যানসোমে হরিণী[১০৭] এ্যাক
পাইলো দ্যাকিবারে।
(ও মোর বিদাতা পাইলো দ্যাকিবারে)
ওরে দুই দোস্ত উটিয়া তবে
বেলোম নাই যে করে
তীর নিয়া হরিণের পাচোত্[১০৮]
নাইগচে দউড়াইবারে।
(ও মোর বিদাতা নাইগচে দউড়াইবারে)

সারাদিনো দউড়ায় হরিণ
ধরিবার না পারে
সইনজা কালে[১০৯] দ্যাকো হরিণ
কিবা কামো করে।
(ও মোর বিদাতা কিবা কামো করে)
জংগোলের মাজখ্যানে
ওপোনীত হইলো
দেইকতে দেইকতে[১১০] সেই হরিণ
গায়েব হয়া গ্যালো।
(ও মোর বিদাতা গায়েব হয়া গ্যালো)
সেই আইতোতে দোন দোস্ত
বইসে গাচের তলে
বিয়ানা উটিয়া ছায়েদ
পাইলো দ্যাকিবারে।
(ও মোর বিদাতা পাইলো দ্যাকিবারে)
সোনার মোতোন কইন্যা এ্যাক
ঝলমল ঝলমল করে
জংগোল হইচে আলো
কইন্যারো উপোতে।
(ও মোর বিদাতা কইন্যারো উপোতে)
এ পাকে ও পাকে নাই কেউ[১১১]
বসিয়া তপ করে

দ্যাকিয়া দোন দোস্ত
ধেরে ধেরে হাঁটে ।
(ও মোর বিদাতা ধেরে ধেরে হাঁটে)
কইন্যার সামনোত্ যায়া
ছায়েদ কুমার
কবার নাগিলো কতা
করিয়া চিক্কার ।
(ও মোর বিদাতা করিয়া চিক্কার)
শোন হে যোবোতি কইন্যা
মুই বলো তোমারে
এ হ্যানো বয়সে ক্যানে[১১২]
বোনবাসের মাজে ।
(ও মোর বিদাতা বোনবাসের মাজে)
মাতা নাহি তোলে রে কইন্যা
আও নাহি কাড়ে
তাক দ্যাকিয়া দোন দোস্ত
ভাবে মোনে মোনে ।
(ও মোর বিদাতা ভাবে মোনে মোনে)

এ্যালা দ্যাকো ইগলা কতা
অইলো ভালে ভালে
কইন্যার কতা এ্যালা কিচু
শুনিয়া ন্যাও সক্কলে ।
(ও মে বিদাতা শুনিয়া ন্যাও সক্কলে)
পাহাড়োত্ থাকে বাশ্শা
পাহাড়ি আজা হন
তার ঘরোত আচে কইন্যা
নামে কুলুকজান ।
(ও মোর বিদাতা নামে কুলুকজান)
ওরে বারো বচ্চোর হইচে কইন্যার রে
বয়সে যোবোতি
দিনে আইতে করে কইন্যায়
খোদারো বন্দেকি ।
(ও মোর বিদাতা খোদারো বন্দেকি)
চইদ্দো বচ্চোর বস কইন্যার
বাপের বাড়ি ছাড়ি
জংগোলোতে আসি কইন্যা

হইলো তাই তপোস্বী।
(ও মোর বিদাতা হইলো তাই তপোস্বী)
বারো বচ্চোর বয়সে কইন্যা
বচ্চিল তপোতে
এ্যাকদিন থাইকতে বাকি
ছায়াদে দ্যাকিল তাই কইন্যাকে।
(ও মোর বিদাতা দ্যাকিল তাই কইন্যাকে)

ওরে ওত্তোর না পায়া[১১৩]
করে কোন বা কাম
ধরিয়া তাই কইন্যার হাত
টানিয়ায় তোলেন।
(ও মোর বিদাতা টানিয়ায় তোলেন)
চউক ম্যালিয়া[১১৪] দ্যাকে কইন্যা
ছায়াদেরো তরে
গোসাতে জ্বলিয়া কইন্যা
শাওশারাপ দিলো তারে।
(ও মোর বিদাতা শাওশারাপ দিলো তারে)
যাও যাও ওরে গওয়াড়[১১৫]
মাটিতে মিশিয়া
এই দণ্ডতে যাও তুমি
অওশন ভানুর প্যাটোতে মিশিয়া।
(ও মোর বিদাতা প্যাটোতে মিশিয়া)
এই কতা যকোন কইন্যা
মুকোতে আনিলো
খোদার হুকুমে ছায়াদ
গায়েব হয়া গ্যালো।
(ও মোর বিদাতা গায়েব হয়া গ্যালো)
অই শওরোতে আচিল
শফর আজা নাম
তাহার আনি হইলো ভাইরে
অওশন ভানু নাম।
(ও মোর বিদাতা অওশন ভানু নাম)
সেইদিনে দ্যাকো আনি
পাকছাপ হইয়া
মিলিলো পতির সনে
খুশিতে ভরিয়া।

আল্লার হুকুমে আলীর
গব্বোপতী হইলো
ছায়েদ যায়া তর
ওদ্দোরোত্ পেঁচিলো[১১৬]।
(ও মোর বিদাতা ওদ্দোরোত্ পেঁচিলো)
দশ মাস থাকে ছায়াদ
প্যাটে বনদো হয়া
বাহাদুরেরর কতা এ্যালা
শোন মোন দিয়া।
(ও মোর বিদাতা শোন মোন দিয়া)

যকোন গেইলেন ছায়াদ
মাটিতে মিশিয়া
কইন্যার পাওয়োত পড়ে
বাহাদুর কানদিয়া কানদিয়া।
(ও মোর বিদাতা কানদিয়া কানদিয়া)

মাপ করো ও জননী
মাপ করো মোরে
দয়া করি বাঁচাও জননী
অদোমো সনতানে।
(ও মোর বিদাতা অদোমো সনতানে)
কতাগুনি দ্যাকো কইন্যার
দয়া ভালা হইলো
বাহাদুরের আগোত্ কতা
বলিতে নাগিলো।
(ও মোর বিদাতা বলিতে নাগিলো)
যাহো যাহো ওরে বাহাদুর
বাড়িতে চলিয়া
তিন বচ্চোর বাদে ছায়েদ
দ্যাকা দিবে আসিয়া।
(ও মোর বিদাতা দ্যাকা দিবে আসিয়া)
ওরে এই কতা শুনি বাহাদুর
কানদে জারে জারে
দোস্তকে ছাড়িয়া জননী
ক্যামনে যাইম মুই ঘরে[১১৭]।
(ও মোর বিদাতা ক্যামনে যাইম মুই ঘরে)

নাহি যাও ওরে তায়জল
কতা শোনো মোরে
ছফোর বাশ্‌শার চাক্‌রি করো যায়া
বলিলাম তোমারে।
(ও মোর বিদাতা বলিলাম তোমারে)
এই কতা শুনি বাহাদুর
বেলোম না করিলো
ছফোর বাশ্‌শার বাড়ি বুলিয়া
পনতে ম্যালা দিলো।
(ও মোর বিদাতা পনতে ম্যালা দিলো)

ওপোনীত হইলো রে ছায়াদ
ছফোর আজার ঘরে
বসিয়া আচে ছফোর আজা
পাইলো দ্যাকিবারে।
(ও মোর বিদাতা পাইলো দ্যাকিবারে)
ডাইনে ছালাম করিয়া বাহাদুর
বামে খাড়া হইলো
মেন্নতি[১১৮] করিয়া কতা
বলিতে নাগিলো।
(ও মোর বিদাতা বলিতে নাগিলো)
শোন বাশ্‌শা আলোমপনা
আচি পদতলে
তোমার নাম শুনিয়া আসুন মুই
চাকরি করিবারে।
(ও মোর বিদাতা চাকরি করিবারে)

ওরে দ্যাকিয়া সেই ছফোর আজা
বেলোন নাই যে করে
হাত ধরি টানি বসায় বাচাক্‌
তকতেরো ওপোরে[১১৯]।
(ও মোর বিদাতা তকতেরো ওপোরে)

শোন বাওয়া তায়জল বাহাদুর
মুই বলো তোমারে
তারা ভানু নামে বেটি
আচে মোরো ঘরে।
(ও মোর বিদাতা আচে মোরো ঘরে)

সেই কইন্যাক বিয়া করি হে
থাকো হামার বাড়ি[১২০]
পালিম তোমাকে মুই
নিজের ব্যাটা বলি।
(ও মোর বিদাতা নিজের ব্যাটা বলি)

তবে দ্যাকো তায়জল বাহাদুর
বেলোম্ না করিলো
ছফোর বাশ্শার আগোত্ কতা
বলিতে নাগিলো।
(ও মোর বিদাতা বলিতে নাগিলো)
শোন বাশ্শা আলোমপনা
আচি পদোতলে
যে হুকুম করিবে তুমি
সেইটায় তুলিয়া নেইম মুই সাতে[১২১]।
(ও মোর বিদাতা তুলিয়া নেইম মুই সাতে)
ওরে হুকুম পায়া ছফোর বাশ্শা
ভাবে মোনে মোনে
আজার আলীর আগোত্ কতা
নইগচে বলিবারে।
(ও মোর বিদাতা নাইগচে বলিবারে)
শোন আলী পাটেশ্বরী
মুই বলো তোমারে
সঁপিনু তারা ভানু কইন্যাক্
বাহাদুরের হাতে।
(ও মোর বিদাতা বাহাদুরের হাতে)
শুনিয়া এইসব কতা
আলীর মোনোতে উল্লাস্
সঁপিদিলে তকোন তারা ভানু কইন্যাক্
হাতোতে তাহার।
(ও মোর বিদাতা হাতোতে তাহার)

হুকুম পায়া ছফোর আজা
দেওয়ানোকে বলে
বিয়ার জোগাড় করো দেওয়ান
কনু যে তোমারে।
(ও মোর বিদাতা কনু যে তোমারে)

হুকুম শুনি আজার দেওয়ান
বেলোম নাই রে করে
জিয়াপোত[১২২] দিলে তাই
সাগাই আর সোদোরে।
(ও মোর বিদাতা সাগাই আর সোদোরে)
হাতি-ঘোড়া পাইক ঢুলি
শূন্নো ব্যাওমার
সাজোন হইলো সগলে দ্যাকো
বানদিয়া কাতার।
(ও মোর বিদাতা বানদিয়া কাতার)

সাজিল দ্যাকো হাতি-ঘোড়া
নাহি যায় রে গনা
হাতির পাওয়োত্ মোড়য়া দিলে আজায়
কাঁচা থানের সোনা।
(ও মোর বিদাতা কাঁচা থানের সোনা)
তীর গোলা বন্দুক কামান
হাজারে হাজার
নাজির উজির কোতোয়াল কতো
কাই করে শুমার[১২৩]।
(ও মোর বিদাতা কাই করে শুমার)
হুকুম দিলে আজার দেওয়ান
দরবারেরো পরে
সাজোন হইলো অইনা রে বাশ্‌শা
বলিনু তোমারে।
(ও মোর বিদাতা বলিনু তোমারে)

সাজোন হয়া ছফোর আজা
মহোলোতে গ্যালো
আলীকে ডাকেয়া কতা
বলিতে নাগিলো।
(দারুণ বিদি এইনা ছিল রে)
শোনেক শোনেক ওরে আলী
হুকুমো আমার
আইয়ো বইরাতীক ডাকেয়া কয়
দুলা সাজাইবার।
(দারুণ বিদি এই না ছিল রে)

হুকুম পায়া বইরাতীর ঘর
বেলোম না করিলো
দুলাকে নিয়া তামরা
ছরোবরোত গ্যালো ।
(দারুণ বিদি এই না ছিল রে)
গাওধোয়া তাইনা রে দুলাক
বসাইলো খাটে
আতোর মিসি কতো জল
ঢালে তারো মাতে ।
(দারুণ বিদি এইনা ছিল রে)
ওরে নানা জাতের জামা জোড়া
সোনারো পাগুড়ি
মোনের মোতোন সাজাইল দুলাক
দেইকতে হুরপরি ।
(দারুণ বিদি এই না ছিল রে)
যকোন দ্যাকো সাজিল দুলা
চাঁদ পুন্নিমার
আইয়ো বইরাতীরা দ্যাকি
ক্যাবোল করে হায় রে হায় ।
(দারুণ বিদি এই না ছিল রে)
আহা আল্লা মাবুদ মওলা
এই আচিল কপালে
দুলাকে দ্যাকিয়া যেন
মোন না বান্দে কারে ।
(দারুণ বিদি এই না ছিল রে)
হামরা[১২৪] পাইচনো ধন
তারা ভানুই খায় বসি
এই বুলিয়া কানদে ভাইরে
যতো দাসী বান্দি ।
(দারুণ বিদি এই না ছিল রে)
সাজাইলো দুলাক দ্যাকো
মোনের মোতোন করি
সফোর আজা দ্যাকো ভাই রে
যে জাগাত্ আচিল বসি ।
(দারুণ বিদি এইনা ছিল রে)
দুলাকে দ্যাকিয়া আজার

খুশির 'ওড়' নাই
আল্লায় মিলাইলো মোকে
উপোসী জামাই[১২৫]।
(দারুণ বিদি এইনা ছিল রে)
হ্যানোকালে যতো নগোরবাসী
আসিয়া পঁচিলো
তারা ভানুর বিয়া আজায়
পড়েয়ায় যে দিলো।
(দারুণ বিদি এইনা ছিল রে)
দোয়া করি সগলে মিলি
বিদ্যায় হয়া গ্যালো
দুলাকে নিয়া দাসী
মহোলোত্ চলিলো।
(দারুণ বিদি এইনা ছিল রে)
মহোলোত থাকে বাহাদুর
মোনেরো উল্যাসে
দ্যাকিয়া ছায়েদ কুমার
মোনে মোনে ভাবে।
(দারুণ বিদি এই না ছিল রে)
এইদ্যান করি কতপাদিন
গতো হয়ায় গ্যালো
আল্লার হুকুম ভাইরে
পুরা হয়া গ্যালো।
(দারুণ বিদি এই ছিল রে)
অওশন ভানুর গর্বে
ছায়াদের জলমো হইলো
(ভাইরে ছায়াদের জলমো হইলো)
যকোন জলমিলো ছাওয়া রে
চাদ পুন্নিমার
উপোতে[১২৬] ভরিয়া গ্যালো
এনা রে সংসার।
(ও মোর বিদাতা এনা রে সংসার)

খুশি হইলো বাহাদুর
এনা খবোর শুনিয়া
সেইদিনে ডাকাইলো ছাওয়াক
দোস্ত যে বুলিয়া।
(ও হায় রে দোস্ত যে বুলিয়া)

খুশি হইলো ছপোর আজা
এই কতা শুনিয়া
জামাইর সাতে ব্যাটার দোস্ত
দিলো যে করিয়া।
(ও হায় রে দিলো যে করিয়া)
দিনে দিনে বাড়ে ছাওয়া
আসমানেরো তারা
ওরে দ্যাকিয়া ছাওয়াকে তাই
হইলো দিশাহারা।
(ও হায় রে হইলো দিশাহারা)
ওরে এইদ্যান করি পাদ বচ্চোর
গতো হয়া গ্যালো
এস্কোলোত[১২৭] পইড়তে ছায়াদ
বিদ্যায় ভালা হইলো।
(ও হায় রে বিদ্যায় ভালা হইলো)
ওরে বারো বচ্চোর বস তক
পড়িতে নাগিলো
ওরে যতো বিদ্যা আচে তাই
তয় করিয়া নিলো।
(ও হায় রে তয় করিয়া নিলো)
এ্যাকদিন দ্যাকো ছায়াদ
দোস্তোর আগোত্ বলে
কুলুকজান কইন্যার বেরোহ জ্বালা[১২৮]
মুই না পাও সহিবারে।
(ও হায় রে না পাও সহিবারে)
বাহাদুরে কয় শোন দোস্ত
তোমরা থাকো সবুর করি
ঘটকালি করিম মুই নিজে
কুলুকজান যে মোর শালী।
(ও যায় রে কুলুকজান হয় মোর শালী)
এ্যাকদিন তায়জল বাহাদুর
শ্বশুরোকে বলে
সইত্য কতা ও বাপজন
কওতো আমারে।
(ও হায় রে কওতো আমারে)
সুন্নো-সেনা[১২৯] দেও বাপজন
এই অদমের তরে

হাউস্ হইচে যাইম আইজা মুই
শিকারো করিতে।
(ও হায় রে শিকারো করিতে)

হুকুম পায়া ছফোর আজা
দেওয়ানোকে বলে
এ্যাক দণডোতে[১৩০] সাজে দেও সুন্নো
মোনোত্ যতো নাগে।
(ও হায় রে শিকারো করিতে)

সাজাইল দ্যাকো সুন্নো সেনা
হাজারে হাজার
হিসাবোতে হইলো ভাইরে
নব্বই হাজার।

(ও হায় রে নব্বই হাজার)
তারপাচে তায়জল বাহাদুর
সাজিয়া সুমার হইলো
ছায়াদ নামে দোস্তকে ক্যাবোল তাই
সাতে করিয়ায় নিলো।
(ও হায় রে সাতে করিয়ায় নিলো)

হুকুম করিয়ায় দিলো
তায়জল বাহাদুর
শিকার পাইলে তাকে
তোমরা না করেন তাক দূর।
(ও হায়রে না করেন তাক দূর)

ধুম ধামের সাতে গ্যালো বাহাদুর
সেই না জংগোলে
বসিয়া আচে কুলুকজান কইন্যা
পাইলো দ্যাকিবারে।
(ও হায় রে পাইলো দ্যাকিবারে)

যকনে দেইকপ্যার পাইলো হে[১৩১]
কুলুকজানের তরে
দেওয়ানোক্ ডাকেয়া কতা
নাইগচে বলিবারে।
(ও হায় রে নাইগচে বলিবারে)

শোন শোন পাণের দেওয়ান হে
কয়া বুজাও তোরে
চায়া দ্যাকো এ্যাক সোনদোর কইন্যা
ঝলমল ঝলমল করে।
(ও হায় রে ঝলমল ঝলমল করে)
সাতো হারা করয়া কইন্যাক
ঘিরাও করিয়া নিবে
অই কইন্যার ভেতরোত্ জিউ
সন্দেয়া গেইচে মোরে।
(ও হায় রে সন্দেয়া গেইচে মোরে)
হুকুম পায়া সুন্নো-সেনা
বেলোম না করিলো
সাত হারা করিয়া কইন্যাক
ঘিরাও করিয়া নিলো।
(ও হায় রে ঘিরাও করিয়া নিলো)
হাত্তি হাতে নামিয়া ছায়াদ
খিচিয়া কমোর বান্দিলো
নাপদিয়া[১৩২] আসিয়া তাই
কইন্যার সামনোত্ খাড়া হইলো।
(ও হায় রে সামনোত্ খাড়া হইলো)
শোনেক শোনেক সতী কইন্যা
মুই বলো তোমারে
এই বেপোদে দ্যাকিম কইন্যা তোক
কাইবেন উদ্দার করে[১৩৩]।
(ও হায়রে কাইবেন উদ্দার করে)
দশমাস আচনু মুই বন্দো
তোরে শাও শারাপে
সেত্তেই হাতে খালাস পায়া কইন্যা
আসনু তোর আগে।
(ও হায় রে আসনু তোর আগে)

তবে দ্যাকো সতী কইন্যা
চউক ম্যালিয়া চায়
ছায়া দোক দ্যাকিয়া রে কইন্যা
ক্যাবোল করে হায় রে হায়।
(ও হায় রে করে হায় রে হায়)

যাকে মুই দিনু আজাব
মায়েরো ওদ্দোরে
সেই চেংড়া আইলো ফির
মোরে না আগোতে।
(ও হায় রে মোরে না আগোতে)

আর না কইরব্যার পইম মুই
খোদার এবাদত্
ঘুরি ঘুরি আইসে মোর
এ্যাতো মুচিবত্।
(ও হায় রে এ্যাতো মুচিবত)
তবে দ্যাকো ছায়াদ কুমার
উটিলো গজ্জিয়া
ধরিয়া কইন্যার হাত
নিলো রে তুলিয়া।
(ও হায় রে নিলো রে তুলিয়া)

বাহাদুরে কয় শোন রে কইন্যা
এ্যাতো ভাবিস ক্যান মোনে
হেঁটেই আসি কইরচো বিয়া মুই
তোরে এ্যাক বইনোকে।
(ও হায় রে তোরে এ্যাক বইনোকে)
হাসিয়া উটিল কইন্যা
এ কতা শুনিয়া
ছালাম করিয়া দ্যাকো তাক
বওনাই বুলিয়া।
(ও হায় রে বওনাই বুলিয়া)
সুন্নের ভেতরোত[১৩৪] আচিল
মলবি পাঁচজোন
ডাকেয়া কুলুকজানো
কয় যে তকোন।
(ও হায় রে কয় যে তকোন)
আর না কইরবে বেলোম্ব
বিয়া পড়ে দিতে
সোয়ামি বুলিয়া মানি নিচন মুই
ছায়াদেরো তরে।
(ও হায় রে হায় ছায়াদেরো তরে)

হাজারে হাজারে সুন্ন
মজলিশ করিয়া
ছায়াদ কুলুকজানের বিয়া
দিলো যে পড়াইয়া।
(ও হায় রে দিলো যে পড়াইয়া)
ধুমধামের সাতে যায় ছায়াদ
অই কইন্যাকে যে নিয়া
দ্যাকিয়া কইন্যার উপ
তার মোন গ্যালো ভরিয়া।
(ও মোর বিদাতা মোন গ্যালো ভরিয়া)
ওপোনীত হইলো ছায়াদ
ছপোর বাশ্‌শার ঘরে
দ্যাকিয়া ছপোর আজা
ভাবে মোনে মোনে।
(ও মোর বিদাতা ভাবে মোনে মোনে)
ছপোর বাশ্‌শার জামাই রে ভাই
তায়জল বাহাদুর
তাকে পুচ করে[১৩৫] বাশ্‌শায়
কহো কি খবোর।
(ও মোর বিদাতা কহো কি খবোর)
আইনলে যে বেটিছাওয়া তুমি
তাক আইনলে কনটই হাতে
কেটা হয় কওতো বাওয়া
কও তাক আলগোতে।
(ও মোর বিদাতা কও তাক আলগোতে)
এই কতা শুনিয়া বাহাদুর
ভাবে মোনে মোনে
ভাংগিয়া তাই কইলে কতা
নিজা শ্বশুরের আগে।
(ও মোর বিদাতা নিজা শ্বশুরের আগে)
জংলোত্ যায়া পানু কইন্যা
কুলুকজান ভানু নাম
কাইবেন কইন্যা কনটই বাড়ি
না জানো মোকাম।
(ও মোর বিদাতা না জানো মোকাম)

এই কতা শুনি ছপোর আজা
মহোলোতে নিলো

খাওয়া দাওয়া করিয়া কইন্যাক
নিরালা মহোলে নিলো।
(ও মোর বিদাতা নিরালা মহোলে নিলো)

সেই মহোলোত্ গ্যালো আজা
কইন্যারো সামোনে
ব্যাটার বউ বুলিয়া আজায়
সেই বা কইন্যাক মানে।
(ও মোর বিদাতা সেই বা কইন্যাক মানে)

শোনেক শোনেক ওগো বউমা
কওতো আমারে
কার বেটি কনটই বাড়ি
কি নামো তোমারে।
(ও মোর বিদাতা কি নামো তোমারে)

এই কতা শুনিয়া কইন্যা
কানদিয়া কানদিয়া
গোট গোট করি সউগে কতা তাই
কইলো রে ভাংগিয়া।
(ও মোর বিদাতা কইলো রে ভাংগিয়া)
পাহাড়ি মুলুকোত্ আচে
পাহাড়ি আজা হন
তারে কইন্যা হও মুই
কুলুকজান ভানু নাম।
(ও মোর বিদাতা কুলুকজান ভানু নাম)
ছয় বচ্চোর বয়সের সোমে
বাপের আগোত্ কয়া
বোনবাসী হইচো মুই
এবাদোতের নাগিয়া।
(ও মোর বিদাতা এবাদোতের নাগিয়া)
বারো বচ্চোর কন্নু এবাদোত্
বট-পাইকোড়ের তলে
এ্যাকদিন থাইকতে বাকি সেই তপ ভাংগিল মোর
ছায়াদ ও কুমারে।
(ও মোর বিদাতা ছায়াদ ও কুমারে)

শাও শারাপ দিনু তারে
গোসাতে জ্বলিয়া
অওশন ভানুর গৰ্ব্বোতে
ফির জলমো নিলো যায়া ।
(ও মোর বিদাতা জলমো নিলো যায়া)

বারো বচ্চোর বয়সকালে
ফির ছায়াদ কুমার
এবার যায়া আনিল তাই মোক
করিয়া শিকার ।
(ও মোর বিদাতা করিয়া শিকার)

শুনি কতা ছপোর আজা
ভাবে মোনে মোনে
বিয়াই বুলি ন্যাকে পতরো
পাহাড়ি আজার আগে ।
(ও মোর বিদাতা পাহাড়ি আজার আগে)
ন্যাকিল দ্যাকো পতরোখ্যানি
কাড়ুবাড়ু করিয়া
জিয়াপোত্ দিনু আজা
শোন মোন দিয়া ।
(ওরে বলো হায়)
জিয়াপোত্ পায়ায় আজা
আইসেন হামার বাড়ি
মোর ব্যাটার বিয়াকোনা
দিয়া যাও পারাই করি ।
(ওরে বল হায়)

এইদ্যান ভাবে ন্যাকিয়া পতরো
পাহাড়ির দ্যাশোত্ দিলো
সেই পতরো পায়া পাহাড়ি আজা
মাজিয়া পাড়িয়া আইলো ।
(ওরে বল হায়)
বসিল যায়া দুই বিয়াই
নিরালা মহোলে
দুক্কের কতা তামরা তকোন
কয় বা ধেরে ধেরে ।
(ওরে বল হায়)

শোন শোন পাহাড়ি আজা
জবান শোনো মোরে
ব্যাটা বেটি কয়জোন তোমার
এ ভবো সংসারে।
(ও মোর বল হায়)
এই কতা শুনিয়া পাহাড়ি
কান্‌দিয়া উটিলো
দুক্কের সাতে কতা তাই
কবার যে নাগিলো।
(ওরে বলো হায়)
পোরতোমে আচিলো ব্যাটা
নামে আজগর
ছাড়িয়া গেইচে ব্যাটায় মোক
পাতালো নগোর।
(ওরে বলো হায়)
তারপরেতে আচিল ব্যাটা
নামে আজাহারি
দুনিয়া ছাড়িয়া ব্যাটা
পাতালোত কইরচে বাড়ি।
(ওরে বলো হায়)
তারপরেতে আচিল ব্যাটা
নামটি তারে হুড়া
ছাড়িয়া গেইচে দুনিয়া ব্যাটায়
মোর কইলজা করিয়া গুঁড়া।
(ওরে বলো হায়)
আচিল এ্যাক কইন্যা এ্যাক মোর
ছাড়িয়া বাড়ি ঘর কইন্যায় মোর
জংগোলোতে গেইচে।
(ওরে বলো হায়)
আচিল সেই কইন্যা মোর
কুলুকজান ভানু নাম
কুতি হাতে বেনকুতি গেইচে
না দ্যাকো আসতাম।
(ওরে বলো হায়)
তাই ছাড়া আর ব্যাটা বেটি
সংসারোতে নাই

এ কতা শুনলেন ক্যানে
কহো মোরে ঠাঁই।
(ওরে বলো হায়)
এই কতা শুনি ছপোর আজা
পাহাড়ি আজাক বলে
মোনের ভেতরোত সাদ আচিল
তোমাক বিয়াই করিতে।
(ও হায় রে বিয়াই করিতে)
এই কতা শুনিয়া পাহাড়ি
ভাবে মোনে মোনে
ব্যাটা ব্যাটি নাই ঘরোত্ মোর
বিয়াই করিবে ক্যামোনে।
(ও হায় রে বিয়াই করিবে ক্যামোনে)
ছপোর আজায় কয় বিয়াই রে
কও যে তোমারে
এ্যাকদিন গেচিল ব্যাটা মোর
শিকার করিবারে
কুলু জান ভানু নামে কইন্যা এ্যাক
আইনচে তাই ঘরে।
(ও হায় রে আইনচে তাই ঘরে)
পাহাড়ি আজার কইন্যা বুলি
তাই পরিচয় দ্যায় মোরে
হাত ধরিয়া নিলো পাহাড়িক
মহোলের ভেতোরে।
(ও হায় রে মহোলের ভেতোরে)
যেটেই আচিল কুলুকজান ভানু
গ্যালো তারো আগে
বাপো বাপো বুলিয়া কুলুকজান
পাহাড়িক্ ছালাম করে।
(ও হায় রে পাহাড়িক ছালাম করে)
তোমরা বাপ মুই বেটি
কুলুকজান ভানু নাম মোরে
পরিচয় হইলো ভাইরে
বাপ আর বেটিতে।
(ও হায় রে বাপ আর বেটিতে)
ছপোর আজা পাহাড়ি আজা
বিয়াই হইলো খাটি

বেটিক তুলিয়া দিলো ছায়াদের হাতোত্
খুশিতে বিদ্যায় হইলো পাহাড়ি ।
(ও হায় রে বিদ্যায় হইলো পাহাড়ি)
কিচুদিনো থাকে দোন
শ্বশুর বাড়িতে
বিদ্যায় হয়া গ্যালো দুইজোন
দুই বিবিরো আগোতে ।
(ও হায়রে বিবিরো আগোতে)
শোন শোন তারা ভানু
জবান শোন মোরে
বিদ্যায় করি দ্যাহো যাও মুই
নিজেরো মুল্লুকে ।
(ও হায় রে নিজেরো মুল্লুকে)
শ্বশুর শউড়ি কানদে দোন
শালা আর সমোনদি
কাইনতে কাইনতে দিলো সগলে
বিদ্যায় ভালা করি ।
(ও হায় রে বিদ্যায় ভালা করি)
দুইয়ো কইন্যা নিয়া দোন দোস্ত
ইতি উতি দ্যাকে
ষোয়ারী করিয়া যামো হামরা
শাহাবারীর মুল্লুকে ।
(ও হায় রে শাহাবারীর মুল্লুকে)

সেই জাগাতে আচে কইন্যারে
ঝলকমারী অওশন
সেই মুল্লুকোত্ যায়া চাইরজোন
ওপোনীত হন ।
(ও হায় রে ওপোনীত হন)
কতো দিনো থাকে চাইরজোন
তাহারো মুল্লুকে
দুই কইন্যার আগোত্ কতা
নাইগচে বলিবারে ।
(ও হায় রে নাইগচে বলিবারে)
শোনেক কইন্যা অওশন ভানু
বিদ্যায় দ্যাহো মোরে
মোরে জন্যে বাপ-মাও মোর

কান্দে জারে জারে।
(ও হায় রে কানদে জারে জারে)
ওরে কতা শুনিয়া দুইয়ো কইন্যা
হাসি হাসি কয়
ওরে হামরা দুইজোন যামো সোয়ামি
সাতোতে তোমার।
(ও মোর বিদাতা সাতোতে তোমার)
ওরে বাপ-মায়ের কাচ হাতে কইন্যা
বিদ্যায় ভালা নিয়া
ওরে সোয়ামির সাতে যায় দুইজোন
এলাহি ভাবিয়া।
(ও মোর বিদাতা এলাহি ভাবিয়া)

দিনে আইতে যাবার নাগিলো দোনোজোন
আরাম নাই যে করে
কতোদিনে গ্যালো দুইজোন
বাসুদ্যাব আজার আগে।
(ও মোর বিদাতা বাসুদ্যাব আজার আগে)
যে সোমে পঁচিলো বাহাদুর
বাসুদ্যাব শওরে
ওপাত হাতে পাতানি ছারভান
পাইলো দ্যাকিবারে।
(ও মোর বিদাতা পাইলো দ্যাকিবারে)
জলের ঝারি হাতোত্ নিয়া কইন্যা
বাইরা বাড়িত গ্যালো
হাত বাড়েয়া সোয়ামি ধনোক্
কোলোত্ তুলিয়া নিলো।
(ও মোর বিদাতা কোলোত্ তুলিয়া নিলো)
পাও ধোয়া দিলো কইন্যায়
আপোনারো হাতে
দুই ঠ্যাং মোচেয়া দিলে কইন্যায়
দোগোল মাতার ক্যাশে।
(ও মোর বিদাতা দেগোল মাতার ক্যাশে)

ওরে সোয়ামি ধন দোস্ত আরও
বিবি চাইরো রে জন

মহোলের ভেতরোত নিয়া গ্যালো তামাক্
পাতানি ছারভান।
(ও মোর বিদাতা পাতানি ছারভান)
খবোর পায়া বাসুদ্যাব আজা
আইলো তারো বাড়ি
নানা ধেরান ভাত তরকই দিয়া
খোঁয়ায় আদোর করি।
(ও মোর বিদাতা খোঁয়ায় আদোর করি)

সেই জাগাতে থাকে ছয়োজোন
সেই বাড়িরো পরে
এ্যাকদিন দ্যাকো বাহাদুর
শ্বশুর শউড়িক বলে।
(ও মোর বিদাতা শ্বশুর শউড়িক বলে)
বিদ্যায় এ্যালা দেহ্ বাপজন
বিদ্যায় দেহো মোরে
ছারভানোকে নিয়া যাও মুই
আপোনার মুলুকে।
(ও মোর বিদাতা আপোনার মুলুকে)

ওরে হাতি ঘোড়া নয়নস্কোর
সাজোন করিয়ায় নিলো
ওরে ঘটি-বাটি হাড়া ড্যাগচা
জামাইকে দিলো।
(ও মোর বিদাতা জামাইকে দিলো)
যিগলা যিগলা দিলো ভাইরে
সিগলা সউগ সোনার তৈয়ার
খুশির সাতে নিলো বাহাদুর
না কাড়ি কোন আও।
(ও মোর বিদাতা না কাড়ি কোন আও)
সেত্তেই হাতে গ্যালো তামরা
আপোনার বাড়িতে
যাইতে যাইতে দ্যাকো তামরা
কতো নদী-নালা ছাড়ে।
(ও মোর বিদাতা কতো নদী-নালা ছাড়ে)
তিন মাস হাঁটিয়া যায় রে
আরাম নাই যে করে

তিসিন্নিয়া পঁচিল তামরা
আপোনার বাড়িতে।
(ও মোর বিদাতা আপোনার বাড়িতে)
বসিয়া আচিল বাপ মাও
এই খবোর শুনিয়া
যাদু যাদু বুলিয়া আইলো
দউড়িয়া দউড়িয়া।
(ও মোর বিদাতা দউড়িয়া দউড়িয়া)
দ্যাকে ব্যাটা হাত্তির ওপরোত্
পাচোত্ বেটিছাওয়া সারি সারি
যাদু যাদু বুলিয়া তামাক
নিয়া গ্যালো আপোন বাড়ি।
(ও মোর বিদাতা নিয়া গ্যালো আপোন বাড়ি)

এ্যাতোদিনে দুক্কো তামার
গ্যালো রে ঘুচিয়া
আইজ্জোপাট তামান কিচুই
দিলো রে বুজিয়া।
ও মোর বিদাতা
দিলো রে বুজিয়া।
(হায় ওহে)

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. নগরে, ২. পালিত পুত্র, ৩. বিধাতা, ৪. যেদিন গেল, ৫. বাপমায়ের ঘরে, ৬. মহলের ভিতরে, ৭. মেয়ে, ৮. সাজিয়া-গুজিয়া, ৯. মতো, ১০. সে বসিয়া রহিল, ১১. এদিকে, ১২. আত্মীয়-স্বজনকে, ১৩. দাওয়াত, ১৪. সকলকে, ১৫. সন্ধ্যা লাগিল, ১৬. জামাইকে বলে, ১৭. যেখানে ছিল, ১৮. কন্যার নিকটে বলে, ১৯. প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ২০. শিশুকালে, ২১. কে আমাকে পড়াশুনা করাইবে, ২২. তখনে বলিয়াছি, ২৩. লেখাপড়া না করিলে, ২৪. আমার ভাগ্যে নাই, ২৫. সেই কথায়, ২৬. ভাবত আমি কথা হইতে মুক্তি পাইব, ২৭. সেদিন হইতে, ২৮. অন্য জায়গায়, ২৯. একায়, ৩০. স্কুল পাস করিল, ৩১. সকাল হইতে, ৩২. এমন সময়, ৩৩. কিজন্য যেন স্কুলের মাস্টার ডাকিল, ৩৪. সমস্তদিন গেল, ৩৫. রাস্তার দিকে দেখিয়া, ৩৬. বিষে কাতর হইয়া, ৩৭. খারাপ বেশে, ৩৮. তাড়াতাড়ি, ৩৯. যেখানে মা বাপ, ৪০. খুঁজিয়া আনে, ৪১. সকলে বলে, ৪২. না দিব, ৪৩. শহরে, ৪৪. সেই স্থানে, ৪৫. পদ্মার উপরে, ৪৬. তোমার কে হয়, ৪৭. তাহাকে কোলে লইয়া, ৪৮. কাটাইয়াছি, ৪৯. তাকে পাবার জন্য, ৫০. সেদিনে সে মরে, ৫১. বাঁচিবে, ৫২. সেখান হইতে, ৫৩. এক এক করিয়া তাহার সবকথা মনে পড়িল, ৫৪. নৌকার উপরে, ৫৫. তোমার পেটে, ৫৬. পেট হইতে বাহির করিয়া দিল, ৫৭. ঝাপাইতে লাগিল, ৫৮. রুহ্ রাখিবার স্থান হইতে, ৫৯. পলকে, ৬০. সেই রাস্তা দিয়া দুইজন ধীরেধীরে যায়, ৬১. দেখিতে দেখিতে, ৬২. সেই রাজ্যের রাজা, ৬৩. রওশন ভানু, ৬৪. হাঁস যেরূপ পাছা দোলাইতে দোলাইতে হাটে যুবতি কন্যাও

সেইরূপ পাছা হেলাইয়া-দুলাইয়া হাঁটে, ৬৫. কিছুদূর হইতে, ৬৬. কেন জানি এরূপ হইল, ৬৭. আমাকে দেখিয়া, ৬৮. দুইজন, ৬৯. দুইজন পুরুষ বোধহয় আমার জন্য মরে, ৭০. উহাদের জন্য, ৭১. চল দিদি, ৭২. তাড়াইয়া দিল, ৭৩. সম্মুখে গিয়া, ৭৪. সে বলিতে লাগিল, ৭৫. কোন শহরে, ৭৬. বাহিরে কেন আসিলেন? ৭৭. তোমাকে দেখিতে এই জলের ঘাটে আসিলাম, ৭৮. লইব, ৭৯. মনে তোমার স্থান দিব, ৮০. দূর হইতে, ৮১. কোন স্থানের, ৮২. তাহার সহিত, ৮৩. কাটিবে, ৮৪. লুকাইয়া রাখিবে, ৮৫. আমি বুঝাইয়া বলিব, ৮৬. দরজায় ছিল, ৮৭. জীবন উড়িয়া গেল, ৮৮. নদীর তীরে, ৮৯. শপথ করিয়াছি, ৯০. যাহাকে দেখিব, ৯১. এমন সময়, ৯২. আমি চাহিয়া দেখি, ৯৩. একই প্রকার, ৯৪. প্রজাদিগের সম্মুখে কথা বলিতেছে, ৯৫. হাজারো বাড়িতে, ৯৬. গীত গায়িকা, ৯৭. তাহারা, ৯৮. হাজির করিল, ৯৯. সকলে বাড়িতে গেল, ১০০. জন্মের মতো, ১০১. সুখের ভিতরে থাকে, ১০২. অনেকদিন, ১০৩. হে কন্যা তুমি কাঁদিও না, ১০৪. করিব, ১০৫. গভীর বন, ১০৬. একমাস পর, ১০৭. স্ত্রী হরিণ, ১০৮. হরিণের পশ্চাতে, ১০৯. সন্ধ্যার সময়, ১১০. দেখিতে দেখিতে, ১১১. এ পার্শ্বে ও পার্শ্বে, ১১২. কেন, ১১৩. উত্তর না পাইয়া, ১১৪. চক্ষু মেলিয়া, ১১৫. দুর্ধর্ষ, ১১৬. পেটে পৌঁছিল, ১১৭. আমি কেমনে ঘরে যাইব, ১১৮. অনুরোধ, ১১৯. সিংহাসনের উপরে, ১২০. থাক আমার বাড়ি, ১২১. তাই আমি সাথে তুলে নিব, ১২২. দাওয়াত, ১২৩. কে গণিতে পারে, ১২৪. আমরা, ১২৫. রূপসি জামাই, ১২৬. রূপে, ১২৭. স্কুলে, ১২৮. বিরহ জ্বালা, ১২৯. সৈন্য সেনা, ১৩০. এক নিমিষে, ১৩১. যখনে দেখিতে পাইল, ১৩২. লাফ দিয়া, ১৩৩. কে উদ্ধার করে, ১৩৪. সৈন্যের ভিতরে, ১৩৫. তাহাকে জিজ্ঞাসা করে।

পরিশিষ্ট
সংগ্রহ সম্পর্কিত তথ্য

গবেষক-পাঠকদের যথাযথ ব্যবহার উপযোগিতার কথা ভেবে এ-স্থলে বাংলা একাডেমী ফোকলোর আর্কাইভস্ে সংরক্ষিত হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলনে অন্তর্ভুক্ত রংপুর অঞ্চলের পালাগান-এর সংগ্রহ সম্পর্কিত তথ্য প্রদত্ত হলো। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর নির্ধারিত প্রশ্নমালা, সংগ্রাহকদের উত্তরপত্র ও সংগ্রাহকদের প্রসঙ্গকথার ভাষারীতি অবিকৃত রেখে সম্পাদনার কাজ করা হয়েছে, যাতে করে গবেষকগণ একইসঙ্গে গত শতকের ষাট দশকে বাংলা একাডেমীর ফোকলোর সংগ্রহের প্রকৃতি-পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে পারেন এবং সংকলনভুক্ত উপাদানসমূহ তাঁদের গবেষণাকর্মে ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র উল্লেখ করতে সক্ষম হন।

জেলকদ বাশ্‌শা

ভলিউম নং-২৬৯। এলাকা : রংপুর।

সংগ্রাহক : এস.এম. সামীয়ূল ইসলাম, ডাকঘর : বেল্‌কা, জেলা : রংপুর।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : ১. নাম : হেলাল উদ্দিন, ২. পিতার নাম : আজিমুদ্দিন, ৩. বর্তমান ঠিকানা— গ্রাম : বেল্‌কা, ডাকঘর : বেল্‌কা, জেলা : রংপুর, ৪. পৈতৃক নিবাস : বেল্‌কা, ৫. পেশা : কৃষিকার্য, ৬. বয়স : ৪৭ বৎসর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : মেট্রিকুলেট, ৮. সংগ্রহটি কোনো পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি? না। ৯. সংগ্রহটি আপনি কাহার নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন? বারাইপাড়া নিবাসী খড্ডা উজিরের নিকট হইতে। ১০. কখন শুনিয়াছিলেন? বাল্যকালে।

সংগ্রহের তারিখ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ।

চিনুমিনু

ভলিউম নং-২৬১। এলাকা : রংপুর।

সংগ্রাহক : ১. নাম : এস. এম. সামীয়ূল ইসলাম, ২. পিতার নাম : মরহুম মাহমুদ আলী সাহেব, ৩. বর্তমান ঠিকানা–গ্রাম : বেল্‌কা, ডাকঘর : বেল্‌কা, জেলা : রংপুর। ৪. পৈতৃক নিবাস : বেল্‌কা, ৫. পেশা : সংগ্রাহক, ৬. বয়স : ৩২ বৎসর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : ম্যাট্রিকুলেট, ৮. সংগ্রহটি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি? না।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : ১. নাম : আব্দুল জলিল, ২. পিতার নাম : আমিন উদ্দিন ব্যাপারী, ৩. বতমান ঠিকানা– গ্রাম : জয়মনদী, ডাকঘর : সুন্দরগঞ্জ, জেলা : রংপুর, ৪. পৈতৃক নিবাস : জরমনদী, ৫. পেশা : কৃষিকার্য, ৬. বয়স : ৪৮ বৎসর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা: নাই। ৮. সংগ্রহটি কেনো মুদ্রিত গ্রন্থে বা পাণ্ডুলিপিতে দেখেয়াছেন কি? না। ৯. সংগ্রহটি আপনি কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন? গীদানের নিকট বাল্যকালে।

সংগ্রহের তারিখ : জানুয়ারি, ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ।

অসমণি কইন্যা : প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ভলিউম নং- । এলাকা : রংপুর ।

সংগ্রাহক : ১. এস. এম. সামীয়ূল ইসলাম, ডাকঘর : বেলকা, জেলা : রংপুর ।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : ১. নাম : আছর উদ্দিন, ২. পিতার নাম : হিদাত উল্যা সেখ, ৩. ঠিকানা—গ্রাম : কেল্লাবাড়ি, ডাকঘর : পুন্ননগর, জেলা : রংপুর, ৪. পৈতৃক নিবাস : কেল্লাবাড়ি, ৫. পেশা : কৃষিকার্য, ৬. বয়স : ৫৮ বৎসর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই । ৮. সংগ্রহটি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থে দেখিয়াছেন কি? না। ৯. সংগ্রহটি আপনি কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন : উজিরের নিকট বাল্যকালে শুনিয়াছিলেন ।

সংগ্রহের তারিখ : জানুয়ারি, ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ ।

ছোকরানাচা গানের পালা : প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ভলিউম নং-২৩৪ । এলাকা : রংপুর ।

সংগ্রাহক : **এস. এম.** সামীয়ূল ইসলাম, ডাকঘর : বেলকা, জেলা : রংপুর ।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : ১. নাম : ঘুতু গীদান, ২. পিতার নাম : কুতুবুদ্দিন, ৩. বর্তমান ঠিকানা– গ্রাম : ধুপনীগ্রাম, ডাকঘর : ধর্মপুর, জেলা : রংপুর । ৪. পৈতৃক নিবাস : ধুপনী, ৫. পেশা : কৃষিকার্য, ৬. বয়স : ৪৮ বৎসর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই, ৮. সংগ্রহটি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি ? : না। ৯. সংগ্রহটি আপনি কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় কি ? উজিরের নিকট, ১০. কখন শুনিয়াছিলেন? বাল্যকালে না যুবাবয়সে ? বাল্যকালে ।

সংগ্রহের তারিখ : অক্টোবর, ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ ।